আজকাল

বতিচেল্লির ‘ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড’ ছবির প্রদর্শনী দিল্লিতে

কেরলে বর্ষা এসে গেল, বাংলায় কতদিন পর?

প্রকৃতি বাঁচানোর ডাক, আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস

এবারও সেরাটা দেব। আজ মেসির সাক্ষাৎকার খেলার পাতায়

www.aajkaal.in | শিলিগুড়ি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫ জুন ২০২৬ | ৪.০০ টাকা ১২ পাতা

জাহাজমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজ্যের

দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ার পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নবান্নে এদিন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাজপুর প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, রেল ও জাতীয় সড়ক সংযোগ— কোনওটাই প্রস্তুত ছিল না। সরকারের মূল্যায়নে স্পষ্ট হয়েছে, বর্তমান অবস্থায় তাজপুরে বন্দর নির্মাণ বাস্তবসম্মত নয়। তার পরিবর্তে তাজপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে দাদনপাত্রবাড় এলাকায় রাজ্য সরকারের হাতে–থাকা প্রায় ১৭০০ একর জমিকে কেন্দ্র করে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ ভাবে প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে বুধবার আদানি গ্রুপের এমডি করণ আদানের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছিল। তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প থেকে ওঁরা বেরিয়ে গিয়েছেন। আমরাও দেখেছি তাজপুর প্রকল্প তৈরি করা সম্ভব নয়। কারণ ওখানে সরকারের হাতে কোনও জমি ছিল না। আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবেও তখন বলেছিলাম, তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর করা সম্ভব হবে না। রেল সংযোগ, জাতীয় সড়ক–সহ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রচুর জমি দরকার।’

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘পূর্বতন সরকার বাস্তবতা যাচাই না করেই তাজপুর বন্দর নিয়ে প্রচার করেছে। নতুন সরকার জমির প্রাপ্যতা, সংযোগ ব্যবস্থা এবং আর্থিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেই প্রকল্প পুনর্গঠন করছে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের তত্ত্বাবধানে শিল্পসচিব বন্দনা যাদবের টিম খতিয়ে রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই প্রকল্পের ছাড়পত্র দেবেন। কেন্দ্রের সঙ্গে লভ্যাংশ ভাগ করে নিতে আমরা রাজি আছি। প্রথম ধাপে ১৭০০ একর জমি নিয়েই আমরা প্রকল্পটা এগিয়ে নিয়ে যাব। পরে জমি সংগ্রহ করা যাবে।’ এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ছিলেন জাহাজ মন্ত্রক, কলকাতা বন্দরের প্রতিনিধিরা। রাজ্যের তরফে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, শিল্প দপ্তর, পরিবহণ দপ্তরের সচিবরা। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ বিজলি, কাশীপুর–বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তেওয়ারিও উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে পূর্বতন রাজ্য সরকার তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কলকাতা বন্দরের অন্তর্গত হলদিয়ার ডক কমপ্লেক্স এবং কলকাতার ডক সিস্টেমের নাব্যতা কমে যাওয়ায় শিল্প–বাণিজ্যের সুবিধার্থে এই নতুন বন্দর গড়ে তোলার

● এরপর ৩ পাতায়

পৃথক জাহাজ দপ্তর তৈরির পথে রাজ্য

আজকালের প্রতিবেদন

জলপথ পরিবহণ ও উপকূলীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি আনতে রাজ্য সরকার পৃথক জাহাজ দপ্তর তৈরির পরিকল্পনা করেছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ কথা জানিয়েছেন। এ রাজ্যে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে জাহাজ ও জলপথ সংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু দেশের একাধিক রাজ্যে আলাদা শিপিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেই মডেল অনুসরণের বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। পরবর্তী কালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ

● এরপর ৩ পাতায়

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের। রয়েছেন জাহাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

পঞ্চায়েতে ১১ হাজার নিয়োগ হবে: দিলীপ

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে পঞ্চায়েতের তিন স্তরে ১১ হাজার ১৫৪ শূন্যপদে নিয়োগ করতে চলেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। এর মধ্যে ৬ হাজার ৫৩৬ পদে সরাসরি নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার আগের বৈঠকে। বৃহস্পতিবার বিধাননগর মৃত্তিকা ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, ‘পঞ্চায়েতের তিন স্তরে ৯ হাজার ৯৩৬টি শূন্যপদ রয়েছে। ৫ হাজার ৫০৯ পদে সরাসরি নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেছে। পঞ্চায়েত সমিতির ৬৬০ শূন্যপদের মধ্যে ৫৬৪টিতে সরাসরি পূরণের অনুমোদন মিলেছে। জেলা/মহকুমা পরিষদে ৫৫৮টি পদ খালি। এর মধ্যে ৪৬৩টি পদে সরাসরি নিয়োগের অনুমোদন মিলেছে শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে।’ মন্ত্রী এদিন জানান, পঞ্চায়েতের সমস্ত শূন্যপদেই যাতে একসঙ্গে দ্রুত নিয়োগ হয়, তার চেষ্টা করছে রাজ্য। ৫৭ হাজারের বেশি অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তাঁদের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। নিয়োগে যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকে, সেদিকে নজর রাখা হবে।

দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প) শুরু করতে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদন করেছে কেন্দ্র। জুলাই থেকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে এ রাজ্যেও চালু হবে বিকশিত ভারত– গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন– গ্রামীণ (ভিবি–জিরামজি)। ভিবি–জিরামজি প্রকল্পে ১২৫ দিনের কাজ পাবেন বাংলার প্রায় ২.৫৬ কোটি জব কার্ডধারী। জুন মাসে চলবে ১০০ দিনের কাজ। ১ জুলাই থেকে ভিবি–জিরামজি চালু হলে মনরেগা প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এর জন্য বছরে রাজ্যের খরচ হবে ১২ হাজার ৮৫০ কোটি টাকারও বেশি। এর ৬০ ভাগ দেবে কেন্দ্র, ৪০ ভাগ রাজ্য।

● এরপর ৪ পাতায়

মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের বিশেষ সাক্ষাৎকার ৪ পাতায়

কলকাতায় পরিবেশবান্ধব ওয়াটার মেট্রো

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো চালু হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেরলের পর এবার কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো চালু করার ব্যাপারে কেন্দ্রের নীতিগত সম্মতি মিলেছে। হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে আধুনিক জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে দ্রুত, পরিবেশবান্ধব এবং বিকল্প গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ওয়াটার মেট্রো চালু করা হবে।

এখনও পর্যন্ত দেশের মোট ১৭টি জায়গায় এই পরিষেবা চালু রয়েছে। ১৮তম শহর হিসেবে যুক্ত হল তিলোত্তমার নাম। এখানেও কেরলের কোচি শহরের মতো অত্যাধুনিক ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক হাইব্রিড বোট ব্যবহার করা হবে। এগুলি হবে পরিবেশবান্ধব। যাত্রীরা দ্রুত গঙ্গাবক্ষে যাতায়াত করতে পারবেন। কোচিতেই প্রথম ওয়াটার মেট্রো চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম দফায় শ্রীনগর, গুয়াহাটি, পাটনা, বারাণসী, প্রয়াগরাজে এই ওয়াটার মেট্রো চালু হওয়ার কথা। এই তালিকায় এবার কলকাতাও যুক্ত হল। এর ফলে গঙ্গা পার করে শহরে যাতায়াত পরিষেবা আরও সহজ হবে। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াত করেন। যন্ত্রচালিত হওয়ায় অতি দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াত সম্ভব। তাই স্বাভাবিক ভাবে ওয়াটার মেট্রোর মাধ্যমে যাত্রীরা অতি দ্রুত নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে পারবেন। পরিবেশবান্ধব এই গণপরিবহণে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া পর্যটনের ক্ষেত্রেও এই ওয়াটার মেট্রো যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কলকাতায় আসার জন্য বহু মানুষ জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। ফলে ওয়াটার মেট্রো চালু হলে আরও বেশি করে মানুষ জলপথ ব্যবহার করবেন। এতে কলকাতা শহরে যানজট যেমন কমবে, তেমনই কমবে বায়ুদূষণও।

দুর্গাপুরে ইস্পাত শিল্পে ৩৫ হাজার কোটি লগ্নি, কর্মসংস্থান ১৬ হাজার

আবির রায়

দুর্গাপুর, ৪ জুন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসে বলে গিয়েছিলেন দুর্গাপুর–আসানসোল শিল্পের জোয়ার আসবে। সে–কথা বলে যাওয়ার পরই কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রক নতুন পরিবেশবান্ধব গ্রিনফিল্ড ইস্পাত কারখানা নির্মাণে দুর্গাপুরে বিনিয়োগ করছে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ১৬ হাজার কর্মসংস্থান হবে নতুন প্রকল্পে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শিল্পাঞ্চল জুড়ে খুশির হাওয়া শ্রমিকমহলে। বাংলায় আবার ভারী শিল্পে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর (ফিনান্স) মোহিত মালপানি বলেছেন, ‘আগামী বছরের শুরুতেই এই নতুন ইস্পাত কারখানার নির্মাণকাজ চালু হয়ে যাবে। উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি হবে বিলেট কাস্টার। এই কারখানায় মুনাফা অনেকটাই বাড়বে। উৎপাদিত ইস্পাতের চাহিদাও আরও বাড়বে। বার্ষিক ৩ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনের মাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

এই জায়গায় গড়ে উঠবে গ্রিনফিল্ড ইস্পাত কারখানা। ছবি: প্রতিবেদক

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, পরিকাঠামো উন্নয়নে এই নতুন ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য বি–জোন শোভাপুরের শেষ প্রান্তে বিজড়া গ্রাম–লাগোয়া এলাকা থেকে রঘুনাথপুর, কমলপুর গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ৯০০ একর জমি ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই জমিতে আগেকার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পুরনো হেলিপ্যাড তৈরি করা আছে। কারখানার এইচএমএস শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাপস রায় বলেন, ‘গ্রিনফিল্ড কারখানা গড়ে উঠলে শুধু কর্মসংস্থান নয়, আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে যাবে দুর্গাপুরে। অনেক নতুন অনুসারী শিল্প গড়ে উঠবে। শিল্পের জোয়ার আসবে।’

মূলত এবার সেল থেকে দুটি পর্যায়ে ইস্পাত কারখানা গঠনকে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাউনফিল্ড এবং গ্রিনফিল্ড প্লান্ট হিসেবে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় আরিয়া জানান, আগের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাকে ব্রাউনফিল্ড পর্যায় থেকে সম্প্রসারিত করে গ্রিনফিল্ড প্লান্টের কাজ শুরু করা হবে নতুন চিহ্নিত করা জমিতে। নতুন ইস্পাত প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত জমিতে আগাছা, জঙ্গল কেটে পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হবে শিগগিরই। ইস্পাত কারখানা নির্মাণের বরাদ্দ বিনিয়োগের কিছু অর্থ বার্নপুরের ইসকো ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণের জন্যও ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে। নতুন গ্রিনফিল্ড স্টিল প্লান্টের কর্মকাণ্ড দেখাশোনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে বলে কারখানা সূত্রে জানা গেছে। পরিকল্পনা মতো গ্রিনফিল্ড কারখানার জন্য তিন হাজার ঘন মিটার আয়তনের পাঁচ নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস বসানো হবে।

● এরপর ৩ পাতায়

সুপারিশে আর ভর্তি নয় হাসপাতালে

আজকালের প্রতিবেদন

কোনও রাজনৈতিক চাপে, রাজনৈতিক ব্যক্তির সুপারিশে রোগী ভর্তি নয়। চিকিৎসক যাঁকে মনে করবেন ভর্তি করার, সেই রোগীকেই ভর্তি করতে হবে। এককথায় কোনও ‘ক্যাচ পেশেন্ট’ ভর্তি হবে না। রোগী–পরিষেবা নিয়ে কোনও রকম খামতি বরদাস্ত করা হবে না। এসএসকেএমের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় এসএসকেএমে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়। ভবানীপুর কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে এসএসকেএম হাসপাতাল। আর এই কেন্দ্র থেকে জয়ী বিধায়কও শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন থেকে বেরিয়ে সন্ধে সওয়া ছ’টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী যান এসএসকেএমে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলেন বৈঠকে। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা থেকে শুরু অন্যান্য সচিব পর্যায়ের আধিকারিক, এসএসকেএমের অধিকর্তা ডাঃ মণিময় ব্যানার্জি থেকে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান চিকিৎসকরা ছিলেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বৈঠকে রোগী পরিষেবার বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ‘রেফার’ করার বিষয়ে। কোনও ভাবেই কোনও রোগীকে ফেরত পাঠানো যাবে না বলে বলে কঠোর বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া যেভাবেই হোক দালাল চক্র আটকাতে হবে, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। তার জন্য প্রশাসনের তরফে যা যা সহযোগিতা প্রয়োজন, তা করা হবে বলে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন নেতা–মন্ত্রীর সুপারিশে রোগী ভর্তির মতো ঘটনা ঘটেছে। চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে ভর্তির কথা লিখে দেওয়ার পরেও সেই রোগী ভর্তি হতে পারেননি

● এরপর ৩ পাতায়

বিধাননগর

কৃষ্ণার ইস্তফা

আজকালের প্রতিবেদন

বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ পুর কমিশনার রবি আগরওয়ালের কাছে লিখিত আকারে পদত্যাগপত্র তুলে দিয়েছেন কৃষ্ণা। সেটি গৃহীতও হয়েছে বলে খবর।

রাজ্যে সরকারের পালাবদল হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিধাননগর পুরনিগমে ‘নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে’ বলে একাধিক বার ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বিধাননগরের বিজেপি বিধায়ক, মন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি। এহেন পরিস্থিতিতে মেয়রের এই পদত্যাগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মানছেন অনেকেই। সেই সঙ্গে পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিমধ্যেই

● এরপর ৪ পাতায়

পরীক্ষায় নম্বর কমানোর হুমকি! প্রাইভেট টিউশন বন্ধের নির্দেশ

আজকালের প্রতিবেদন

তাঁদের কাছে প্রাইভেটে না পড়লে ‘হুমকি’ দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার। রাজ্যের কর্মরত শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে এমনই অভিযোগ জমা পড়ল স্কুলশিক্ষা দপ্তরে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই রাজ্যের সরকারি, সরকার–পোষিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনে রাশ টানতে কড়া নির্দেশিকা জারি করল দপ্তর। এই ধরনের কোনও অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট জেলার ডিআইদের বিষয়টি তদন্ত করে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় কর্মরত শিক্ষকরা কোনও ভাবেই প্রাইভেট টিউশন বা গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে। তবে একাধিক স্কুলের বক্তব্য, অভিভাবকদের মধ্যেই নিজেদের ছেলে বা মেয়েকে প্রাইভেট টিউশনে পড়তে পাঠানোর ঝোঁকটা বেশি। বিশেষত, যাঁরা বাড়িতে সময় দিতে পারেন না, বা পড়াতে পারেন না। তবে স্কুলে সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শিক্ষক থাকলে এই নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমতে পারে।

২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনেই উল্লেখ রয়েছে কোনও কর্মরত স্কুলশিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন না। এ নিয়ে একাধিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও সেই প্রবণতায় পুরোপুরি রাশ টানা যায়নি। তাঁর কাছে পড়লে প্রশ্ন বলে দেবেন, নম্বর পাইয়ে দেবেন, না পড়লে নম্বর দেবেন না— শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ভূরি ভূরি। সম্প্রতি প্রাইভেট টিউশনের অভিযোগ ওঠায় দক্ষিণ কলকাতার একটি স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ডিআই অফিসে শুনানিও হয়েছে। কিন্তু এবার এই সব অভিযোগ তুলেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে দপ্তরে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষার অধিকার আইনের ধারা ২৮ এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি ভাবে প্রাইভেট টিউশন করছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে,

● এরপর ৩ পাতায়

প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি: শৌভিক দাস

এনজেপি স্টেশনে জনজোয়ার

শিলিগুড়ি জেলা হবেই, আশ্বাস মন্ত্রী আনন্দময়ের

গিরিশ মজুমদার
শিলিগুড়ি, ৪ জুন

রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গে ফিরলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। শপথ গ্রহণের পর এই প্রথম বাড়ি ফিরলেন তিনি। তাঁকে বরণ করতে এনজেপি স্টেশনে নামে বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের ঢল।

এদিন সকাল থেকেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বর ভরে ওঠে দলীয় পতাকা, ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে আসা সমর্থকদের ভিড়ে। ট্রেন থেকে নামতেই 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগানে মুখর হয় গোটা এলাকা। কর্মীরা মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রীকে। এর পর খোলা জিপে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন তিনি। জিপের সামনে–পিছনে ছিল মোটরবাইক ও গাড়ির দীর্ঘ শোভাযাত্রা। রাস্তার দু'ধারেও দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ শুভেচ্ছা জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দময় বর্মন বলেন, 'এত দিন বিধায়ক হিসেবে মানুষের জন্য কাজ করেছি। এবার দল ও সরকার আরও বড় দায়িত্ব দিয়েছে। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করব। মানুষের প্রত্যাশা পূরণই আমার প্রধান লক্ষ্য।' কর্মীদের ভালবাসায় আপ্লুত মন্ত্রী বলেন, 'এই আস্থা বজায় রাখতে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করব।'

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি আশাবাদী। বলেন, 'নতুন সরকার উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব দেবে। উন্নয়নমূলক কর্মসূচি দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমি সক্রিয় থাকব।' পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, 'এর আগেও বলেছি শিলিগুড়ি জেলা হবে। এই শহরের গুরুত্বের জন্য কলকাতার মতো শিলিগুড়িও জেলা হবে। আমাদের সরকার করবে, আমি আশাবাদী।'

রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'তৃণমূল আর আগের অবস্থায় নেই। দল ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। মানুষের সমর্থনও ক্রমশ হারাচ্ছে। ধূলিসাৎ হয়ে যাবে তৃণমূল।' মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় এদিন অনুগামীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। তাঁদের দাবি, এলাকার জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী হওয়ায় উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন গতি পাবে এবং দীর্ঘদিনের দাবিগুলিও পূরণ হবে।

১২৫ দিনের কাজ আসছে

সরকারের সব প্রকল্পের সুবিধে পাবে চা-বাগান

স্বাগত জানাল শিল্পমহল

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ৪ জুন

রাজ্য সরকারের সমস্ত জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পের সুবিধে পৌঁছে যাবে উত্তরবঙ্গের চা–বাগানগুলিতে। এবার সরকারি সেই নির্দেশও বেরিয়ে গেল। চা ও সিঙ্কোনা বাগান এলাকার শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্যের বিজেপি সরকার। দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সমস্ত চা ও সিঙ্কোনা বাগান

আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের একটি চা–বাগানে। ছবি: প্রতিবেদক

এলাকায় এবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পের সুবিধে সম্পূর্ণ ভাবে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কাঠামোগত কারণে বহু চা–বাগান এলাকার বাসিন্দা নানা সরকারি প্রকল্পের সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিলেন। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে আবাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, পানীয় জল, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পের সুবিধে সরাসরি পাবেন বাগান এলাকার বাসিন্দারা। প্রশাসনের মতে, এই উদ্যোগের ফলে চা ও সিঙ্কোনা বাগান এলাকাগুলির সঙ্গে রাজ্যের অন্য অঞ্চলের উন্নয়নগত ব্যবধান অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী শ্রমিক পরিবারের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান হবে।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে চা–শিল্পের বিভিন্ন সংগঠন ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা। ডুয়ার্স শাখার ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই। এর ফলে চা–বাগানের শ্রমিকরা সরাসরি উপকৃত হবেন এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।' কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনসের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, '২ জুন উত্তরকন্যায় টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে আমরা চা উৎপাদন অঞ্চলগুলিতে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্প্রসারণের দাবি তুলেছিলাম। সরকারের এই সিদ্ধান্ত শ্রমিক কল্যাণের পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে চা–শিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক হবে। শ্রমিকরা ভাল থাকলে বাগানও আরও সবুজ ও উৎপাদনশীল হবে।'

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গাও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানান, অন্নপূর্ণা যোজনা, ১২৫ দিনের প্রকল্পের সুবিধে এবার বন্ধ, খোলা, রুগ্ন সব চা–বাগানেই আসবে। শ্রমিকরা আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন। সাংসদের দাবি, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, নতুন অঙ্গনওয়াড়ি ও আইসিডিএস কেন্দ্র স্থাপন, জলজীবন মিশনের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের সংযোগ এবং বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সুযোগ আরও সহজলভ্য হবে। পাশাপাশি, রুগ্ন ও বন্ধ চা–বাগানের শ্রমিক, মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকরাও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক সহায়তামূলক প্রকল্পের আওতায় আসবেন। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর বলেন, 'এককথায় আমরা সরকারের নতুন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশাবাদী, প্রতিটি চা–বাগান কর্মী সামাজিক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উপকৃত হবেন।'

পাহাড়ে জিটিএ বৈঠক। হাজির জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। ছবি: আজকাল

৪০০ কোটির প্রাপ্য বকেয়ার তথ্য প্রকাশ্যে

জিটিএ-কর্তাদের নিয়ে রাজু বিস্তার বৈঠকে স্বস্তি ফিরল অনীত শিবিরে

অলক সরকার ও সঞ্জয় বিশ্বাস
শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং, ৪ জুন

জিটিএ–তে দুর্নীতি হয়েছে বলে বারেবারে অভিযোগ করেছেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা। দুর্নীতি ইস্যুতে গলার স্বর আরও বেশি চড়িয়েছেন মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। গোটা রাজ্যে বিজেপি জিততেই তাই ২৫ দিনের মাথাতেই জিটিএ আধিকারিকদের নিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা বৈঠক করেছেন পাহাড়ে। জিটিএ–র সার্বিক বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন। জিটিএ–র আর্থিক পরিস্থিতি কী অবস্থায় আছে, সমস্ত দেখেছেন। মনে করা হচ্ছিল, সাংসদের এভাবে চেপে ধরায় চাপের মুখে জিটিএ।

কিন্তু ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই জিটিএ সভা করে অনীত থাপা বেশ খোশমেজাজ দেখালেন। জিটিএ–র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানান, 'সাংসদ নিজেই বৈঠক ডেকে সমস্ত বিষয় জেনেছেন, এতে আমাদের ঝামেলা কমল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কতটা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের উন্নয়ন করে যেতে হচ্ছিল। প্রাপ্যের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বকেয়া আছে রাজ্যের কাছে।' ফলে অর্থ ছাড়া যে উন্নয়ন অধরা থাকবে, সেকথা আলাদা করে আর অনীত থাপাদের বলার প্রয়োজন নেই। মনে করা হচ্ছে, বিষয়গুলি কিছুটা পরিষ্কার হতেই সাংসদ জিটিএ–র বিরুদ্ধে গলার আওয়াজ খানিকটা নামিয়েছেন।

অনীত থাপা জানিয়েছেন, 'সাংসদ জিটিএ–র আর্থিক সচ্ছলতা বুঝে গেছেন। তিনি যেহেতু অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছেন, ফলে এখন পাহাড়ে উন্নয়নের দায় সবাইকেই নিতে হবে।' শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানান, 'এখন রাজ্য ও কেন্দ্র সর্বত্র বিজেপির সরকার। ফলে সেখান থেকে জিটিএ–র প্রাপ্য বরাদ্দ নিয়ে আসার বিষয়ে সাংসদকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এই জায়গায় আমাদের দৌড়ঝাঁপ কিছুটা কমবে।

অন্যদিকে, এদিনই আবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে বৈঠক করেছেন সাংসদ। উল্লেখ্য, তৃণমূল সরকার থাকাকালীনই পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্র। উদ্দেশ্য, সেই মধ্যস্থতাকারী সকলের সঙ্গে কথা বলে পাহাড়ের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করবেন। যেহেতু এখন তৃণমূল সরকার নেই, কাজেই বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা বাড়ানো জরুরি। সেই জায়গা থেকেই বৈঠক হল এদিন। শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানান, 'এটাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে পাহাড়ের সবাই বলছেন, নির্বাচিত বোর্ড যতদিন থাকার থাকবে। কেউ বিরক্ত করবে না। ফলে আমরা ভাবছি না। অন্যদিকে, যদি স্থায়ী সমাধান হিসেবে জিটিএ–র বিকল্প কিছু গঠন করা হয়, আমরা সেই মোতাবেক এগোব।'

পোস্ট অফিসে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ, ধৃত ২

পার্থসারথি রায়
জলপাইগুড়ি, ৪ জুন

পোস্ট অফিসে চাকরি দেওয়ার নাম করে বেকারদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক পোস্ট অফিসে কর্মী ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পোস্ট অফিসে কর্মরত দাদাকে সামনে রেখে চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসে। ঘটনার তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের কর্মীদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের কাছে খবর আসছিল পোস্ট অফিসের কর্মী শুভময় সরকার ও তাঁর ভাই চাকরি দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়ার পর পোস্ট অফিসে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে অনেকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তাঁরা। বিনিময়ে বেকার যুবকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের সিনিয়র কর্মীরা বলেন, 'অফিসেরই এক কর্মী শুভময় সরকার ও তাঁর ভাই চাকরি দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। আমরা সকলের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চাই, এভাবে টাকা দিয়ে পোস্ট অফিসে চাকরি পাওয়া যায় না। আমাদের পোস্ট অফিসে এ ধরনের কোনও অপকর্ম হতে দেব না আমরা। ঘটনার তদন্ত করে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

নাবালিকা নির্যাতন মামলায় এবার গ্রেপ্তার তৃণমূল প্রধান

আজকালের প্রতিবেদন
আলিপুরদুয়ার, ৪ জুন

নাবালিকা নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। দুই মাস আগে এক নাবালিকার উপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের আড়াল করার অভিযোগ ছিল প্রধানের বিরুদ্ধে। এদিন শালকুমার–১ অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান শ্রীবাস রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর তার গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, নাবালিকাকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তরা তৃণমূলের সমর্থক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের না করতে এবং বিষয়টি চাপা দিতে নির্যাতিতার বাবাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযোগেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শ্রীবাস রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার শাহ বলেন, 'নির্যাতিতার বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' যদিও অভিযুক্ত প্রধানের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবারই তাঁর হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে, এক পঞ্চায়েত প্রধানের গ্রেপ্তারি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হলেও জেলা তৃণমূল নেতারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মমতার নামে এফআইআর

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড ও দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নিয়ে মন্তব্য করার অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ দায়ের হল। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন জনৈক আইনজীবী রিঙ্কু সিং চ্যাটার্জি। অন্য দিকে, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা–র রাজ্য সভাপতি ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামী লালবাজার সাইবার থানায় একটি অভিযোগ জানিয়েছেন।

২ জুন ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে এক জনসভা থেকে মমতা ব্যানার্জি বলেন, গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে খুনের পর হাদির হত্যাকারীরা গত জানুয়ারিতে মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় এলে রাজ্যের এসটিএফ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে তা উল্লেখ করেন। অভিযোগকারিণী আইনজীবীর মতে, বাংলাদেশের একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জড়িয়ে তাঁর মন্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর এই মন্তব্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সঙ্কট তৈরি করতে পারে। এই মন্তব্য দুই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫২, ১৫৩, ১৫৩এ–সহ একাধিক ধারায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আগামী ৮ জুন হাইকোর্ট খুললেই মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারের দাবিতে মামলা করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। একই অভিযোগ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা অভিযোগে জানিয়েছে, এ ধরনের আপত্তিকর বক্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি ও সুনামকে কালিমালিপ্ত করেছে। এর ফলে বাংলা–সহ দেশের নানা প্রান্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে।

শব্দরঙ্গ–৩০৩

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

পাশাপাশি
১. আস্থা ৪. অন্ত, অবসান ৫. পৃথিবীর জলভাগের অতি বৃহৎ অংশ ৬. অজুহাত, ওজর ৭. রাজা ৯. শহরের মাঝের স্থান ১১. দাবড়ানো, ধমক দেওয়া ১২. বরুজ।

উপর–নীচ
১. নিয়ম অনুযায়ী, যথাবিহিত
২. আচমকা
৩. ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্য
৪. ব্যর্থ
৬. (আল.) উচ্চনীচ নানা জাতের সমাহার
৭. নক্ষত্র, তারা
৮. কলাপাতায় খাওয়ার ধরন
১০. বন্ধু।

সমাধান–৩০২

অ	ট	ন	■	■	য	ষ্টি	কা
গ্র	■	ব	দ্ধ	মু	ষ্টি	■	ন
ভা	■	যু	■	■	■	আ	ন
গ	জ	গ	তি	■	■	ঞ্জি	■
■	ঙ্গ	■	■	উ	প	র	ম
স	ম	■	■	■	র্যু	■	হা
ব	■	রা	য়	জা	দা	■	শূ
ক	ব	জ	■	■	স	মু	দ্র

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৯–০০ রূপবান, সকাল ১১–৩০ বদনাম, দুপুর ২–৩০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫–৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, রাত ৮–০০ সংঘর্ষ, রাত ১১–০০ ভালবাসার রাজপ্রাসাদে

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**

সকাল ১০–৩০ শক্তি, দুপুর ১২–৪৫ সঙ্গী, বিকেল ৪–০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭–০০ অন্নদাতা, রাত ১০–৩০ গয়নার বাক্স

● **জলসা মুভিজ**

সকাল ৯–৩০ অরুন্ধতী, দুপুর ১২–৩০ লাভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৩–৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৬–৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০–০০ যেখানে ভূতের ভয়

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ চ্যাম্পিয়ন

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২–৩০ দেবর

আকাশ আট
সাগর বন্যা
দুপুর ৩–০৫

জি ক্লাসিক
সাগর
দুপুর ৩–১৬

বিশেষ অনুষ্ঠান

● 'মা The Boss'

মা ও সন্তানের বন্ধনের উৎসব পালন করতে ডিডি বাংলায় শুরু হচ্ছে রিয়েলিটি শো 'মা The Boss'। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় সোনালি চৌধুরি।
ডিডি বাংলা: সন্ধে ৭–৩০

● **জি ক্লাসিক**
সকাল ৮–৩৩ উপকার, সকাল ১১–৫৮ গাঁওয়ার, সন্ধে ৬–৫৬ আমির আদমী গরিব আদমী, রাত ৯–৫০ হিরো

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**

সকাল ৭–৩৫ দ্রোণা, সকাল ১০–৩০ নাস্তিক, দুপুর ১–৪৫ বেটা, বিকেল ৫–০০ চেন্নাই এক্সপ্রেস, রাত ৭–৫০ ব্যাডাস রবি কুমার, রাত ১০–৫০ বেকাবু

● **আনমোল সিনেমা**
সকাল ৭–০০ গুমনাম, সকাল ৯–৩০ কিসি কা ভাই কিসি কী জান, দুপুর ১২–২৮ জানোয়ার, বিকেল ৪–০০ অবিনাশ, সন্ধে ৬–৫৭ তিরঙ্গা, রাত ১০–২৪ ইনসাফ কৌন করেগা

ধারাবাহিক

● জোয়ার ভাঁটা

উজি–নিশার ডাবল ধামাকা।
জি বাংলা: রাত ৮–৪৫

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ইং ৫ জুন ২০২৬, মুং ১৯ জেলহজ্জ ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৪।৫৫।১৩
সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৪।৩৭
তিথি– (মল জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ) পঞ্চমী দং ৫১।৫ রাত্রি ঘ ১।২১
নক্ষত্র– শ্রবণা অহোরাত্র

অন্য পঞ্জিকা: শুক্রবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ইং ৫ জুন ২০২৬, হিজরি ১৯ জেলহজ্জ ১৪৪৭
বিশ্ব পরিবেশ দিবস

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

শুক্রবার
আংশিক মেঘলা আকাশ।
সর্বোচ্চ ৩৬
সর্বনিম্ন ২৯
ডিগ্রি সেলসিয়াস

বৃহস্পতিবার
বৃষ্টি ছিটেফোঁটা
সর্বোচ্চ ৩৬.৮ (+১)
সর্বনিম্ন ২৯.৮ (+২)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৬% ৫৫%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
পানাগড় ৪১.১°

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র সামন্তকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ছিল তাঁদের প্রয়াণ দিবস। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, ‘রামকৃষ্ণ–ভাবান্দোলনের অনন্য দলিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত–র রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।’

এদিন সতীশচন্দ্র সামন্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘প্রাজ্ঞ স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক, হলদিয়া বন্দরের জনক ও প্রাক্তন সাংসদ সতীশচন্দ্র সামন্তের প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।’

নবান্নের বৈঠকে আছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পঙ্কজকুমার সিং, রাজু বিস্তা, মনোজকুমার আগরওয়াল, সুব্রত গুপ্ত। বৃহস্পতিবার।

কলকাতা বন্দরে সিন্ডিকেট বন্ধে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা বন্দরে জমিদখল, সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি এবং চোরাচালান নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্নে তিনি বলেন, ‘অতীতে সমন্বয়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে বন্দরে নানা ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ চলেছে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব নষ্ট হয়। অবৈধ বাণিজ্য রুখতে এবং রাজস্ব আদায় করতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অতীতে কলকাতা পুলিশ আর সিআইএসএফ বা পোর্ট অথরিটি— এদের অবস্থানটা দক্ষিণ মেরু–উত্তর মেরুর মতো ছিল। যেহেতু এখন আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রতি মাসে কলকাতা পুরসভা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ট্রাস্ট, কাস্টম্‌স, সিআইএসএফ এবং কলকাতা পুলিশ, সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যৌথ ভাবে মিটিং করবে। রাজস্ব ফাঁকি, মাদকপাচার এবং অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপ করা যাবে।’

পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে কলকাতা বন্দর এলাকায় জমি জবরদখল এবং কিছু পুরনো বিপজ্জনক বাড়িতে জনবসতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা আরবান প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষগুলিকে মাথার ওপর ছাদ বানিয়ে দেওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে কলকাতা পুরসভা এবং কেএমডিএকে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘বন্দর কর্তৃপক্ষ যদি সরকারকে জমি দেয়, তা হলে সেই জমিতে এই বিপজ্জনক বাড়িগুলিতে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষগুলির জন্য বাসস্থান বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।’ কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্যামাপ্রসাদের নামে মিউজিয়াম, হবে গঙ্গার ঘাট সংস্কার

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা বন্দরের উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি মিউজিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুরনো কলকাতার সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ইতিহাস তুলে ধরা হবে এই মিউজিয়ামে। বৃহস্পতিবার নবান্নে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই সংগ্রহশালার কাজ খুব দ্রুত শুরু করে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি গঙ্গার ঘাট সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজও জোরকদমে এগোবে। বাগবাজার, আহিরীটোলা, শোভাবাজার, মল্লিকঘাট, বাবুঘাট, রামকৃষ্ণপুর এবং বাঁধাঘাটকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এই ঘাটগুলির মধ্যে কয়েকটির কাজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ। বাকি ঘাটগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ দুর্গাপুজোর আগেই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা এবং বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলিকেও সংরক্ষণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুটো শব্দ, ‘বিকাশ ও বিরাসত’— এই নীতিকেই সামনে রেখে কাজ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের জাতীয় জলপথে পঁচিশটা জেটি তৈরি প্রায় সম্পূর্ণ। এই জেটিগুলি দু’বছর ধরে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটির তত্ত্বাবধানে থাকবে। তারপর রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর এই জেটিগুলির দায়িত্ব নেবে।’

কেন্দ্রীয় সরকারের সাগরমালা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। নবান্নে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পূর্বতন সরকারের আমলে সাগরমালা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে রাজ্য অংশ না নেওয়ার ফলে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। তবে আশার কথা, সাগরমালার দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্য যুক্ত হতে পেরেছে। এই পর্যায়ে প্রায় ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হবে। এর আওতায় বন্দর সংযোগ, উপকূলীয় পরিবহণ, অন্তর্দেশীয় জলপথ, মৎস্যজীবীদের পরিকাঠামো, দ্বীপাঞ্চল উন্নয়ন এবং উপকূলীয় এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, বকখালি, নামখানা, সাগর, খেজুরি–সহ উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা থেকে শুরু করে নয়াচর হয়ে খেজুরি, তালপাটি থেকে ওড়িশার সীমান্ত পর্যন্ত মৎস্যজীবীরা পরিকাঠামোর অভাবে খুব কষ্টে রয়েছেন। তাঁদের জন্য ‘কোস্টাল ফিশিং ইন ফাস্ট ট্র্যাক’ তৈরি করা হবে। সব দিকগুলির উন্নয়নের কাজও দ্রুতগতিতে শুরু করা হবে।’ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে কলকাতার মেয়র হুগলি নদীর আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল তৈরির কথা বলেছিলেন। এদিনের বৈঠকে এই প্রকল্পে অনুমোদন দিতে রাজি হয়েছে জাহাজ মন্ত্রক।

এছাড়া এদিনের বৈঠকে ৪৪টি নতুন জেটি নির্মাণের মধ্যে ৪১টির প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। সাগরদ্বীপের কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন সমুদ্রতট সংরক্ষণ, গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, বলাগড়ে নদীভাঙন রোধ এবং ৪৫ কিলোমিটার ড্রেজিংয়ের মতো প্রকল্পও বৈঠকে অনুমোদন পেয়েছে।

এই সমস্ত কাজ দ্রুত করতে আলাদা প্রোজেক্ট ডিরেক্টর করার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সব কাজের জন্য একটি ক্যালেন্ডারও ইতিমধ্যেই তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স নিয়ে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

কীভাবে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা যায় তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নবান্নে বৈঠক হল। বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রনিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংহ। তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এটা ছিল প্রথম বৈঠক। এছাড়াও এদিনের বৈঠকে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত–সহ অন্যরা। সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, ‘কেন্দ্র সরকার মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করলেও তাঁর সঙ্গে একবারও রাজ্যের তৎকালীন তৃণমূল সরকার আলোচনায় বসেনি। এই প্রথম রাজ্য সরকার আলোচনায় বসল পঙ্কজকুমার সিংয়ের সঙ্গে। আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন আলোচনা চলবে এবং সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।’

ইস্পাত শিল্পে ৩৫ হাজার কোটি লগ্নি

● ১ পাতার পর

এই প্লান্টে বেশির ভাগই বিদেশি প্রযুক্তির অটোমেটিক মেশিনপত্র বসানো হবে। ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন আরেকটি অক্সিজেন প্লান্ট গড়ে তোলা হবে।

পুরোদমে উৎপাদন চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২০৩০ সালে। রেল মন্ত্রক থেকে রাইটস সংস্থাকে নতুন কারখানার রেললাইন পেতে সংযোগ স্থাপন ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক আবাসনের জন্য বহুতল আবাসন নির্মাণ করা হবে। অন্য দিকে, ব্রাউনফিল্ড পর্যায়ে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার স্থায়িত্ব বাড়াতে ৩.৫ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন ২, ৩ এবং ৪ নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস চলছে। ৪৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ৩ নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসের আয়তন বাড়িয়ে তোলা হবে। ১ ও ২ নম্বর বিলেট কাস্টারকে উন্নত মানের করে গড়ে তোলা হবে। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করে বার এবং রড মিল বসানো হবে। মার্চেন্ট মিল সম্প্রসারিত হবে। সম্প্রসারণের পর কারখানায় কর্মসংস্থান বাড়বে। এখন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য উৎপাদন বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার বর্তমান কর্মীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ হাজার। লাভের মুখ দেখাতে সেভাবেই এই কারখানা পরিচালনা করা হবে।

জাহাজ দপ্তর তৈরির পথে

● ১ পাতার পর

বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বন্দর, জাতীয় জলপথ, জেটি নির্মাণ, ওয়াটার মেট্রো, উপকূল উন্নয়ন, সাগরমালা প্রকল্প এবং মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান— একাধিক দপ্তরের সমন্বয়ে এই কাজগুলো করতে হবে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের জন্য আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন। তিনি জানান, গুজরাট ও ওড়িশায় বন্দরভিত্তিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চায় সরকার। বিশেষ করে কলকাতা বন্দর, হলদিয়া, প্রস্তাবিত নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর, ওয়াটার মেট্রো এবং জাতীয় জলপথ প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার নীচে এনে দ্রুত বাস্তবায়ন করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

দাদনপাত্রবাড়ে

● ১ পাতার পর

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, বন্দর নির্মাণের জন্য মোট বিনিয়োগ হবে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বন্দরের পরিকাঠামো নির্মাণে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ছিল বেসরকারি সংস্থার। আর রাস্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের বিনিয়োগ করার কথা ছিল ১০ হাজার কোটি টাকা।

এসএসকেএমে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, অন্যান্য সচিব পর্যায়ের আধিকারিক, এসএসকেএমের অধিকর্তা ডাঃ মণিময় ব্যানার্জি–সহ বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকেরা। ছবি: সংগৃহীত

সুপারিশে আর ভর্তি নয় হাসপাতালে

● ১ পাতার পর

বলে অভিযোগ প্রায় সময়ই শোনা গেছে। শয্যা খালি নেই বলে রোগী ভর্তি করা যায়নি, এমন কথা অতীতে একাধিক বার শোনা গেছে। ‘ক্যাচ পেশেন্ট’–এর চাপে কর্তৃপক্ষের অবস্থাও নাজেহাল হত। বিভিন্ন জায়গা থেকে চিকিৎসকদের কাছেও নির্দিষ্ট করে কোনও রোগী ভর্তির জন্য চাপ আসত। এবার থেকে সেই সব কিছু বন্ধ। রোগীর চিকিৎসা নিয়ে কোনও রকম আপস বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই হবে রোগী ভর্তি। পর্যাপ্ত সংখ্যায় শয্যা থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণির দালাল নিজেদের এক্তিয়ারে সেই শয্যাগুলি আটকে রাখত বলে অভিযোগ। পরে মোটা টাকার বিনিময়ে রোগীকে ভর্তি করত বলে অভিযোগ এসেছে প্রশাসনের কাছে। এসএসকেএমে গেলে ‘শয্যা পাব না, ভর্তি হতে পারব না’— মানুষের মধ্যে থেকে এই ধারণাগুলো দূর করতে চায় রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এর আগে ১৫ মে প্রথম বার এসএসকেএমে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেদিনও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর রেফার, দালাল চক্র বন্ধ, রোগী প্রত্যাখ্যান বন্ধের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনও হাসপাতালে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তায় জোর দেওয়া, বিভিন্ন প্রকল্প–সহ চিকিৎসকদের সুবিধে–অসুবিধের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর।

ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় মুকুন্দ রানাডে

আজকালের প্রতিবেদন

আইপিএস অফিসার অজয় মুকুন্দ রানাডের পদোন্নতি হল। ১৯৯৫ ব্যাচের এই আইপিএস আধিকারিককে রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এতদিন রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদের দায়িত্বে ছিলেন অজয় মুকুন্দ রানাডে। বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক–সহ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪৬ লক্ষ প্রতারণা, গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

শেয়ার ব্যবসায় বেশি টাকা রিটার্ন দেওয়ার টোপ দিয়ে এক ব্যক্তির ৪৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে আনন্দ গুপ্তা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ। অভিযোগ, ধৃত আনন্দ একটি ভুয়ো হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপ খুলে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য ভুয়ো লগ্নির কারবার ফেঁদেছিল। সেই ফাঁদে পা দিয়েই বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারী। বৃহস্পতিবার ধৃত আনন্দ গুপ্তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে, আদালত ১০ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

টিউশন বন্ধের নির্দেশ

● ১ পাতার পর

কিছু শিক্ষক নাকি পড়ুয়াদের নম্বরের ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে তাঁদের কাছে প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য করছেন। এর ফলে প্রাইভেট টিউশন যাঁদের পেশা, সেই শিক্ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দপ্তরের বক্তব্য, এভাবে নম্বরের ভয় দেখানো কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না। সব জেলার ডিআইদের বলা হয়েছে, এমন অভিযোগ পাওয়া গেলে যেন বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে স্কুলের তরফ থেকে যদি কোনও রিমেডিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে পড়াতে পারবেন শিক্ষকেরা। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, ‘স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি, আধুনিক ব্যবস্থা এবং বাস্তবসম্মত সিলেবাস তৈরির প্রয়োজন। তা হলে আলাদা করে টিউশন নেওয়ার দরকার পড়ে না। অভিভাবকেরা কেন অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে যাচ্ছেন, সেটাও দেখা দরকার।’ মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক অনিমেষ হালদার বলেন, ‘ছাত্র–শিক্ষক অনুপাত আগে ঠিক (৩০:১) করতে হবে। সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস এবং শূন্যপদে নিয়োগ। শুধু শিক্ষকদের টিউশন বন্ধ করে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।’

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India — भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking

আঞ্চলিক কার্যালয় বৃহত্তর কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০০৭১

পরিশিষ্ট–IV
[নিয়ম ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২ এর নিয়ম নং ৮–সহ পঠনীয় উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নীচে প্রতি ঋণগ্রহীতার নামের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) বন্ধকদাতার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) শাখার নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) বকেয়া অর্থাঙ্ক (₹) ৩) দখলের তারিখ
১.	ক) আবেদনকারী/ বন্ধকদাতা: **মিঃ উত্তম কুমার বর,** পিতা– পিতা প্রয়াত হলধর বর **শ্রীমতী রঙ্গিলা বর,** স্বামী মিঃ উত্তম কুমার বর **খ) মেসার্স এ আর ফিশ ট্রেডার্স** **গ) ডায়মন্ড হারবার, কাপাহাটি শাখা (৮১৮১০১)**	নির্মাণের অধীন বিল্ডিং সহ কমবেশি ৪.৬৬ শতক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–পিরিজপুর (পিরিজপুর বড়তলা), জে এল নং ১৪৫, খতিয়ান নং এল আর ৮১০, ৮১১, এল আর দাগ নং ২২৮, গ্রাম–পিরিজপুর, ডায়মন্ডহারবার পুরসভার এলাকাধীন, পিরিজপুর, বড়তলা চৌরাস্তার নিকটে, পোঃ ও থানা–ডায়মন্ড হারবার, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৩৩১। (দলিল নং I–২১০৮/২০০২ অনুসারে)। **সমগ্র সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (সমগ্র বিল্ডিং) :** উত্তর– দাগ নং ১৯৫ এর জমি; দক্ষিণ– প্লট নং ১ এর জমি; পূর্ব– কমন প্যাসেজ; পশ্চিম– প্লট নং কে এর জমি।	১) ২১.১১.২০২৫ ২) ₹৯,৭৪,৯৩০.০২ (নয় লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নশো তিরিশ টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) + ঋণ নথির শর্ত ও নিয়মাবলি মোতাবেক চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ ৩) ০৪.০৬.২০২৬

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (‘উক্ত রুলসমূহ’)–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) (‘উক্ত অ্যাক্ট’)–এর ১৩(১২) ধারার সংস্থানাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ট্রাস্টগুলির ট্রাস্টিরূপে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কার্যরত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচের টেবিলে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ‘যেখানে আছে, যেমন আছে ও যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	এলএএন নং/ ট্রাস্টের নাম/ ব্যাঙ্কের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১)	ঋণগ্রহীতা: **আব্দুল হান্নান গাজি** সহ–ঋণগ্রহীতা: **রেহেনা বিবি গাজি**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **71190000009264** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹১১,১৮,৭৬০.৪৪ (এগারো লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো ষাট টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র),** ১৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ১৫.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ১৪.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বসিরহাট, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা– মমিনপুর, আর এস ও এল আর দাগ নং ২২৮, এল আর খতিয়ান নং ১৫২৩, জে এল নং ৪৮, জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল কমবেশি। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– গ্রহীতার জমি; দক্ষিণ– ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; পূর্ব– আতিহার রহমান গাজি; পশ্চিম– গ্রহীতার জমি			
২)	ঋণগ্রহীতা: **আব্দুল লতিফ মোল্লা** সহ–ঋণগ্রহীতা: **ছুপিয়া বিবি মোল্লা**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **20007910000262** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹২০,৩১,১৮০ (কুড়ি লক্ষ একত্রিশ হাজার একশো আশি টাকা মাত্র),** ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বসিরহাট, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, গ্রাম পঞ্চায়েত– পিফা, মৌজা– ব্যাংপুকুরিয়া, এল আর দাগ নং ১৩৪, এল আর খতিয়ান নং ৫৯৮, ৬০৬ ও ৬০৫, জে এল নং ৮৮, জমির পরিমাপ ৪.২৮ ডেসিমেল কমবেশি, যাতে প্রায় ৫০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট-আপ এলাকা রয়েছে। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– আলিম মণ্ডল; দক্ষিণ– আব্দুল ছামাদ মোল্লা; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পশ্চিম– আব্দুল লতিফ মোল্লা			
৩)	ঋণগ্রহীতা: **আব্দুর রহিম মণ্ডল** সহ–ঋণগ্রহীতা: **শাহনাজ আক্তার**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **20007820000644 ও 20007820000670** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹১৫,০৯,৬২০.১২ (পনেরো লক্ষ নয় হাজার ছশো কুড়ি টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র),** ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ১৪.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বাদুড়িয়া, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা– যশাইকাটি, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১১২২, এল আর খতিয়ান নং ৮৯৪, জে এল নং ৪২, জমির পরিমাপ ৫.৫ ডেসিমেল কমবেশি। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– ১২ ফুট রাস্তা; দক্ষিণ– আব্দুস ছাত্তারের জমি; পূর্ব– দাতার জমি; পশ্চিম– দিলদার রহমানের জমি			
৪)	ঋণগ্রহীতা: **অমিত চ্যাটার্জি** সহ–ঋণগ্রহীতা: **মুনমুন চ্যাটার্জি**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **71170000005029** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹৬,৫৭,৫৪৮.৭৯ (ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র),** ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বাদুড়িয়া, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, বাদুড়িয়া পৌরসভার অধীন, পিনকোড– ৭৪৩৪০১, মৌজা– মাগরুখালি, হোল্ডিং নং ২৬/১৮, ওয়ার্ড নং ১৭, দাগ নং ২০০, এল আর খতিয়ান নং ৬৮৩, জে এল নং ৪৪, তৌজি নং ৬১৩, জমির পরিমাপ ১৫ ডেসিমেল কমবেশি। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: দক্ষিণ– গ্রহীতা নিজে; পূর্ব– পদ্মরাণী চ্যাটার্জি; পশ্চিম– পৌরসভা রাস্তা			
৫)	ঋণগ্রহীতা: **সরজিৎ বোস** সহ–ঋণগ্রহীতা: **বিদিশা বোস**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **71190000002307** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹১১,৯৭,৮৭৩.১০ (এগারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র),** ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বারাসাত হাল দত্তপুকুর, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, গ্রাম পঞ্চায়েত– দত্তপুকুর-১, পিনকোড– ৭৪৩২৪৮, মৌজা– গঙ্গাপুর, আর এস নং ১৬৬, আর এস ও এল আর দাগ নং ১৭০৬ ও ১৭০৭, এল আর খতিয়ান নং ২৯৩, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৬৭২২ এবং ৬৭২৩, জে এল নং ৯১, তৌজি নং ১২, জমির পরিমাপ ২.২১ ডেসিমেল কমবেশি। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– ০৫ নং দাগের জমি; দক্ষিণ– ০৪ নং দাগের জমি; পূর্ব– ১৭০৭ নং দাগের জমি; পশ্চিম– ১৭০৬ নং দাগের জমি			
৬)	ঋণগ্রহীতা: **তাপস কর** সহ–ঋণগ্রহীতা: **অনন্যা নন্দী**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **20007820000400 ও 20007820000835** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**ঋণ সুবিধার (লোন অ্যাকাউন্ট নং 20007820000400) ক্ষেত্রে ₹৮,০৬,৫৬১.৩৪ (আট লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং ii) ঋণ সুবিধার (লোন অ্যাকাউন্ট নং 20007820000835) ক্ষেত্রে ₹৬,১৯,৮৩৭.০২ (ছয় লক্ষ উনিশ হাজার আটশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র), যার মোট বকেয়া পরিমাণ ₹১৪,২৬,৩৯৮.৩৬ (চোদ্দো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশো আটানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র),** ২২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ২৩.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২২.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– দেগঙ্গা, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা– দেউলিয়া, আর এস দাগ নং ১২০৪, আর এস খতিয়ান নং ১৫৮, এল আর খতিয়ান নং ২১৪৫ ও ২৩০৮, জে এল নং ৬৮, জমির পরিমাপ ২.৫ ডেসিমেল কমবেশি।			
৭)	ঋণগ্রহীতা: **আকবর আলি** সহ–ঋণগ্রহীতা: **অঙ্গুরা বিবি**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **70170000001579** এআরসিআইএল ২০২৪সি–০০৪–ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹৬,৫৯,৬১৯.১৮ (ছয় লক্ষ উনষাট হাজার ছশো উনিশ টাকা এবং আঠারো পয়সা মাত্র),** ২৩.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ২৪.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫	প্রতীকী ০২ জুন, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এ ডি এস আর ও এবং থানা– বারাসাত, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা– শাসন, আর এস নং ৩১৫, এল আর দাগ নং ৬৭৩, ৬৭৪, এল আর খতিয়ান নং ৮০৮, জে এল নং ১৯৭, জমির পরিমাপ ৬.৬০ ডেসিমেল কমবেশি। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৬৭২ নং দাগের জমি; দক্ষিণ– একই দাগের জমি; পূর্ব– ৬৭৪ নং দাগের জমি; পশ্চিম– ৬৭০ নং দাগের জমি			

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি এআরসিআইএল–এর আইনি দখলে রয়েছে এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১৩) নং ধারাধীনে এআরসিআইএল–এর আগাম লিখিত অনুমোদন ছাড়া উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) বা কোনও ব্যক্তি, এই নোটিস প্রাপ্তির পরে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও লেনদেনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে বা দায় ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি–সহ ওপরে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে এআরসিআইএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০৬.২০২৬

Arcil অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: U65999MH2002PLC134884; ওয়েবসাইট: www.arcil.co.in
রেজিস্টার্ড অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই–৪০০০২৮। ফোন: +৯১ ২২ ৬৬৫৮ ১৩০০
শাখা অফিস: রুম নং ১০০১, ফ্লোর নং ১০, সিগনেট টাওয়ার, ডিএন ২, সেক্টর V সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ। ফোন: ০৩৩ ৪৮২২৬৬০৮

আজকাল

৪৬ বর্ষ ৭২ সংখ্যা ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫ জুন ২০২৬

আমাকে বোকা বোলো না

নোবেল শান্তি পুরস্কার কেন দেওয়া হয়, প্রায় সকলেই জানেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও জানেন। নানা দেশে যুদ্ধের ব্যবস্থা করে তিনি দাবিদার হন এবং নিজেই বলেন, ‘আমাকে এবার অবশ্যই নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।’ এমন দাবি যিনি করতে পারেন, তাঁকে বোকা বলার সাধ্যি কার! নোবেল কমিটির সদস্যরা নিশ্চিত বোকা, ট্রাম্পকে পুরস্কার দেননি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি পরম বুদ্ধিমান, তাই আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুদান বন্ধ করে দেন। আদালতে ধাতানি খেয়েও থামেননি, উল্টে বিচারকদের বোকা বলেছেন। তাঁকে বোকা বলাটা ঘোর অন্যায়। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকার ইতিহাসে তিনি অন্যতম সেরা প্রেসিডেন্ট, তবু তাঁকেই চরম অন্যায়ের শিকার হতে হচ্ছে। যাঁরা অন্যায় করছেন, তাঁরা বোকা ছাড়া আর কী! উল্টে কিনা প্রেসিডেন্টকেই বোকা ভাবে কেউ কেউ। চরম বোকার দেশ! নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের প্রচারে বলেছিলেন, ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি জিতলে সব অনুদান বন্ধ করে দিয়ে নিউ ইয়র্ককে স্তব্ধ করে দেবেন। নিউ ইয়র্কবাসী এত বোকা যে, বিপুল ভোটে জিতিয়ে দেন মামদানিকেই। যে–সব রাজ্য বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের দখলে, হুমকি তাঁদের দিকেও। আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সরকার কনসার্ট–এর ব্যবস্থা করেছে। অগ্রগণ্য কয়েকজন পপস্টার অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন, কারণ, গোটা ব্যাপারটাই হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টির কর্তৃত্বে। ট্রাম্প বলছেন, বোকা! আমি এলভিস প্রেসলির চেয়েও বড় পপস্টার। লক্ষ লক্ষ লোক আমাকে শুনতে আসে! আর একটা মন্তব্য। ‘আমাকে বোকা বলবেন না। বলতে পারেন, বুদ্ধিমান স্বৈরশাসক!’ গণতন্ত্রের ‘পীঠস্থান’ আমেরিকায় যে–প্রেসিডেন্ট নিজেকে ‘স্বৈরশাসক’ বলে গর্বিত হন, তাঁকে বোকা বলা চলবে না, চলবে না!

প্রিয় সম্পাদক

আমরাও গর্বিত

এবারকার ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব নেপালবাসীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। নবাগত পরিচালকদের ছবি নিয়ে উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ‘আনসার্টেন রিগার্ড’। আর এই বিভাগেই ২০২৬ সালের ‘জুরি প্রাইজ’ জিতে নিল অবিনাশ বিক্রম শাহের ‘এলিফ্যান্টস ইন দ্য ফগ’। প্রদর্শন চলার সময় জুরি সদস্যদের ‘স্ট্যান্ডিং ওভেশন’ পায় এ ছবি। পাশাপাশিই সম্মানজনক ‘পাম দি’ওর’ বিভাগেও ছবিটি দেখানো হয়েছে। অনিন্দ্যসুন্দর হিমালয়ের কোলের পড়শি রাষ্ট্রের এক নবাগত চিত্রপরিচালক আমাদেরও গর্বিত করলেন।

● *ফাল্গুনী সিংহরায়*
ছোটনীলপুর, পূর্ব বর্ধমান

ফিরে আসুন মীনাক্ষী!

মনে পড়ে যাচ্ছে স্কুলবেলার সেই হারানো সময়ের কথা। তখন বোধহয় ক্লাস সেভেন বা এইট। হইহই করে সিনেমা হলে মুক্তি পেল সুভাষ ঘাই পরিচালিত ‘হিরো’। ছবির নায়ক–নায়িকা দু’জনেই নবাগত। বলিউড সাম্রাজ্যের সে–সময়কার একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং ‘বিগ বি’— অমিতাভ বচ্চন! ঋষি কাপুর, অনিল কাপুর বা আমাদের বাংলার ‘গর্ব’ মিঠুন চক্রবর্তীরাও মাঝে মাঝেই ‘ব্লকবাস্টার’ হিট দিচ্ছেন। ‘হিরো’ ছবিতে সুভাষ বাজি ধরলেন আনকোরা জুটির ওপর, জ্যাকি শ্রফ–মীনাক্ষী শেষাদ্রি! ছবি হলে মুক্তি পাওয়ামাত্রই শোরগোল ফেলে দিল। পর্দায় জ্যাকি–মীনাক্ষীর অবিশ্বাস্য রসায়ন আর লক্ষ্মীকান্ত–পেয়ারেলালের সুরারোপিত ‘চার্টবাস্টার’ একেকখানি গান। আমার এঁচোড়েপক্ব জনা কয়েক বন্ধু স্কুলের দাদাদের ধরে ‘হিরো’ দেখে ফেলেছিল। বাড়ি থেকে অনুমতি না মেলায় আমার দেখার প্রশ্নই ছিল না। তবে, ছবিটা ‘সুপারহিট’ হওয়ার পর মনে আছে একদিন দূরদর্শনের মুম্বই (তখন অবিশ্যি বোম্বাই) কেন্দ্রের উপস্থাপনায় ছবির নায়িকা মীনাক্ষী শেষাদ্রির একটা সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়েছিল। বাড়ির অন্যদের সঙ্গে বসে আমিও তা দেখেছিলাম। দক্ষিণী এই নায়িকা ভরতনাট্যম–পটিয়সী। চেহারাতেও

অদ্ভুত এক আভিজাত্যের ছাপ। সব মিলিয়ে ওঁকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। ‘হিরো’ দিয়ে শুরু, পরবর্তী কালে মীনাক্ষীর ঝলমলে ফিল্মোগ্রাফিতে আরও কত যে মাইলফলক! ‘ঘায়েল’, ‘ঘাতক’, ‘দামিনী’, ‘শাহেনশা’, ‘গঙ্গা–যমুনা–সরস্বতী’র মতো বাণিজ্যসফল ছবির নায়িকা আবারও বলিউডে ফিরতে চলেছেন। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে নিজেই একটি ভিডিও পোস্ট করে জানালেন, পাকাপাকি ভাবেই হিন্দি ছবিতে ফিরছেন! আটের দশকে তরুণ প্রজন্মের বুকে ঢেউ–তোলা এই নায়িকার রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রইলাম।

● *প্রিয়রঞ্জন বসাক*
মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া

ডিজিটাল ‘চণ্ডীমণ্ডপ’

একদা গ্রামগঞ্জের চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা অনেকের কাছেই ‘দুঃস্বপ্ন’ হয়ে উঠেছিল। রোজ বিকেলবেলার ওই জমায়েতে গ্রামের মুরুব্বিগোছের লোকেরা মহল্লার কোথায়, কী হচ্ছে— সেসব নিয়ে চর্চা করতেন। অমুকের বাড়ি ঝগড়ার চোটে কাক–চিল বসছে না, তমুকের বৌ পালিয়েছে— চেনা–অচেনা লোকের হাঁড়ির খবর নিয়ে জল্পনা করাই ছিল ওই মাতব্বরদের একমাত্র কাজ! সেই ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ কিন্তু আজও বহাল তবিয়তেই রয়েছে। এবং অহর্নিশ জুড়েই। কেবলমাত্র তার আঙ্গিক, মাধ্যম বদলেছে।

গাঁ–গঞ্জের ‘গেছোদাদা’রা এখন সমাজমাধ্যমের ডিজিটাল সংস্করণের ছোঁয়ায় আরও ‘ঝকঝকে’ এবং শহর থেকে দূরবর্তী গ্রাম— সর্বত্র ছড়িয়ে–ছিটিয়ে। কোনও একটা ‘অগ্নিবর্ষী’ বিতর্ক শুধু পাতে পড়ার অপেক্ষা! ব্যস, অচিরেই শুরু হয়ে যাবে কথা–চালাচালি, চাপান–উতোর, যা নামতে–নামতে খিস্তি–খেউড়ের পর্যায়েও চলে যায় হামেশাই। রাজনীতি থেকে খেলা, সিনেমা থেকে বাণিজ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকুক বা না থাকুক, কথার স্রোত যে বওয়াতেই হবে! এ যেন আপন খেয়ালে, স্ব–মর্জিতে তরণী বেয়ে চলা! ছুতোয়–নাতায় জনপ্রিয় তারকাদের ‘ট্রোল’ করাটাও অনেকের কাছে ফেবারিট ‘পাসটাইম’ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং। কী বলা যাবে একে, প্রযুক্তির কু–প্রভাব, না কি উচ্ছন্নে যাওয়া মানসিকতা?

● *অমর পালচৌধুরি*
দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

কৃতি ও রশ্মিকা

খুব বেশিদিন হয়নি রশ্মিকা মান্ধানা সিনেমা জগতে এসেছেন। নতুনদের মধ্যে এই সিরিজে অবশ্যই তিনি থাকবেন প্রথম পাঁচের মধ্যে। তবু ইতিমধ্যেই অন্য নবাগতদের সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করছেন। শাহিদ কাপুরের ‘ককটেল–২’ মুক্তি পেতে চলেছে। এই সিনেমার প্রচার অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কৃতি স্যাননকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কৃতির তারিফ করতে গিয়ে রশ্মিকা বলেন, ‘কৃতি তো হটও বটে।’ বলতে বলতেই তিনি জড়িয়ে ধরেন কৃতিকে। ককটেল–২ শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই দুই অভিনেত্রীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। রশ্মিকা ও বিজয় ডেবেরাকোন্ডারের বিয়ের রিসেপশনে হাজির হওয়া থেকে শুরু করে রশ্মিকার জন্মদিন, সব জায়গাতেই হাজির হয়েছিলেন কৃতি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসে রশ্মিকাকে কৃতি বলেছেন, ‘এরকমই থেকো।’ দেখা যাক এই বন্ধুত্ব কতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান দু’জনেই।

● *প্রকাশ কেলকর*
বান্দ্রা, মুম্বই

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

গত ১৭ এপ্রিল খড়দহ কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মুখ্য নির্বাহী সজল দে–র উদ্যোগ ও দূরদর্শিতায় আয়কর দপ্তরের ২০২৬–২৭ আর্থিক বর্ষে ১৫জি ও ১৫এইচ–এর পরিবর্তে আনা ফর্ম ১২১–এর ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় ব্যাঙ্কের প্রধান শাখার শীতাতপ–নিয়ন্ত্রিত সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই শিবির। কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং ফর্মে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের গভীরতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয় বোর্ডওয়ার্ক ও বক্তব্যের মাধ্যমে। উপস্থিত গ্রাহকরা অভিনন্দন জানান মুখ্যনির্বাহী–সহ পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মচারীদের। পাশাপাশি, আগামী দিনে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করার অনুরোধ জানানো হয় গ্রাহকদের পক্ষ থেকে।

● *অসীম মজুমদার*
খড়দা, কলকাতা ১১৬

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

এখন আইনের ওপর কেউ নয়

গ্রামের উন্নয়ন, হকার উচ্ছেদ নিয়ে মত জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী **দিলীপ ঘোষ**।

তাঁর সঙ্গে কথা বললেন **শাহজি সরকার**।

● গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের উৎপাদিত ফসল অসাধু ব্যবসায়ীদের খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্য কী পরিকল্পনা?

দিলীপ ঘোষ: যে সমস্ত উৎপাদনের ওপর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) চালু হবে, তা যাতে কৃষকেরা পান তা দেখা হবে। আমরা আলু দিয়ে শুরু করছি। বাংলার বড় ফসল। বহু কৃষক নির্ভরশীল। যাঁরা কোল্ড স্টোরেজের মালিক, ব্যবসায়ী তাঁরাও। এবারে আলু অনেক বেশি ফলেছে। প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বাঁচবে। যাতে রপ্তানি করা যায়, সেই ব্যবস্থা নতুন সরকার করেছে। আগের সরকার আটকে রেখেছিল। কৃষকরা যাতে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিকঠাক পান, সেটাও দেখা হবে। অন্যান্য শাকসবজি নষ্ট হওয়া, ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার বিষয়টি বন্ধ করা হবে। দালালদের সরানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

● রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একই রকম ফসল হয়। উৎপাদিত সামগ্রী সুষ্ঠু ভাবে বণ্টন করার জন্য কোনও পরিকল্পনা?

দিলীপ ঘোষ: বাংলায় কিছু ফসল হয় সব জায়গায় একই রকম। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির কিছু জায়গায় আলু ছাড়াও তামাক চাষও হয়। শিলিগুড়ির বিধাননগরে আনারস, মালদা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে আম এবং লিচুর উৎপাদন হয়ে থাকে। দক্ষিণবঙ্গে ফলের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সবজিও চাষ হয়। সেগুলির সমবণ্টন, বাজারে আনার জন্য প্রায় ষোলো হাজার স্টল আছে অ্যাগ্রো মার্কেটিং বিভাগের। বহু স্টল খালি পড়ে আছে, আবার কিছু স্টল ঠিকমতো ব্যবহৃত হচ্ছে না। সেগুলি বণ্টন করে দিতে চাই গরিব যুবকদের মধ্যে, যাতে তাঁরা কিছু উপার্জন করতে পারেন।

● পশ্চিমবঙ্গ ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পেরেছে?

দিলীপ ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গ এখনও ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। ডিম, মাংস এবং মাছের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সম্প্রতি হরিণঘাটা দেখে এসেছি, সেখানে ডিম এবং মাংস প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। যদিও এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। কিছু প্রাইভেট পোলট্রি ফার্ম আছে, যারা নিজেরাই চাষ করে, আর বিভিন্ন কোম্পানি তাদের থেকে অর্ডারে কেনে। সেটা আরও বাড়িয়ে অনুদানের ব্যবস্থা করা যায় কি না, তাদের আরও উৎসাহিত করা এবং মৎস্য উৎপাদনেও স্বনির্ভর করার কথা চলছে। যদিও ফিশারিজ আলাদা দপ্তর আছে, তারা নিশ্চয়ই ভাববে।

● রাজ্যে হাঁসের ডিমের প্রচুর চাহিদা। কিন্তু সেই ভাবে তা পাওয়া যায় না।

দিলীপ ঘোষ: হাঁসের ডিমের ফার্ম কম আছে। হরিণঘাটাতে যে ফার্ম আছে সেখান থেকে আমরা মুরগি এবং হাঁসের বাচ্চা মানুষকে দিই। ওরা হ্যাচিং করে। দু’রকম হাঁস আছে, একটা খাকি ক্যাম্পবেল, যেটা ব্যাপক হারে চাষ হয়, জল কম লাগে। আরেকটা চীনা প্রজাতির সাদা হাঁস আছে, যা একটু বড় হয়ে থাকে। সরকার ফার্ম থেকে কিনে নিয়ে সেটা বিলি করে কম দামে, মাত্র তিন টাকায়। যেটা বাজারে সাড়ে ছয় থেকে সাত টাকা।

● খাসি উৎপাদন আমাদের রাজ্যে সেভাবে হয় না কেন? বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আনাতে হয়।

দিলীপ ঘোষ: আমাদের রাজ্যে ‘ব্ল্যাক বেঙ্গল’ প্রজাতির ছাগল বেশি উৎপন্ন হয়। ছোট কালো রঙের। তার একটা ফার্ম হয়েছে হরিণঘাটাতেই। তাদের স্পার্ম ব্যবহার করা হয়। এই ছাগল আমরা চাইছি বাংলায় বেশি করে চাষ হোক। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম–সহ জঙ্গলমহলেই উন্নত মানের ছাগল পাওয়া যায়। তাদের স্পার্মও সংরক্ষণ করে তা দিয়ে ভবিষ্যতে উন্নত মানের খাসি উৎপাদন করা যাবে। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি। এই প্রজাতির ছাগল আমাদের আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এর মাংস সুস্বাদু।

● বিখ্যাত সংস্থা আমুল পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে বিশেষ কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন?

দিলীপ ঘোষ: আমুলের এখানকার যিনি প্রধান ডিস্ট্রিবিউটর আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা একটা বড় ফার্ম তৈরি করার পরিকল্পনা করেছেন, খুবই বড়, যেখান থেকে লক্ষ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদন করা যাবে। তার ভিত্তিপ্রস্তর এই মাসেই হওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রীও আসছেন রাজ্যে এই মাসে। কোম্পানির ইচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ফার্মের উদ্বোধন হোক। এই ফার্ম একবার তৈরি হয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গের দুধের সমস্যা বেশ খানিকটা মিটবে। এখন যে পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট না। আর যা পাওয়া যায়, তার গুণমানও খুব বেশি ভাল না। এখানে অনেকগুলো দুধ সংগ্রহ করার সোসাইটি আছে, যাদের অবস্থা খুবই খারাপ। হরিণঘাটাতে যে মাদার ডেয়ারির ফার্ম আছে, যার ক্যাপাসিটি এক সময় ছিল ছয় লক্ষ লিটার প্রতিদিন, কিন্তু আগের সরকার তার নাম পাল্টে ‘বাংলার ডেয়ারি’ করে তার সর্বনাশ করেছে। এখন মাত্র তিরিশ হাজার লিটারে উৎপাদন এসে দাঁড়িয়েছে। সেটাকে বাড়ানোর জন্য আলাদা ফার্ম ফিলিং করার কথা চলছে।

● পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ধরার জন্য যে টাস্ক ফোর্স ঘোষণা হয়েছিল, তা কতদূর এগিয়েছে?

দিলীপ ঘোষ: টাস্ক ফোর্স হয়েছে নাম মাত্রই। ম্যানপাওয়ার বাড়ানোর জন্য একটা টেন্ডার ডাকা হয়েছে, যাঁরা সাহায্য করবেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতকে। আগের সরকারের আমলে দুর্নীতি করে জেতা পঞ্চায়েতের বেশ কিছু লোক এখন ভয়ে অফিসে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি বদলানোর জন্য দুটি ফান্ড বের করেছি। পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে টাকাও আসছে।

● বহু পঞ্চায়েত সমিতিতে নিকাশি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক নেই, সেখানে বহুতল গজিয়ে উঠেছে ফ্লোরপ্ল্যান ছাড়াই, সিসি পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

দিলীপ ঘোষ: পূর্বতন সরকারের আমলে শহর এবং গ্রাম নির্বিশেষে এরকম করুণ অবস্থা তৈরি হয়েছে। বুলডোজার চলা তো দেখেছেন, বহু রাস্তা খালি হয়ে গেছে, গাড়ি–মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল বেশ কিছু জায়গায়, এখন স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরে এসেছে। যারা অবৈধ নির্মাণ করেছে বা বেআইনি ভাবে রাস্তা দখল করেছে, তাদের ইতিমধ্যে সরে যেতে বলা হয়েছে, নচেৎ সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। বহু নদী এবং খালের ওপর যে বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো সরানো নিয়ে বৈঠক হয়েছে। যেখানে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়ার বিধায়করাও ছিলেন। সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

● এমন কোনও সরকারি দপ্তর নেই, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়নি। এটাকে কীভাবে দেখছেন?

দিলীপ ঘোষ: আগে কোনও দুর্নীতিপরায়ণ নেতা–মন্ত্রীকে পুলিশ ছুঁতে পর্যন্ত পারত না। এখন আইনের ওপর কেউ নয়। কেন্দ্রে যদি প্রধানমন্ত্রীকেও আইনের আওতায় আনা যায়, তা হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন নয়? সেই আইন আমরা এনেছি। যত দুর্নীতি হয়েছে গত পনেরো বছর ধরে, তার তদন্ত এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। অনেকে নিজের থেকে টাকা ফেরত দিচ্ছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এরকমই চলতে থাকবে।

● আপনারা বলতেন আগে ছিল শাসকের আইন, এখন বাংলার মাটিতে কি আইনের শাসন শুরু?

দিলীপ ঘোষ: হ্যাঁ, সে তো শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই, বাংলার মানুষ খুব জলদিই সেটা বুঝতে পারবেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আইনের শাসন জিনিসটা কী, বাংলার মানুষ বোঝেননি। যেটা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, জনগণকেই আমাদের পাশে পাওয়া খুব জরুরি।

> গত পঞ্চাশ বছর ধরে আইনের শাসন জিনিসটা কী, বাংলার মানুষ বোঝেননি। যেটা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, জনগণকে আমাদের পাশে পাওয়া খুব জরুরি।

● হকার উচ্ছেদ যে হচ্ছে, তাদের পুনর্বাসন নিয়ে কিছু ভাবা হয়েছে?

দিলীপ ঘোষ: পুনর্বাসন সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যারা বেআইনি ভাবে টাকা দিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে, সরকারি জল–বিদ্যুৎ নিয়ে স্টেশন, হাসপাতালের ভেতরে দোকান বানিয়েছিল, তাদের পুনর্বাসনের বদলে জেলে ঢোকানো উচিত সবার আগে।

● তৃণমূল থেকে কোনও নেতা–কর্মী বিজেপিতে আসতে চাইলে, তাঁদের জন্য আপনার বার্তা?

দিলীপ ঘোষ: আসার জন্য লাইন তো লেগে গেছে রেজাল্ট বেরোনোর দিন থেকেই। স্থানীয় কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বিধায়ক— সবাই আছেন সেই লাইনে। যেটা আমাদের রাজ্য সভাপতি বলেছেন, সেটা মেনেই এগোনো হবে।

পঞ্চায়েতে ১১ হাজার নিয়োগ হবে: দিলীপ

● ১ পাতার পর

আগামী ১ মাসে দেড় কোটি শ্রম দিবস তৈরির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।

মন্ত্রী এদিন জানান, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে নতুন যোগ্য উপভোক্তাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হয়েছে সমীক্ষক দল। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছে। পঞ্চায়েত দপ্তর ২০ জুলাইয়ের মধ্যে সমীক্ষার শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসনকে। এই কাজ শেষ হলে জব কার্ডের তথ্য যাচাই করা হবে। গ্রামসভার অনুমোদন মিললে জন–পর্যালোচনা হবে। তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে জেলা স্তরের কমিটি। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে রাজ্যে। কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে এই অর্থ বিনিয়োগ করবে। ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এম্পাওয়ার কমিটি এ রাজ্যের ২ হাজার ৭৯০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা, ৪৫টি সেতু তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। ফলে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে।

দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যে আরও ১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা হচ্ছে। আগের তুলনায় এই টাকার অঙ্ক প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বেশি। একেকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে ৩.৫ লক্ষ টাকা করে ঋণ নিতে পারবে। ২০ লক্ষ ‘লাখপতি দিদি’ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬–২৭ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় এ রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ২৪৯১.৭১ কোটি টাকার বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিমধ্যে ৯৩৩.৩৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। ৫৬০ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য খরচ করছে ৩৭৩.৩৩ কোটি টাকা। ৫ হাজার কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স, ৩৬টি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্য ঠিকমতো পাচ্ছে কি না, তা দেখতে ‘দিশা’ কমিটি গঠন করা হবে।

দুর্নীতি রুখতে বদলি

চলতি মাসেই ১১০০–র বেশি পঞ্চায়েতকর্মীকে বদলি করতে চলেছে রাজ্য। এই কর্মীরা ৩ বছরের বেশি সময় একই জায়গায় রয়েছেন। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতির অভিযোগ আসে। তাই পঞ্চায়েত স্তরে এক জায়গায় তিন বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরতদের অন্য জায়গায় বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ৩ হাজার ৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী বিধানসভার অধিবেশনে বিল এনে বেশ কিছু পঞ্চায়েত এলাকাকে পুরসভায় উন্নীত করার পরিকল্পনা চলছে। বাগনান, জয়গাঁও, উলুবেড়িয়ার মতো পঞ্চায়েত এলাকাকে পুরসভায় উন্নীত করার কথা ভাবা হচ্ছে।

পাশাপাশি আজ, শুক্রবার থেকে পঞ্চায়েতগুলিতে ফের শুরু হচ্ছে গ্রামসভা। পঞ্চায়েতগুলি যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধে ঠিকমতো পায়, তা নিয়ে এই গ্রামসভাগুলিতে আলোচনা হবে। মন্ত্রীর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে গ্রামপ্রধানরা জনরোষের ভয়ে রয়েছেন। তাঁরা আসছেন না বলে গ্রামসভাগুলো হচ্ছে না। বিডিও–দের ফের গ্রামসভা শুরুর প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

কৃষ্ণার ইস্তফা

● ১ পাতার পর

নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে এ সবে পাত্তা দিতে নারাজ মেয়র। এ দিন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর পুরভবন ছাড়তে গিয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। সংক্ষেপে তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে মেয়র পদ ছাড়লাম। আমি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করব।’

গত ১৬ বছর ধরে বিধাননগর পুরনিগমের সঙ্গে জড়িত মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণা। তিনি কখনও পুর চেয়ারম্যান, আবার কখনও মেয়র পদের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৯ সালে সব্যসাচী দত্ত মেয়র পদ ছাড়ার পর কৃষ্ণার কাঁধে সেই গুরুদায়িত্ব বর্তায়। মানুষের কাজও করেছেন। তারপর ২০২২ সাল। পুরভোটে সল্টলেক ২৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়লাভের পর তিনি পুনরায় মেয়র পদে আসীন হন। ৪১টি ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গেছে তাঁকে। এর মধ্যেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। নতুন সরকারের এক মাসের মধ্যেই মেয়রের এই পদত্যাগে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠে গেল। তা হলে কে বিধাননগর পুরনিগম তৃণমূলের হাতছাড়া হতে চলেছে? যদিও সময় সেই উত্তর জানাবে, এমনটাই মনে করছেন অনেকেই। মেয়রের এই পদত্যাগ ঘিরে পুরকর্মীরা একাংশ এ দিন রীতিমতো হতভম্ব হয়েছেন।

তথ্য

কোনও কোনও আম মাপে কুলের সমান। আবার এমনও আম আছে, যার একটিই ওজনে আড়াই কেজির মতো।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta**. ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net **REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81**

ঋতব্রত, সন্দীপনের বহিষ্কার বৈধ নয়: স্পিকার রথীন্দ্র বসু

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ৪ জুন

ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং সন্দীপন সাহার বহিষ্কার বৈধ নয়। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, দল থেকে কাউকে বহিষ্কার করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে। ফলে কাউকে বহিষ্কার করতে হলে সেই নিয়ম মেনেই করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডিজিটাল প্রক্রিয়া চালু করার অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার যোগ দেন বিধানসভার স্পিকার। সেখানেই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'দলের যে সংবিধান রয়েছে, সেই অনুযায়ী বহিষ্কারের জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছে, সেটা বৈধ নয়। এছাড়া আরও একটি বিষয় রয়েছে, কাউকে বহিষ্কার করতে হলে আগে তাঁকে শোকজ করতে হয়। তাঁকে সময় দিতে হয় জবাব দেওয়ার জন্য। এরকম হঠাৎ করে চিঠি দিয়ে আজই বহিষ্কার করা হল, এমনটা হয় না।' তিনি জানান, সেই কারণেই তৃণমূলের অধিকাংশ বিধায়ক এই বহিষ্কার মানেন না। তাঁদের পক্ষে ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে এবং তাঁরাই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছেন। স্পিকার বলেন, 'এই কারণে তাঁদের বক্তব্য তো মানতেই হবে।' বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করতে তৃণমূল বিধায়কের সই জাল করার অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'ঘটনার তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সিআইডি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।' অভিষেকের লেখা চিঠি খারিজ করে দেওয়া প্রসঙ্গে এদিন স্পিকার বলেন, 'আইনের প্রয়োগ করা হয়েছে। আইনে যা উল্লেখ রয়েছে, তার থেকে বেশি বা কম, কোনও কিছুই করা হয়নি। বিরোধী দলনেতার পদের জন্য প্রথমে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল সেখানে ত্রুটি ছিল। সেই কারণে সেই চিঠি খারিজ করে দেওয়া হয়। পরে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট আইন মেনেই করা হয়েছে।'

এদিন ৩৩তম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হল ই-বিধানসভার সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চালু করা 'এক দেশ, এক পদ্ধতি' আবেদনে সাড়া দিয়ে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হল রাজ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ও অন্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে কিরেন রিজিজু জানান, ৩৩তম রাজ্য হিসেবে এই পদ্ধতিতে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়টি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দেশের অন্যতম পুরনো বিধানসভা। এই বিধানসভা এবার থেকে আধুনিক এবং প্রযুক্তিবান্ধব হয়ে উঠল।'

যোগ্য প্রার্থীদের উপযুক্ত পদেই নিয়োগ করতে হবে

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ৪ জুন

চাকরির জন্য যে যোগ্যতা ঠিক করা হয়েছে, সেই যোগ্যতার ভিত্তিতেই সরকারি পদে পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে। বৃহস্পতিবার এমনই আদেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, নির্ধারিত যোগ্যতার চেয়েও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে যদি কম যোগ্যতাসম্পন্নদের জন্য ঘোষিত পদে নেওয়া হয়, তা হলে যোগ্য ও উপযুক্ত যোগ্যতা গোপন করেছেন। এরপরেই বেঞ্চের মন্তব্য, 'নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ীই সরকারি চাকরিতে সব যোগ্য প্রার্থীকে অবশ্যই চাকরি দিতে হবে। যখন ওই পদে নিয়োগের জন্য কম শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তখন সেই পদে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করা মানে সত্যিকারের যোগ্য প্রার্থী বা প্রার্থীদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা।' শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, কোনও পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা সীমা নির্ধারণ করা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত।

নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

প্রার্থীদের বঞ্চনা করা হবে। অস্থায়ী পদে কর্মরত ব্যাঙ্কের একজন সহকারীকে নিয়োগ মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের দেওয়া রায় এ দিন খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি আসানুদ্দিন আমানুল্লা ও বিচারপতি আর মহেদবনের বেঞ্চ। সেই প্রসঙ্গেও উল্লিখিত নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যে পদে ওই সহকারীকে ব্যাঙ্কে নিয়োগ করা হয়েছিল, সেই পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছিল দশম শ্রেণি পাশ। অথচ যিনি চাকরিটি পেয়েছেন তিনি স্নাতক। তার মানে তিনি নিজের শিক্ষাগত কারণ হয়তো পরিস্থিতির চাপে তিনি উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাননি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক ওই কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, 'রাষ্ট্র হল আদর্শ নিয়োগকর্তা। তাই কিছু পদে চাকরির জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সম্পূর্ণ ন্যায্য। এটা করা হয়, যাতে তাঁদের উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্নদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে না হয়। এ ক্ষেত্রে কম যোগ্যতাসম্পন্নদের চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই এই নীতির পক্ষে চিরকালই দাঁড়িয়েছে আদালত।'

মেঘছায়ে সজল বায়ে...

এক পশলা বৃষ্টি। তাতেই সামান্য স্বস্তি পেল দিল্লি। বঞ্চিত হয়নি রাজস্থানও। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে। সঙ্গে ধুলোঝড়, বজ্রপাত। সকালেই তেতে উঠেছিল রাজস্থানের কোটা, দুঙ্গারপুর, বিকানের, শ্রীগঙ্গানগর, চুরু, পিলানি, জয়সলমের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল শ্রীগঙ্গানগরে, ৪৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টিতে ভিজেছে শৈলশহর শিমলাও। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি হবে শিমলায়। পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া গেটের সামনের ছবিটি পিটিআইয়ের।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জেন ফ্রেজার। মুম্বইয়ে।

সিটি সিইও ফ্রেজারের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

মুম্বই, ৪ জুন

সিটি চেয়ার এবং সিইও জেন ফ্রেজারের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি, বিনিয়োগের চিত্র এবং সুযোগ নিয়ে কথা হয়েছে দু'জনের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন ফ্রেজার। বিকশিত ভারত ২০৪৭ সম্পর্কে নিজের ভাবনাচিন্তা সিটি সিইও-র সামনে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বিনিয়োগ, আর্থিক লেনদেন, অন্য দেশে ভারতের কর্পোরেট সেক্টরের সুযোগ, বিকল্প শক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। আর্থিক বিকাশে ভারতকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে সিটি, তা নিয়েও কথা হয়েছে নরেন্দ্র মোদি এবং জেন ফ্রেজারের। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিটির শীর্ষ আধিকারিক কে বালাসুব্রহ্মণ্যম। ২০২৭ সালে ভারতে ১২৫ বছর পূর্ণ করবে সিটি। দেশের অন্যতম আন্তর্জাতিক বৃহত্তম ব্যাঙ্ক সিটি ৩ জুন থেকে ৫ জুন পর্যন্ত দেড় হাজারের বেশি গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীকে নিয়ে মুম্বইয়ে সিটি ইন্ডিয়া কনফারেন্স আয়োজন করেছে।

পুনর্বিন্যাস বিল

ডিএমকে, তৃণমূলের সঙ্গে কথা কেন্দ্রের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৪ জুন

আসন্ন বাদল অধিবেশনে ফের পুনর্বিন্যাস বিল পেশ হতে চলেছে সংসদে। এই ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছোতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার তৃণমূল, ডিএমকের মতো বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ এই বিল সমর্থনের ব্যাপারে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছে বলে দাবি।

নতুন বিলের খসড়া হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ডিএমকে। তবে প্রাথমিক ভাবে তারাও আলোচনার জন্য রাজি। বিলের খসড়া হাতে পাওয়ার পরেই এই ব্যাপারে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করতে চায় স্ট্যালিনের দল। আগেরবার বিলটি খারিজ হওয়ার পর, নতুন করে বিলটি প্রস্তুত করে বাদল অধিবেশনে পেশ করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের। যাতে বিলটি নিয়ে আলোচনার পর সুষ্ঠু ভাবে তা পাশ করানো যায়, সেই কারণে আগে থেকেই আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছোতে চায় কেন্দ্র। এর আগে জনগণনার তথ্য ছাড়াই দ্রুত মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ এবং পুনর্বিন্যাস বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। যদিও লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয় এই সংবিধান সংশোধনী বিলটি।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ স্থায়ী কমিটিতে

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৪ জুন

টাকার দামের পতন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ কমা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সংসদীয় কমিটি। দেশের অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ বৈঠকে বসে অর্থ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপি সাংসদ ভর্তৃহরি মহতাব। যদিও সরকারের তরফে দাবি করা হয়, নানা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

দেশের অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এদিনের বৈঠকে প্রথমে একটি উপস্থাপনা দেন অর্থনীতি বিষয়ক সচিব অনুরাধা ঠাকুর এবং মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। তারপরেই বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের পর মহতাব সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কট, সম্প্রতি দেশীয় শিল্পকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চীনের তৈরি করা নীতি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে আমি এটা বলতে পারি যে, নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকলেও ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে আসছে।' তিনি জানান, গত বছরের তুলনায় পারিবারিক সঞ্চয় বাড়ছে দেশে এবং এটা একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত। তিনি বলেন, 'আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করব, যেখানে শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জের উল্লেখ থাকবে এমনটা নয়। সেগুলির মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ করা দরকার সরকারের তরফে সেগুলিরও উল্লেখ করা হবে রিপোর্টে।' টাকার দামের পতনের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ভর্তৃহরি মহতাব জানান, টাকার দামের পতন অবশ্যই একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এর পাশাপাশি বেসরকারি লগ্নি প্রসঙ্গে তিনি জানান, এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। তার জন্য কিছু নীতি পরিবর্তন প্রয়োজন। একই সময়ে যারা চীন থেকে ব্যবসা চলে যাচ্ছে, তাদের আমরা কী সুবিধা দিতে পারি যাতে তারা আমাদের দেশে শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারে, সেটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে।'

নিটের প্রশ্ন ফাঁস: হতাশায় নাগপুরে আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

সংবাদ সংস্থা

নাগপুর, ৪ জুন

প্রশ্নফাঁসের জেরে আত্মঘাতী হলেন এক নিট পরীক্ষার্থী। মৃত ছাত্রীর নাম আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী। তিনি মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছে নাগপুরে। জানা গিয়েছে, সেখানেই আকাঙ্ক্ষা নিট-এর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আত্মঘাতী হওয়ার আগে তিনি একটি চিরকুট রেখে গেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, আবার পরীক্ষায় বসার 'সাহস ছিল না' তাঁর।

উল্লেখ্য, ৩ মে অনুষ্ঠিত হয় নিট-ইউজি। তাতে অংশ নেওয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষাও ছিলেন। তবে, প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের পর ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ১২ মে পরীক্ষাটি বাতিল ঘোষণা করে। এবং ২১ জুন ফের পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানানো হয়।

আকাঙ্ক্ষার পরিবারের মতে, তিনি পরীক্ষাটির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং প্রায় ৬৫০ নম্বর পাওয়ার আশা করছিলেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, পরীক্ষাটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর আকাঙ্ক্ষা খুবই ভেঙে পড়েন। এবং মৃত্যুর আগের সপ্তাহগুলিতে তিনি মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, পরীক্ষা ঘিরে অনিশ্চয়তা আকাঙ্ক্ষার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। আকাঙ্ক্ষার বাবা-মা জানিয়েছেন, ডাক্তার হওয়া স্বপ্ন ছিল মেয়ের। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তাঁরা যথেষ্ট আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীর পরিবার আর্থিক ভাবে সচ্ছল নয়। নাগপুরে তাঁর কোচিংয়ের খরচ জোগাতে পরিবারটি কিসান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল। ছাত্রীর বাবা কৃষ্ণকুমার চতুর্বেদী পেশায় কৃষক। তাঁর মেয়ে যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনিও নাগপুরে রাঁধুনির কাজ নেন। মৃত ছাত্রীর পরিবার জানিয়েছে, তাঁরা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, এ বছর আকাঙ্ক্ষা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে আকাঙ্ক্ষা লেখেন, 'মা-বাবা, তোমরা বিশ্বাস করতে যে, তোমাদের মেয়ে পড়াশোনা করে ডাক্তার হবে। কিন্তু আমার আর নিট পরীক্ষা দেওয়ার সাহস নেই। আমি তোমাদের দু'জনেরই সব আশা শেষ করে দিয়েছি।' তিনি ওই নোটে আরও লেখেন, 'আবার পরীক্ষা দিলে যে আমি ভাল ফল করব, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।' এই ঘটনায় পরিবারটি হতবাক হয়ে যায়। আত্মীয়রা জানান, তাঁরা আকাঙ্ক্ষার ডাক্তারি জীবনের ওপরই তাঁদের সমস্ত আশা-ভরসা রেখেছিলেন। ঝাড়খণ্ডে একই ধরনের একটি ঘটনায় ১৬ বছরের এক পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। তার পরিবার দাবি করেছে যে, নিট-বিতর্ক তাকে তীব্র অবসাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তার পরিবারের মতে, দশম শ্রেণির পড়া শেষ করার পর সে নিট-এর প্রস্তুতির জন্য দিল্লির একটি কোচিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিল। কোর্সটি শেষ করার পর সে বাড়ি ফিরে আসে এবং পরীক্ষায় বসে। পরিবার জানায়, সে এ-বছর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাটি পাশ করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল।

মোদি-শাহকে তোপ মমতার

আজকালের প্রতিবেদন

নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি লিখেছেন, 'নিট পরীক্ষায় প্রশাসনিক কর্তাদের ব্যর্থতার জন্য মৃত্যুমিছিল চলছে। প্রশ্নফাঁস, দুর্নীতি এবং বার বার পরীক্ষা বাতিলে পড়ুয়াদের ওপর মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তারই ফলে আত্মঘাতী হয়েছে ছাত্রী।' প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জে আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী সুইসাইড নোটে লেখেন, বার বার পরীক্ষা দেওয়ার মতো আমার মানসিক জোর ছিল না। মমতা ব্যানার্জি লিখেছেন, 'এটা শুধু আত্মহত্যা নয়, মোদি সরকারের তৈরি করা প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাকাণ্ড। বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে হবে না। বিজেপির হাতে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। প্রশ্নফাঁস থেকে শুরু করে বার বার অনিয়ম ও ব্যর্থতায় তরুণ প্রজন্ম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই বিষয়টি সমাজের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা। শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে জুয়া খেলা চলছে। যারা রাত জেগে পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরি করল, বিজেপি সরকারের জন্য তাদের স্বপ্ন চুরমার। মোদি-শাহকে এই মৃত্যুমিছিলের দায় নিতে হবে।'

তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙনের জল্পনা দিল্লিতে

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৪ জুন

তৃণমূলের ভাঙনের রেশ এবার কি সংসদে পড়তে চলেছে? তৃণমূলের অন্তত ২০ জন সাংসদ নাকি ইতিমধ্যেই বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে। শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের সংসদীয় দলের কোনও সূত্রেই নির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক মহলে খবর রটেছে, দলত্যাগে ইচ্ছুক তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে নাকি বিজেপি নেতৃত্বের আলোচনা শুরু হয়েছে। দুটি নামও ভাসছে রাজনৈতিক চর্চায়। রাজ্যসভার বেসুরো সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় ও লোকসভার কাকলি ঘোষদস্তিদার। আর কোনও সাংসদের নাম এখনও শোনা যায়নি।

৪ মে, নির্বাচনী ফলাফল সামনে আসতেই কাকলি ঘোষদস্তিদার দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। দলের যে যে পদে তিনি ছিলেন সেখান থেকে ইস্তফা দিলেও সাংসদ পদ অবশ্য ছাড়েননি। কাকলির ক্ষোভ মূলত অভিষেকের বিরুদ্ধে। সুখেন্দুশেখর রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে পরিচালনা নিয়ে ক্ষুব্ধ। লোকসভায় ২৮ জন এবং রাজ্যসভায় ১৩ জন তৃণমূলের সাংসদ রয়েছে। মোট ৪১ জন সাংসদ নিয়ে কংগ্রেসের পরে বিরোধী শিবিরের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল তৃণমূল। আগামী সোমবার, ৮ জুন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক দিল্লিতে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। সেখানে তিনি দলের সাংসদদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠকে পাপিয়া

আজকালের প্রতিবেদন

বুধবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর বৈঠকে পূর্ববর্তী ফেডারেশন ভেঙে দিল্লির ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স কনফেডারেশনের আওতাভুক্ত হবেন টলিউডের সমস্ত কলাকুশলী জানিয়েছিলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক তথা অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী। লক্ষ্য, দুর্নীতিমুক্ত ইন্ডাস্ট্রি। এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ধুন্ধুমার কাণ্ড টলিপাড়ায়। এরই মধ্যে প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠক সারেন পাপিয়া। বৃহস্পতিবার প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠকে রাধা স্টুডিয়োয় ছিলেন প্রযোজক সুশান্ত দাস, সুব্রত রায়, সৃজিত রায়, অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায়, সুচন্দ্রা ভানিয়া, কিংশুক দে প্রমুখ। পাপিয়া অধিকারী বলেন, বাইরে থেকে অনেক প্রযোজকেরা আসছেন। ধারাবাহিক, সিনেমা, অ্যানিমেশন, ভিএফএক্স-এর সঙ্গে যুক্ত সকলের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেক সমস্যা। এখন সবাই স্বাধীন ভাবে, আনন্দ করে কাজ করবে। ভাল কাজ হবে।

বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী।

বৃহস্পতিবার সকালে টেকনিশিয়ান্সে ঝামেলা প্রসঙ্গে পাপিয়া জানান, বিষয়টা বুঝতে তাঁদের সমস্যা হয়েছে। একটা ছাতার তলায় সকলে থাকবেন, কাজ পাবেন। ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে। এদিন নন্দনে সব গিল্ড-এর প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ তথ্য ও সংস্কৃতি ভবনে রুদ্রনীলের হাতে তাঁদের কিছু আবেদন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দেওয়ার জন্য জমা দিতে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও। ছোড়া হয় ডিম। শুরু হয় ইটবৃষ্টি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের নিশানায় ফেডারেশনের ম্যানেজার, গিল্ডের সম্পাদক মহম্মদ হাসান এবং সহ-সম্পাদক বাবাই। দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির নানা অভিযোগ এদের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে রুদ্রনীল বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক। বর্তমান সরকারকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি আশাবাদী। সেই জন্যই তাঁরা জানতে চান কীভাবে, কোন নিয়ম মেনে ইন্ডাস্ট্রি কাজ করবে। বর্তমান সরকার কীভাবে টলিউডের হারিয়ে যাওয়া গরিমা ফিরিয়ে আনবে, ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ ঘটবে সেগুলি তাঁরা জানতে চান।' ইন্ডাস্ট্রির বেহাল দশা নিয়ে বলেন, 'আগের সরকার যেটা প্ল্যান করে দিয়েছিল সেটা ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী চান, অন্য বিভাগগুলির মতোই সংস্কৃতি জগতের কাজও সুন্দর ভাবে চলুক। মতান্তর যেন কোনও সৃজনশীল কাজে ক্ষতি না করে সেটাই মূল লক্ষ্য।'

ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাতের লেখার নমুনা দিলেন ৩ তৃণমূল বিধায়ক

আজকালের প্রতিবেদন

বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলার তদন্তে অগ্রগতি। বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতের ১৯তম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে নিজেদের হাতের লেখার নমুনা দিলেন রাজ্যের তিন তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়, শুভাশিস দাশ ও বাহারুল ইসলাম। সূত্রের খবর, এই হাইপ্রোফাইল মামলার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর সিআইডির তরফে আদালতের কাছে অভিযুক্তদের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছিল। রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার সেই নির্দিষ্ট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আদালতের আইনি নির্দেশ মেনেই এদিন ওই তিন তৃণমূল বিধায়ক সশরীরে আদালতে উপস্থিত হন। এরপর বিচারকের এজলাসে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। সংগৃহীত এই নমুনাগুলি পরবর্তীতে মামলার মূল নথির বিতর্কিত সইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হবে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে।

DOLLAR

DOLLAR INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L17299WB1993PLC058969)

Registered Office: 'Om Tower', 15th Floor, 32, J. L. Nehru Road, Kolkata – 700071

Phone No. 033-2288 4064-66, **Fax No.** 033-22884063 **Website:** www.dollarglobal.in **E-mail:** investors@dollarglobal.in

বাস্তবিক শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুনভাবে দাখিল/পুনরায় দাখিলের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি (৩য় অনুস্মারক)

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের নতুন সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, এতদ্দ্বারা **শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞপ্তি** প্রদান করা হচ্ছে যে, বিনিয়োগ সহজ করার সুবিধার্থে বাস্তবিক সুরক্ষা হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরও **একটি বিশেষ জানালা** খোলা হয়েছে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রিত/ক্রয়কৃত এবং সম্পাদিত শেয়ার নতুনভাবে দাখিলের জন্য এবং সেইসঙ্গে ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া বাস্তবিক শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ যা মূলত আগে জমা দেওয়া হয়েছিল তা পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য এবং যা নথিপত্র/প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/অমীমাংসিত ছিল।

উপরোক্ত বিশেষ জানালা **৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছিল এবং ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭** পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং এই ধরনের সমস্ত হস্তান্তর প্রক্রিয়া করা হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে গ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টে জমা হবে এবং আরটিএ/কোম্পানির নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে এবং উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন হস্তান্তর/চিহ্নিত/বন্ধক রাখা যাবে না।

যেহেতু কোম্পানি/আর টি এ দ্বারা সমস্ত নথিপত্র সঠিক পাওয়া গেলে হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে, হস্তান্তরগ্রহীতাদের অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলি জমা দিতে হবে যেমন; (ক) আসল শেয়ার সার্টিফিকেট (খ) ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল (গ) ক্রয়ের প্রমাণ (ঘ) কে ওয়াই সি নথিপত্র (ঙ) ডি পি দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত ২ মাসের বেশি পুরনো নয় এমন লেটেস্ট ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সি এম এল) এবং (চ) কোম্পানি/আর টি এ-এর কাছে হস্তান্তরের নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় আন্ডারটেকিং কাম ইনডেমনিটি (কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্ম্যাট অনুযায়ী)।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানি অথবা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ) যেমন নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে ই-মেল আইডি **nichetechpl@nichetechpl.com**-এ অথবা তাদের অফিস ঠিকানা ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ নং ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা- ৭০০০১৭-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। টেলিফোন নং ০৩৩-২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮ অথবা আরও সহায়তার জন্য কোম্পানির ই-মেল **investors@dollarglobal.in**-এ যোগাযোগ করুন।

ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

অভিষেক মিশ্র

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬

বৃষ্টি এল ঝেঁপে। কোচিতে, বৃহস্পতিবার। ছবি: পিটিআই

দহনজ্বালা জুড়িয়ে কেরল-পথে দেশে বর্ষা

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ৪ জুন

দহনজ্বালা জুড়িয়ে কেরলের পথে দেশে ঢুকল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। শুরু হল বর্ষা। সময়ের তিন দিন পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কেরলে প্রবেশ করল। দেরিতে প্রবেশ শুধু নয়, বৃষ্টিপাতের পরিমাণও এবার কমবে, তার অন্যতম কারণ এল্ নিনোর প্রভাব। জুন মাসে এল্ নিনো খানিকটা দুর্বল হলেও, সেপ্টেম্বরে শক্তি বাড়াতে পারে, জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

সাধারণত প্রতি বছর ১ জুন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কেরলে প্রবেশ করে। এবার একটু দেরি হল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখন দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, পশ্চিম-মধ্য ও পূর্ব-মধ্য আরব সাগরের কয়েকটি জায়গা লাক্ষাদ্বীপ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর কিছু অংশ, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম-মধ্য, পূর্ব-মধ্য ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি জায়গায় রয়েছে। বর্ষা প্রবেশের পূর্বাভাস দিয়ে গতকাল রাত থেকে কেরলের জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। আবহাওয়া দপ্তর রাজ্যের তিন জেলা আলাপুঝা, কোট্টায়াম এবং এর্নাকুলামে কমলা সতর্কতা বহাল রেখেছে। জানিয়েছে, ওই তিন জেলা ছাড়াও তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, পাথানামথিট্টা, ইদুক্কি এবং ত্রিচুর জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

দক্ষিণ ভারত স্বস্তি পেলেও, তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল উত্তর ভারত। অধিকাংশ রাজ্যের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অপেক্ষায় উত্তর ভারত। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসের শেষের দিকে ২৭ জুন দিল্লিতে প্রবেশ করবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে পৌঁছোতে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ। তার পর তাপপ্রবাহ থেকে মিলবে রেহাই।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছিল, ২৬ মে দেশে বর্ষা প্রবেশ করবে। পরে জানায়, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় সময়ের আগে নয়, বরং ৪ জুন দেশে বর্ষা আসছে।

টানা ৩ দিন পানীয় জলের দেখা নেই, বিক্ষোভ মহিলাদের

আজকালের প্রতিবেদন

মালদা, ৪ জুন

তীব্র গরমে পানীয় জলের সঙ্কটে ভোগান্তির শিকার শতাধিক পরিবার। ট্যাপকল দিয়ে জল পড়ছে না। টানা ৩ দিন ধরে পানীয় জলের দেখা নেই। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ভুক্তভোগী পরিবারের মহিলা সদস্যরা।

তাঁদের অভিযোগ, জল সরবরাহের পাইপ থেকে অবৈধ ভাবে পাম্প মোটর বসিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ট্যাঙ্কে জল তোলা হচ্ছে। ফলে পরের দিকে থাকা শতাধিক বাড়িতে জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে। এই অবস্থায় পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছেন হরিশ্চন্দ্রপুর–১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই। ট্যাপকলে পানীয় জল না পেয়ে নলকূপের দূষিত জল পান করতে হচ্ছে তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেকেই ট্যাপকলের সংযোগ বাড়ির বাথরুমের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করে মোটরের সাহায্যে অবৈধ ভাবে অতিরিক্ত জল তুলে ব্যবহার করছেন। ফলে লাইনের শেষ প্রান্তে থাকা বহু পরিবার পর্যাপ্ত জল পাচ্ছে না। গত তিন দিন ধরে ট্যাপকলের জল না আসায় পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে নিয়মিত জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং যারা মোটর লাগিয়ে অতিরিক্ত জল তুলছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। স্থানীয়দের মধ্যে সায়রা বানু, নিহার বিবিরা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা ৩ দিন ধরে ট্যাপকলে পানীয় জল পাচ্ছি না। তীব্র গরমে জলের হাহাকার তৈরি হয়েছে। এর–ওর বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে। অনেক সময় জল দিতে চাইছেন না তাঁরা। এদিকে, নলকূপের দূষিত জল পান করছেন অনেকে। এই অবস্থায় জলের সমাধান না হলে বড়সড় আন্দোলনে নামব আমরা।’

বোর্ডের ব্যর্থতা নিয়ে পথে বামেরা

দায়িত্ব নিয়েই তৎপর মেয়র পারিষদ সঞ্জয়

এক বছরের ঘাটতি মেটানোই লক্ষ্য

অলক সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ জুন

শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের মেয়াদ আছে আর মাত্র ৯ মাস। এই শেষবেলায় এসে মেয়র পারিষদ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক। আর দায়িত্ব নিতেই তৎপরতার সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন তিনি। হাউজিং ফর অল, ট্রেড লাইনসেন্স ও ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে এদিন মেয়র পারিষদ সঞ্জয় পাঠক জানান,‘আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে আমার কাজের লক্ষ্য তৈরি করব এবং যথারীতি কাজ শুরু করব।’ সঞ্জয় পাঠক চাইছেন শহরের সমস্ত ট্রেড লাইসেন্স খতিয়ে দেখতে। উল্লেখ্য, অনেকেই আছেন নানাকারণে ট্রেড লাইসেন্স করেন। তারপর তারা হারিয়ে যান। সেই লাইসেন্সের কোনও পুনর্নবীকরণ হয় না। অনেকে ব্যাংক লোনের জন্য ব্যবসা দেখাতে ট্রেড লাইসেন্স করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় সেই ব্যবসা বলে কিছু নেই। এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখবে পুরনিগম। আর এই পরিকল্পনা করছেন নতুন মেয়র পারিষদ সঞ্জয় পাঠক। একদিকে ট্রেড লাইসেন্সের তথ্যব্যাংক এবং অন্যদিকে যারা লাইসেন্স করে গায়েব হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের নোটিশ পাঠানো। প্রয়োজনে জরিমানা ধার্য করা। যার মাধ্যমে পুরনিগমের আয়ও হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে এই পদে যিনি ছিলেন অর্থ্যাৎ দিলীপ বর্মন, তার সঙ্গে মেয়র ডেপুটি মেয়রের মতবিরোধ চলতে থাকায় দপ্তরের কাজে যে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে, সেই বিষয় অনেকেই স্বীকার করেছেন। সঞ্জয় পাঠক চাইছেন, বিগত সময়ের কাজের ঘাটতি মিটিয়ে শিলিগুড়িকে ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে দিতে।

অন্যদিকে রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই আর্থিক সংকটে পড়েছে বোর্ড। আপাতত কোনও বরাদ্দ আসছে না। ৭ জুন পুরমন্ত্রী বৈঠক করতে আসবেন। তারপর যদি জটিলতা খোলে তবে ভাল, নইলে বোর্ডের আগামী ৮ মাস অত্যন্ত কঠিন হবে। এই ফাঁকে এদিন শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের সার্বিক ব্যর্থতা নিয়ে পথে নেমে পড়েছেন। এদিন জেলা সিপিএমের তরফে শিলিগুড়ি হাসমি চকে অবস্থান বিক্ষোভ করে পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান পরিষদীয় দলনেতা নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ সিং, বাম কাউন্সিলর জয় চক্রবর্তী থেকে সিপিএম নেতারা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে নিজের দপ্তরে মেয়র পারিষদ সঞ্জয় পাঠক। ছবি: শৌভিক দাস

বকেয়া ফি নিয়ে বিবাদ

বকেয়া ফি নিয়ে বিবাদের জেরে অধ্যক্ষকে মারধরের অভিযোগ, থানার দ্বারস্থ স্কুল কর্তৃপক্ষ। চম্পাসারি ঢাকনি কাটার একটি বেসরকারি স্কুলে বৃহস্পতিবারের ঘটনা। অভিযোগ, এক ছাত্রের বকেয়া ফি পরিশোধকে কেন্দ্র করে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকদের দীর্ঘদিন ধরে মতবিরোধ চলছিল। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই এদিন স্কুলে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ ভিমা দেবী শর্মার অভিযোগ, বকেয়া ফি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলাকালীন ছাত্রের বাবা ও মা তাঁর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্থা ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অধ্যক্ষের দাবি, ধস্তাধস্তির সময় তাঁর গলায় থাকা মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে যায় এবং তাঁর মোবাইল ফোনও ভেঙে দেওয়া হয়। আহত অধ্যক্ষ প্রধাননগর থানায় পৌঁছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ভর্তি নিয়ে পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাই স্কুলে বিক্ষোভ। ছবি: প্রতিবেদক

ভর্তি নিয়ে তীব্র উত্তেজনা মালদার কালাচাঁদ হাই স্কুলে

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ৪ জুন

একাদশ শ্রেণির ভর্তি চলাকালীন একদল ছাত্রের সঙ্গে স্কুল শিক্ষকদের একাংশের গোলমালের জেরে উত্তেজনা ছড়াল পুরাতন মালদা পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কালাচাঁদ হাই স্কুলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই স্কুলে তদন্ত করতে পৌঁছোয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। উত্তেজনা ও বিক্ষোভ থামাতে কয়েকজন ছাত্রের আত্মীয় ও অভিভাবকদের আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। যদিও পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন বিকেলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর বিক্ষোভকারীদের ছেড়ে দেয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালাচাঁদ হাই স্কুলে বুধবার কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিন বিভাগে মোট ১৫০ জন একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, ওই দিনই একসঙ্গেই এতগুলো পড়ুয়ার ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ জারি করা হয়। একদিকে প্রচণ্ড গরম, অপর দিকে, বিকেল গড়িয়ে গেলেও অন্তত সাত থেকে আট জন পড়ুয়া ভর্তি হতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। এরপর তারা ওইদিনই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে সেই সময় কয়েকজন শিক্ষক একদল ছাত্রকে ধাক্কা মেরে, মারধর দিয়ে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর বৃহস্পতিবার ওই ছাত্ররা অভিভাবক ও পাড়া–প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে নতুন করে স্কুলে এসে অশান্তির চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রদের ভর্তি নেওয়ার কথা বললেও বিক্ষোভ চলতে থাকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উজান মণ্ডল, আমানত শেখ, শুভম দাস–সহ আরও বেশ কিছু ছাত্র একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে আসে। সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে না পেরে ওদের সঙ্গে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের গোলমাল বাধে। সেই মুহূর্তে ওই ছাত্রদের কয়েকজন শিক্ষক ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ। তাতে দু’জন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পুরাতন মালদার মৌলপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়। বুধবারের এই ঘটনার পর এদিন দুপুরে আবারও নতুন করে অশান্তি ছড়ায় অভিভাবকদের সঙ্গে একদল শিক্ষকের। অভিভাবকেরা স্কুলেই বিক্ষোভ দেখান।

এদিকে, কালাচাঁদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাহুলরঞ্জন দাস বলেছেন, ‘কয়েকজন ছাত্র এবং তাদের পরিবার ও পাড়া–প্রতিবেশীদের আচরণ ঠিক ছিল না। আমি ওদের বলেছিলাম সকলকেই সঠিক নিয়মে ভর্তি করানো হবে। কিন্তু তারপরেও ওইসব ছাত্র স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এমনকী, মোবাইলে ভিডিও করা হয়। যেহেতু বহিরাগত রয়েছে স্কুলে, তারা চিৎকার–চেঁচামেচি করছিল, তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ ডাকতে হয়। পরে অবশ্য ছাত্রদের বলা হয়েছে সঠিক নিয়মেই ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে।’

বেআইনি ঠেকে অভিযান

বেআইনি ঠেকে অভিযান চালিয়ে মদের বোতল ও অন্যান্য সামগ্রী ভাঙচুর করলেন এলাকার ক্ষিপ্ত মহিলারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয় ইংরেজবাজারের কাজিগ্রামের নুনবহি এলাকায়। মহিলাদের রুদ্রমূর্তি দেখে তিন বেআইনি মদের কারবারি পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মহিলাদের তাণ্ডবে মদের বোতল, গ্লাস ফেলেও পালাতে বাধ্য হয় একদল মত্ত। পরে ওই এলাকায় পৌঁছোয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। দ্রুত এই কারবারিদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস পুলিশ দিতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING e-Quotation No.: WBNKDA/01/EE-E/2026-27 e-Tender has been invited for the following works

Name of Work: 1. Work for lifting up Feeder pillar boxes and repair / repairment of broken feeder pillar box of broken feeder Pillar boxes of AA-I, at Newtown, Kolkata, Under NKDA area.
2. Work for lifting up Feeder pillar boxes and repair /repairment of broken feeder pillar box of broken feeder Pillar boxes of AA-II, at Newtown, Kolkata, Under NKDA area.
3. Work for lifting up Feeder pillar boxes and repair / repairment of broken feeder pillar box of broken feeder Pillar boxes of AA-III, at Newtown, Kolkata, Under NKDA area. Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line) 22/06/2026 upto 1.00 P.M. Details available on Website https//wbtenders.gov.in & www.nkdamar.org and the office notice board of NKDA

Assistant Engineer(E)
New Town Kolkata Development Authority

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
(Wholly owned by the Government of West Bengal)
Swasthya Sathi, GN-29, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700091

Bid reference no. - WBMSCL/NIT-447/2026, Dated –04/06/2026

WBMSCL is Notice invitingTenderfor the work **“Civil Modification in the terrace of the Critical Care Block Building (G+3) of Diamond Harbour Government Medical College & Hospital for operationalization of 15 bedded Dialysis Unit”.** Last date of submission of bid (online) – 11.06.2026 upto 03.00 P.M.The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** on or after 11.00 A.M. on 05.06.2026. Clarification requests, if any may be sent to **info@wbmsc.gov.in**.

Sd/-
General Manager, WBMSCL
Additional Secretary to the Govt. of West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Murshidabad Division, Municipal Engineering Directorate,
Urban Development & Municipal Affairs Department
Barrack Square 6C, Square Field (South) Berhampore, Murshidabad, PIN-742101. E-Mail : ee.bhp.med@gmail.com

CORRIGENDUM NOTICE FOR CANCELATION OF TENDER

Following e-tender has been cancelled for works under AMRUT 2.0, as detailed here under :

Sl. No.	Name of the ULB	Tender ID
1.	Kandi Municipal Area	2026_MAD_5013577_1

Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in** Sd/-
EE, Murshidabad Division, M.E.Dte.

Office of the Executive Engineer
Murshidabad Division, Municipal Engineering Directorate,
Urban Development & Municipal Affairs Department
Barrack Square 6C, Square Field (South), Berhampore, Murshidabad, PIN-742101
Phone & Fax :- (03482) 250679, E-Mail : ee.bhp.med@gmail.com

NOTICE FOR INVITING E-TENDER

e-Bids are invited from Interested Bonafide bidders/Govt. contractors for works for Water Supply Scheme within Kandi Municipal area under AMRUT 2.0 on Item Rate basis as detailed below :

Sl. No.	Name of the ULB	Tender ID	Amount Put to Tender
1.	KANDI	2026_MAD_5014999_1	To be Quoted

Last Date of Submission : **24.06.2026, 18:00 HRS**
Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
EE, Murshidabad Division, M.E.Dte.

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Desilting of High Drains & one time clearance of Water Hyacinth, Jungles before Monsoon within Borough- 1, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-1/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014920_1 • Estimated Amount : 4,82,461/-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

2) Name of the Work: Desilting of High Drains and one time clearance of Water Hyacinth, Jungles before Monsoon within Borough V, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-2/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014938_1 • Estimated Amount : 4,99,687/-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

3) Name of the Work: One time clearance of Water Hyacinth, Jungles and deposition in Canal Bed from Roydanga Rail Gate to Deshbandhu Nagar Culvert via Manasa Mondir, Ward- 43, (under Borough IV) within Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-3/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014944_1 • Estimated Amount : 4,88,922/-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

4) Name of the Work: One time clearance of Water Weeds, Scum, Liquid Earth and deposition of High Drain (Constructed by KMDA) within Borough- 2, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-4/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014949_1 • Estimated Amount : 4,99,198/-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

5) Name of the Work: One time clearance of Water Hyacinth, Jungles and deposition at Hind Colony, SB More, Shramiknagar Colony, Ambagan Bastee, Shimultola Bastee, Tatala Bastee & other High Drain (excluding Ward- 43) within Borough- 4, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-5/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014953_1 • Estimated Amount : 3,39,489/-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

6) Name of the Work: One time clearance of Water Hyacinth, Jungles and deposition of High Drain at different areas within Borough- 2, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-6/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014956_1 • Estimated Amount : 4,99,413 /-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

7) Name of the Work: One time clearance of Water Hyacinth, Jungles and deposition of High Drain at different areas within Borough- 3 under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-7/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5014959_1 • Estimated Amount : 4,92,665/-
Last Date : 11th June 2026, 05:00 pm

For details : tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত শাখার নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের উদ্দেশ্যে এই পাবলিক নোটিস জারি করা হচ্ছে, যাঁরা তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে লকার ভাড়া প্রদান করেননি এবং ব্যাঙ্কের পাঠানো বিভিন্ন রিমাইন্ডারের কোনও উত্তর দেননি। নীচে উল্লিখিত লকার হোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকার ভাড়া প্রদান না করা হলে, ব্যাঙ্ক লকারগুলি ড্রিল করে খুলতে বাধ্য হবে। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে লকারের ভেতরের সামগ্রী, যদি কিছু থাকে, তা বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া লকার ভাড়া এবং লকার ভাঙার খরচের জন্য বরাদ্দ করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক্রম নং	শাখার নাম	ভাড়াটের নাম	ক্যাবিনেট নং/ লকার নং	এসডিভি নং
১	ঝালঝালিয়া শাখা	দেবাশিস চক্রবর্তী	৪৯	৪৫০২৪১৩৩৮
২	ঝালঝালিয়া শাখা	সুমনা কুণ্ডু	৭৮	৪৫০১৯৮৯৪৪
৩	ঝালঝালিয়া শাখা	মানয়ী চক্রবর্তী	৩১	৪৫০১৯৮২৩১

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঝালঝালিয়া শাখা

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত শাখার নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের উদ্দেশ্যে এই পাবলিক নোটিস জারি করা হচ্ছে, যাঁরা তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে লকার ভাড়া প্রদান করেননি এবং ব্যাঙ্কের পাঠানো বিভিন্ন রিমাইন্ডারের কোনও উত্তর দেননি। নীচে উল্লিখিত লকার হোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকার ভাড়া প্রদান না করা হলে, ব্যাঙ্ক লকারগুলি ড্রিল করে খুলতে বাধ্য হবে। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে লকারের ভেতরের সামগ্রী, যদি কিছু থাকে, তা বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া লকার ভাড়া এবং লকার ভাঙার খরচের জন্য বরাদ্দ করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক্রম নং	শাখার নাম	ভাড়াটের নাম	ক্যাবিনেট নং /লকার নং	এসডিভি নং
১	কোচবিহার বিএস রোড	মঞ্জু দেবী সোমানি	৭০	৪০০০৮৬৮৭৫
২	কোচবিহার বিএস রোড	সন্ধ্যারানী বণিক	২৮	৪০০১১৩৮০৩
৩	কোচবিহার বিএস রোড	বিমলেন্দ্র বাগচী	৬৭	৪০০০৮৬৮৪৭
৪	কোচবিহার বিএস রোড	নির্মল কুমার দাশগুপ্ত	২৪১	৪০০১১৮৫৭৭
৫	কোচবিহার বিএস রোড	সুনীল চন্দ্র কর্মকার	২৮৯	৪০০১১২৮৭৭

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কোচবিহার বিএস রোড

পংজাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, এনজেপি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ২ নং ফ্লোর, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১, জেলা– দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ই–মেল: cs8289@pnb.bank.in, ফোন: ০৩৫৩–২৪৩ ২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	ক) শাখার নাম / খ) অ্যাকাউন্টের নাম / গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	ঘ) বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতা]	ঙ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / চ) অনাদায়ী বকেয়া / ছ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ / জ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য / খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়) / গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ঘ) ই–নিলামের তারিখ ও সময়	ঙ) সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়
১	ক) সেবক রোড (০৫৪৯২০) খ) মেসার্স অম্বে কার হাউস 0549250017055 গ) প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা: শ্রী প্রদীপ চৌধুরী, পিতা– শ্রী ফণীন্দ্র নাথ চৌধুরী ঠিকানা: পূর্বাঞ্চল, বাঘাযতীন কলোনি, ওয়ার্ড নং ০২, পোঃঅঃ ও থানা– প্রধাননগর, জেলা– দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৩৪০০৩	ঘ) নিম্নোক্ত ৫ কাঠা জমি নিয়ে গঠিত ভূসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: পরগনা– বৈকুণ্ঠপুর, মৌজা– শিলিগুড়ি, বাঘাযতীন কলোনি, ওয়ার্ড নং ২, দলিল নং I–২৩৮১/২০১৬ অনুসারে, জে এল নং ১১০(৮৮), আর এস খতিয়ান নং ৪১৭/১, প্লট নং ৬৭৭, শিলিগুড়ি পুরনিগম, পোঃঅঃ ও থানা– প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, জেলা– দার্জিলিং, পিন– ৭৩৪০০৩, স্বত্বধারক: প্রদীপ চৌধুরী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **পূর্ব**– বিক্রেতার জমি এবং ৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; **পশ্চিম**– ড্রেন (নালা); **উত্তর**– ডাঃ অমল রায়ের জমি; **দক্ষিণ**– শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা।	ঙ) ০৪.০৩.২০২০ চ) ₹৯৮,৩২,৬৩১.৫০ [১৩(২) নোটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক], তৎসহ উদ্ভূত সুদ ছ) ০১.০৭.২০২১ জ) প্রতীকী	ক) ₹৭৯,০৮,৭৫০.০০ খ) ₹৭,৯০,৮৭৫.০০ (২২.০৬.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত) গ) ₹২৫,০০০.০০	ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে	ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	ক) নেহরু রোড (৩১৩২০০) খ) খোকন বিশ্বাস 313200NC41104651 গ) খোকন বিশ্বাস ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ২০১, ২ নং ফ্লোর, ফরচুন জেসমিন অ্যাপার্টমেন্ট, ব্রহ্মকুমারী আশ্রমের কাছে, হিমাচল সরণি, হায়দার পাড়া, ওয়ার্ড নং ৪০, শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ আকাশ বিশ্বাস ঠিকানা: পরেশ নগর, অগ্নিশিখা ক্লাব, ওয়ার্ড নং ৪৪, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা– জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০০১	ঘ) নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ভবনের উত্তর দিকের ২ নং ফ্লোরের একটি ফ্ল্যাট, ১১.১১.২০১৯ তারিখের দলিল নং I–৭০৫৯/২০১৯ অনুসারে, বই নং I, ভলিউম নং ০৭১১–২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৩০৪১ থেকে ১৮৩১০২–তে নিবন্ধিত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০ বর্গফুট, তৎসহ সমস্ত সাধারণ অংশের আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ, সাধারণ সুযোগ–সুবিধা, ‘ফরচুন জেসমিন’ নামক ভবনের ২ নং ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং ২০১, ভবনের নিম্নস্থিত জমি অর্থাৎ, ৩ কাঠা ১৩ ছটাক বা ০.০৬৩ একর জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ, আর এস প্লট নং ১৭০ এবং এল আর প্লট নং ১৫০, আর এস খতিয়ান নং ৮০৬ এবং এল আর খতিয়ান নং ১১৪, ১১৫, ১১৬ ও ১১৭-তে লিপিবদ্ধ, মৌজা– ডাবগ্রাম, পরগনা– বৈকুণ্ঠপুর, জে এল নং ২, আর এস শিট নং ১২ এবং এল আর শিট নং ৬৪, হিমাচল সরণি, হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৪০, থানা– ভক্তিনগর, জেলা– জলপাইগুড়ি। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী খোকন বিশ্বাস এবং শ্রী আকাশ বিশ্বাস।	ঙ) ২৫.০৪.২০২৪ চ) ₹১৮,৫৪,১৬৮.০০ [১৩(২) নোটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক], তৎসহ উদ্ভূত সুদ ছ) ১৮.০৭.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) ₹১৭,৪৫,৮০০.০০ খ) ₹১,৭৪,৫৮০.০০ (২২.০৬.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত) গ) ₹২৫,০০০.০০	ঘ) ২৩.০৬.২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে	ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. **এই বিক্রি ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টায় https://baanknet.in ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।**
৪. **বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://baanknet.in** এবং www.pnbindia.in **ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।**

তারিখ: ০২.০৬.২০২৬
স্থান: শিলিগুড়ি

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

NOTICE

I, Laxmi Singha Roy had purchased a land measuring 6 (Six) decimals in Nemai Mouza, J.L. No.57, RS Plot No. 176, LR Plot No. 216, LR Khatian No. 121/1, Deed No. 3000/2026, ADSR Bagdogra from Sanjoy Roy through General Power Attorney of Mukunda Singha Deed No. 4216/2021, ADSR Bagdogra. I also submitted Mutation application at BLLRO, Matigara case no. MN/2026/0401/3235. If anybody has complained please contact O/O BLLRO, Matigara within 26.06.2026.

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমার একটি জমির মূল দলিল হারিয়ে গিয়েছে। দলিলটির বিবরণ নিম্নরূপ— দলিল নং: ২-৬৩৯। বিক্রেতা: আবুল কালাম, পিতা- আবুল হামিদ, গ্রাম- মনিরাম ভিটা, ডাকঘর- পানবাড়া ঠাকুরবাড়ি, থানা- পোঠিয়া, জেলা- কিষানগঞ্জ, বিহার। গত ০১/০৬/২০২৬ তারিখে দলিলটি হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে চোপড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (G.D.E) করা হয়েছে।
কেউ উক্ত দলিলটির সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **মহম্মদ সাহাদাত আলি, গ্রাম- চিলাঘাটা, ডাকঘর- সোনাপুর হাট, থানা- চোপড়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ মোবাইল:6009328987**

AFFIDAVIT

I, Manish Chandra Chakladar, s/o, Late Sudhis Chandra Chakladar, resident of Vill- Subhas Corner, P.O- Beltala Park, P.S- Balurghat, District- Dakshin Dinajpur do hereby declare that in my Aadhar card, my name is wrongly written as Manish Chakladar, but my actual name is Manish Chandra Chakladar. I shall be known as Manish Chandra Chakladar in all purpose, vide Affidavit sl no 6776 dt. 03.06.2026 Sworn before the Ld Judicial Magistrate 1st class Balurghat, D/Dinajpur at Balurghat. Manish Chandra Chakladar and Manish Chakladar both are same and one identical person.

"এভিডেভিট "

আমি লিপতারা হাসনা পারভীন(৩৮),পিতা:- গোলাম মোস্তফা-স্বামী :- জাহিরুদ্দিন আহামেদ,সাং:-চৌকিয়াপুকুর,পোস্ট:- চেরাগীপাড়া,থানা:- বংশীহারী,জেলা:- দক্ষিন দিনাজপুর।আমি উক্ত ঠিকানার স্থায়ী বাসিন্দা।আমার সমস্ত কাগজপত্রে আমার পিতার নাম গোলাম মোস্তফা রয়েছে।আমার পিতা Golam Mostafa ও Golam Mustafa একই ব্যক্তি বলে এলাকায় পরিচিত।আমি গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের লটারি পাবলিকে এভিডেভিড করে আমি সেই হলফনামা জমা করলাম।আমার এভিডেভিড নম্বর ৩৮,তারিখ ২১-০৫-২৬।

স্বাক্ষর
লিপতারা হাসনা পারভীন।

"এভিডেভিট "

আমি জহিরুদ্দিন আহামেদ (৪৫), পিতা গিয়াসউদ্দিন আহমেদ-, সাং:- চৌকিয়াপুকুর, পোস্ট:- চেরাগীপাড়া, থানা:- বংশীহারী, জেলা:-দক্ষিন দিনাজপুর। আমি উক্ত ঠিকানার স্থায়ী বাসিন্দা।আমার সমস্ত কাগজপত্রে আমার ও আমার পিতার নাম রয়েছে জহিরুদ্দিন আহামেদ পিতা গিয়াসউদ্দিন আহামেদ।আমার পিতা Giasuddin Ahammed and Giasuddin Ahamed and Jahiruddhin Ahamed, S/O- Giasuddin Ahammed and jahiruddin Ahamed, S/O -Giasuddin Ahammed নামগুলি একই ব্যক্তি বলে এলাকায় পরিচিত।আমি গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের লটারি পাবলিকে এভিডেভিড করে আমি সেই হলফনামা জমা করলাম।আমার এভিডেভিড নম্বর ৩৭,তারিখ ২১-০৫-২৬।

স্বাক্ষর
জহিরুদ্দিন আহামেদ

LOST AND FOUND

That our Customer Smt. Kanta Devi Agarwal, Wife of Sri Mahabir Prasad Agarwal, Resident of Telipara Enthelbari Police Station Banarhat Dist Jalpaiguri West Bengal would like to inform you that one original Deed being No. I-2773 for the year 1989 in the name of Smt. Kanta Devi Agarwal have been misplaced from our branch custody we are lodged a general diary before the Office in charge of Kotwali police station jalpaiguri video GDE No. 160/26 Dated 03:06:2026. If anyone found please contact 8657700248

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my clients Sri Prahalad Das, son of Late Harendra Chandra Das is the absolute owner of the landed property measuring 1.82 Acre in Plot Nos. 2861/2975, 2977, 2855, 2976, 2861/2974 & 2861/2973 (R.S.), 4972, 4973, 4974, 4977, 4978 & 4979 (L.R.), Khatian No. 5, 314 & 295/10 (R.S.), 4086 (L.R.), Mouza – Bairatiguri, J.L. No. 98, under Dhupguri Municipality, Police Station – Dhupguri, in the District of Jalpaiguri, Pin -735210 and my client has lost his Original Title Deed being Deed No. I – 1957 for the year 1990 in the name of Sri Ganesh Chandra Das and Sri Prahalad Chandra Das, both are sons of Late Harendra Chandra Das and he lodge a General Diary before the Dhupguri Police Station vide G.D. Entry No. 611 dated 15-05-2026 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.

Tapash Nandi
Advocate, Siliguri, 94341-51274

AFFIDAVIT

I Ranjit Kumar Saha,S/O. Late Rajendra Nath Saha, residing at Sunity Road bye lane , P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar do hereby declare that in my Aadhar card vide no. 573101542786, in my Voter Id card vide no. LZL 1460336 and in my Pan card vide no. AKAPS 2254E my name has been recorded as Ranjit Kumar Saha. But my name has been recorded as S/O.Ranjit kr. Saha in School Certificates of my Son Amartya Saha.That Ranjit Kumar Saha and Ranjit Kr. Saha , is one and same identical person.Vide affidavit Sl no.62, Date. 03/06/26. Before the Ld Judicial Magistrate 1st Class coochBehar.

মালদার গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসে হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি বাস। ছবি: প্রতিবেদক

ভাড়া ফ্রি হতেই মহিলাদের ক্ষোভ

মালদায় অসংখ্য বন্ধ রুটে সরকারি বাস চালানোর দাবি উঠল

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ৪ জুন

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে তৎপর সরকার। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা যোজনার পাশাপাশি চালু হয়েছে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা। কিন্তু মালদায় অসংখ্য রুটে বন্ধ হয়ে রয়েছে সরকারি বাস চলাচল। জেলার অন্যতম চাঁচল মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাতে সরকারি বাস চলাচল করে না। এছাড়াও মালদায় অন্তত ২০টিরও বেশি রুটে সরকারি বাস চলাচল দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ। মালদা–দিঘা থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, মুকুটমণিপুর, মন্দারমণি, বাঁকুড়া, চুঁচুড়া, দুর্গাপুর–সহ একাধিক দূরপাল্লার যাত্রাপথে সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই জেলার মহিলা যাত্রীদের তরফে দাবি, 'এত বিপুল সংখ্যক বন্ধ রুটে সরকারি বাস পরিষেবা অবিলম্বে চালু করতে হবে।' রাজ্যের নতুন সরকারের কাছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবিও করা হয়েছে।

জেলা পরিবহণ দপ্তর সূত্রে গিয়েছে, হবিবপুর, বামনগোলা ও মালদা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ। মালদা থেকে নালাগোলা, পাকুয়া, বুলবুলচণ্ডী, তিলাসন, নিমবাড়ি, কলাইবাড়ি, শ্রীরামপুর, পার্বতীডাঙা, মহদিপুর, উত্তর লক্ষ্মীপুর, বাঙিটোলা ও ঋষিপুর–সহ একাধিক এলাকায় বর্তমানে সরকারি বাস চলাচল বন্ধ। একসময় এই সমস্ত রুটে নিয়মিত সরকারি বাস চলাচল করত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের বেসরকারি বাসের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ ওইসব রুটে বেসরকারি বাস এবং অন্য যানবাহন দিব্যি চলাচল করছে। অদ্ভুত ভাবে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া থানা এলাকায় সূর্য ডুবতেই সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আবার দিনের বেলায়ও হাতে–গোনা মাত্র কয়েকটি সরকারি বাস চলাচল করে।

হবিবপুর ব্লকের কলাইবাড়ি এলাকা থেকেও প্রতিদিন কর্মসূত্রে, চিকিৎসার জন্য, পড়াশোনার কাজে কিংবা অন্য প্রয়োজনে যাতায়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে মানুষকে। সরকারি বাস না থাকায় বাধ্য হয়েই বেসরকারি বাস ও অন্য গাড়িতে বেশি খরচ করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার যখন মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে ভাড়া মকুবের কথা ঘোষণা করেছে, তখন মালদার এই পকেট রুটগুলিতেও দ্রুত সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হোক বলে দাবি উঠছে। চাঁচল শহরের গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, নয়না দাস বলেন, 'এইসব রুটে সরকারি বাস না থাকায় সরকারি সুবিধে মিলছে না।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদা ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১–১২ সালের পর থেকেই মালদা জেলার বিভিন্ন রুটে ধীরে ধীরে সরকারি বাস পরিষেবা কমতে শুরু করে। সেই সময় মালদা ডিপোতে ৫৩টি বাস থাকলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০–এ। বর্তমানে মালদা ডিপোতে সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ১৩৭ জন কর্মী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে মাত্র ১১ জন স্থায়ী কর্মী বলে জানা গিয়েছে। লোকাল পকেট রুট ছাড়াও একাধিক দূরপাল্লার রুটেও বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়েছে। মালদা থেকে বসিরহাট, বনগাঁ, পুরুলিয়া, মুকুটমণিপুর, বাঁকুড়া, চুঁচুড়া ও দুর্গাপুর–সহ বিভিন্ন দূরপাল্লার সরকারি বাস রুট বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

জেলার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য রুমকি মল্লিক, পল্লবী চ্যাটার্জি বলেন, 'অবিলম্বে বন্ধ হয়ে থাকা পকেট রুট ও দূরপাল্লার রুটগুলিতে সরকারি বাস পরিষেবা পুনরায় চালু করা হোক। যাতে মহিলারা সরকারের ঘোষিত বিনামূল্যে বাস পরিষেবার সুবিধে পান এবং সাধারণ যাত্রীদেরও ভোগান্তি কমে।' এ নিয়ে হবিবপুরের বিজেপির বিধায়ক জুয়েল মুর্মু বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে চলা এই সমস্ত সরকারি বাস রুট তুলে নেওয়া হয়েছিল। সরকারি বাসগুলি এজেন্সির মাধ্যমে চালানো হচ্ছিল। কিন্তু নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহিলাদের জন্য সরকারি বাস পরিষেবা বিনামূল্যে করে দিয়েছেন। মালদার বিভিন্ন রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধের বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব।' তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি বলেন, 'বিজেপি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদা ডিপো ইনচার্জ মলয় কর্মকার বলেন, 'মালদায় সরকারি বাসের কর্মীসংখ্যা কম। যদি বাসের পাশাপাশি কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়, তা হলে সব রুটেই বাস চালাতে পারব। সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে। বর্তমানে গাড়ির অভাব ও কর্মী সঙ্কটের কারণেই পকেট রুটগুলিতে বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন মাত্র ৩০টি বাস চলছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

বিজেপি কর্মীদের ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ

আজকালের প্রতিবেদন

ইসলামপুর, ৪ জুন

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় বিজেপি কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল–আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়ার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটগাছ এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের মধ্যে বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ রায়ের ছেলেও রয়েছে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় চোপড়া থানার বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ গিয়ে কড়া অবস্থান নেয়। তার পরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চোপড়া

বিজেপির অভিযোগ, এদিন সন্ধেয় দলের কিছু কর্মী–সমর্থক ও গ্রামের যুবকরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা তাঁদের ওপর চড়াও হয় তৃণমূলের ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনী। ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ রায় অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল বরাবরই হিংসারই রাজনীতি করে। হারের পরও তাদের চরিত্রে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। রাজনৈতিক ভাবে আমাদের সঙ্গে পেরে না উঠে তারা আমার ছেলে ও গ্রামের যুবকদের ওপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। শুধু ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণই নয়, এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে দুষ্কৃতীরা গুলিও চালায়। ঘটনার কথা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি।' যদি দ্রুত মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হয়, তবে উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী বৃহত্তর আন্দোলনেও নামবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে সংগঠন আরও মজবুত করতে বৈঠকে রাজ্য বিজেপি নেতারা

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ৪ জুন

জলপাইগুড়িতে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে চায় বিজেপি। তাই জেলার সমস্ত বিধায়ক ও নেতাকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ির ধর্মশালায় হয় এই বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠক) অমিতাভ চক্রবর্তী ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী। এ ছাড়া ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি শ্যামল রায় ও বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা ইনচার্জ ভূষণ মোদক–সহ অনেক নেতা।

জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ৮ জন বিধায়কের মধ্যে ছিলেন রাজগঞ্জের দীনেশ সরকার, মাল বিধানসভার বিধায়ক সুকরা মুন্ডা, ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশ রায়, ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি, জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী, নাগরাকাটার পুনা ভেংরা, ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায় ও মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়। বৈঠকের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে দলের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া বিধানসভা নির্বাচন–পরবর্তী সময়ের সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও পর্যালোচনা করেন বিজেপি নেতারা। ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশ রায় বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে মূলত দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মনের দপ্তরে বিজেপি বিধায়করা। ছবি: প্রতিবেদক

বিজেপির রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতাদের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিজেপি বিধায়করা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। সৌজন্য সাক্ষাতের পাশাপাশি জেলা পরিষদের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিধায়করা।

"একটি গাছ মায়ের নামে"

একটি সবুজতর পশ্চিমবঙ্গ: মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ধরিত্রী মাতার লালন।

দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য— পশ্চিমবঙ্গ সরকার "একটি গাছ মায়ের নামে" (Ek Ped Maa Ke Naam) কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে। জাতীয় আহ্বানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৃহীত এই রাজ্যব্যাপী সবুজায়ন উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের মা এবং ধরিত্রী মাতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি শুধুমাত্র একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান নয়; এটি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি গণআন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে আমাদের সামষ্টিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব পালন করা।

লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা— প্রধান লক্ষ্য

৫ জুন, ২০২৬ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৭-এর মধ্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১.১০ কোটি চারা গাছ রোপণ করা। সূচনার তারিখ— বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ জুন, ২০২৬-এ কলকাতা এবং সমস্ত জেলা সদর দপ্তরে একযোগে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। অংশগ্রহণের পরিসর— বন ও পরিবেশ দপ্তর, জেলা প্রশাসন, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি উদ্যোগ (PSU), ছাত্রছাত্রী এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

রাজ্যের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে

১. বৃহৎ পরিসরে নিজস্ব এলাকায় বৃক্ষরোপণ

অব্যবহৃত জমি, শিল্পাঞ্চল এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাম্পাসকে কাজে লাগিয়ে উন্নতমানের ও ঘন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২. কর্মী ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মচারী এবং পার্শ্ববর্তী জনগণকে সচেতন করে এই কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

৩. জবাবদিহিতা ও নথিভুক্তকরণ

প্রতিটি রোপিত চারার স্থায়ী ও যাচাইযোগ্য তথ্য সংরক্ষণের জন্য জিও-ট্যাগযুক্ত আলোকচিত্রের মাধ্যমে তা নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ

রোপিত গাছগুলির নিয়মিত পরিচর্যা ও বেঁচে থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসনিক সহায়তা

এই কর্মসূচির নোডাল দপ্তর হিসেবে বন দপ্তর প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

জেলা প্রশাসন: জেলা শাসক (District Magistrate) "জেলা কমান্ডার" হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং জেলা বনাধিকারিক (DFO) প্রযুক্তিগত সমন্বয়কারী হিসেবে সহযোগিতা করবেন।

চারা সংগ্রহ: উদ্যানপালন ও বন দপ্তরের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে চারা গাছ পাওয়া যাবে।

সমন্বয়ের জন্য নোডাল আধিকারিক:

শ্রী রাজু দাস, আই.এফ.এস., এ.পি.সি.সি.এফ.

ই-মেল: egmnwb@gmail.com যোগাযোগ: +৯১ ৯৮৩০৩২৪১৪০

উপসংহার

সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সুসমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তার সবুজায়নের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে, রাজ্যের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি করতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। আমরা রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক এবং কর্পোরেট সংস্থাকে এই মহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই আপনার মায়ের নামে একটি গাছ রোপণ করুন।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

সিও এসএএম, সার্কল অফিস, কলকাতা নর্থ,
সল্ট লেক সেক্টর–১, ব্লক–ডিডি–১১, কলকাতা–৭০০০৬৪
ই–মেল: COKOLNORTHSAM@PNB.BANK.IN

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লট নং	ই–নিলামের তারিখ	ই–নিলামের সময়সীমা
১ থেকে ৭	২৩.০৬.২০২৬	সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচের টেবিলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিশদ
১.	**ক) কামারহাটি বেলঘরিয়া (সল আইডি: ৫৮৮৮০০)** **খ) মেসার্স জয় গণেশ অ্যান্ড ট্রেডিং** প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত সোমনাথ চ্যাটার্জি (প্রয়াত), ৩, বি এন ঘোষাল রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬ **শ্রীমতী মিতা চ্যাটার্জি,** আইনি উত্তরাধিকারিণী এবং শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জির (প্রয়াত) পত্নী ফ্ল্যাট নং ডি, ফার্স্ট ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫, নীলকান্ত চ্যাটার্জি স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬	আবাসিক মালিকানাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজেইক দিয়ে ফিনিশ করা ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ: ফ্ল্যাট নং 'ডি', ফার্স্ট ফ্লোর, উত্তর ভাগে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫০৩.৫৮ বর্গফুট, এতে অন্তর্ভুক্ত ১ (একটি) বেডরুম, ১ (একটি) সাধারণ পরিসর, ১ (একটি) কিচেন, ১ (একটি) টয়লেট, বিল্ডিংটি (জি+২) তলবিশিষ্ট, তৎসহ এর নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, মৌজা– বেলঘরিয়া, জে এল নং ৩, আর এস নং ১৭, তৌজি নং ২০৩, সি এস এবং আর এস দাগ নং ৫০৫, খতিয়ান নং ৯১২, কামারহাটি পুরসভার এলাকাধীন, প্রেমিসেস নং ৫, নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ১৭ (পুরনো), ২১ (নতুন), হোল্ডিং নং ১২৯৯ (পুরনো), ৫৬২ (নতুন), থানা– বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস– বেলঘরিয়া, ২০১৭ সালের দলিল নং I–২৭৩৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জি, পিতা– প্রয়াত মাখন লাল চ্যাটার্জি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– শ্রী জগন্নাথ দে ও অন্যদের বাড়ি; দক্ষিণ– অশোক মজুমদারের বাড়ি; পূর্ব– ৬ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর; পশ্চিম– হিমাংশু দাস ঘোষের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ₹১৭,৩১,১৫৯.৩০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৯.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৯,৪৮,০০০.০০ খ) ₹৯৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**ক) দমদম পার্ক শাখা (সল আইডি: ১০২৫২০)** **খ) এস এস কনসালটেন্সি, প্রোপ্রাইটর: পলাশ সরকার** ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ব্লক 'বি', টাইপ 'সি', ৪ নং ফ্লোর, রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট, ১৯৫বি, শ্যামনগর রোড, কলকাতা–৭০০০৫৫ **পলাশ সরকার, পিতা– সুধীর চন্দ্র সরকার,** ২৯, নবীন কুণ্ডু লেন, থানা– আমহার্স্ট স্ট্রিট কলকাতা–৭০০০০৯ **সুধীর চন্দ্র সরকার,** পিতা প্রয়াত রঘুনাথ সরকার, ২৯, নবীন কুণ্ডু লেন, থানা– আমহার্স্ট স্ট্রিট কলকাতা–৭০০০০৯	সামান্য কমবেশি ১১ কাঠা জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, এর উপরিস্থিত প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা, যৌথ পথ, যৌথ সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের 'বি' ব্লকের ৪ নং ফ্লোরে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, কিচেন, ২টি টয়লেট নিয়ে গঠিত (প্ল্যানে নির্ধারিতমতো) সামান্য কমবেশি ৭৩৮ বর্গফুট মাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪০৩–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১৯৫বি, শ্যামনগর রোড, কলকাতা–৭০০০৫৫, জে এল নং ২০/২৯, দাগ নং ২৩০৬ ও ২৩০৭, খতিয়ান নং ১৮৭, মৌজা– শ্যামনগর, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ২৭ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, এডিএসআর– কাশীপুর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনায় রেজিস্টার্ড দলিল নং I–২৩৬২/২০১১ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বধারক পলাশ সরকার এবং সুধীর চন্দ্র সরকার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– শ্যামনগর রোড; দক্ষিণ– মার্টিন রেলের সম্পত্তি; পূর্ব– মলিনী রঞ্জন ব্যানার্জি; পশ্চিম– মণি রায়চৌধুরী। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৫.০৭.২০২১ খ) ₹১০,৩৯,৪৩১.৬৮ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১৯.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৭,২৭,০০০.০০ খ) ₹১,৭৩,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**ক) সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (সল আইডি: ০৪৮৫২০)** **খ) শ্রী গৌতম রায়, পিতা– শ্রী পরিমল কুমার রায় এবং শ্রীমতী কল্যাণী রায়, স্বামী– শ্রী পরিমল কুমার রায় এবং শ্রীমতী অনিতা রায়, স্বামী– শ্রী গৌতম রায়** **সকলের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১০৩, ফার্স্ট ফ্লোর, ব্লক 'বি', পঞ্চশীল হাউজিং কমপ্লেক্স, ১২০, এম বি রোড, নর্থ দমদম, বিরাটি, কলকাতা–৭০০০৫১	সামান্য কমবেশি ৬৪ কাঠা ৫ ছটাক ০ বর্গফুট জমির বিভক্ত ও চিহ্নিত অংশে নির্মিত 'পঞ্চশীল হাউজিং কমপ্লেক্স'–এর 'বি' ব্লক বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৯০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট/ ফ্ল্যাট নং ১০৩–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৫ (পুরনো) ও ১২০ (নতুন), এম বি রোড, বিরাটি, জে এল নং ৭, আর এস নং ১৩৯, তৌজি নং ১৭২ ও ১৭৪, খতিয়ান নং ১৭৪ (নং ১৭১, ১৭৩–এর সঙ্গে সংযুক্ত), আর এস দাগ নং ৮২ (অংশ), ৬০/১৬৮৭, ৬০/১৬৮৮, মৌজা– বিরাটি, থানা– নিমতা, কলকাতা–৭০০০৫১, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআর– কাশীপুর দমদম সমীপে রেজিস্টার্ড দলিল নং I–৪৩৩২/২০০২ অনুসারে সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী গৌতম রায়, অনিতা রায় ও কল্যাণী রায়। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– পঞ্চশীল হাউজিং এ২ টাওয়ার/ লিফ্ট; দক্ষিণ– অন্যের ফাঁকা জমি/ ফ্ল্যাট নং ১০৪; পূর্ব– ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, হনুমান মন্দির রোড/ উন্মুক্ত স্থান; পশ্চিম– পঞ্চশীল বাটিকা/ ফ্ল্যাটের সাধারণ চলাচলের পরিসর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ১২.১২.২০২৪ খ) ₹৮,৮৩,৪৫৭.৫০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১২.০৩.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২৫,২৬,০০০.০০ খ) ₹২,৫৩,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**ক) কোলে মার্কেট শাখা (সল আইডি: ০০৭৫২০)** **খ) মিসেস ঝর্ণা মাইতি, স্বামী– মিঃ বিশ্বজিৎ মাইতি,** ১বি, রামহরি ঘোষ লেন, রাজা রামমোহন সরণি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, থানা– মুচিপাড়া, কলকাতা–৭০০০০৯ **মেসার্স মা শীতলা সাপ্লায়ার্স, প্রোপ্রাইটর: মিসেস ঝর্ণা মাইতি,** স্বামী– মিঃ বিশ্বজিৎ মাইতি, ৩, মধু গুপ্ত লেন, কলকাতা–৭০০০১২ **মিসেস ঝর্ণা মাইতি, স্বামী– মিঃ বিশ্বজিৎ মাইতি,** বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর–পশ্চিম ভাগে ফ্ল্যাট, হোল্ডিং নং ৯২, নর্থ স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নং ৯, মৌজা– আগরপাড়া, থানা– খড়দহ, ৫/৩১৮, মহাজাতি নগর, কলকাতা–৭০০১০৯	স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলের মেঝে দেওয়া আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক, বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর–পশ্চিম অংশে, এতে অন্তর্ভুক্ত দুটি বেড রুম, একটি কিচেন, একটি বাথ–কাম–প্রিভি, একটি ডাইনিং স্পেস/রুম ও একটি ব্যালকনি, বিল্ট আপ এরিয়া ৪২০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৬৭০ বর্গফুট, তৎসহ ওই ফ্ল্যাটটি 'বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট' নামের যে পাঁচতলা বিল্ডিংয়ে অবস্থিত, সেই বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৮ কাঠা ৬.৫ ছটাক জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, মৌজা– আগরপাড়া, ইপি নং ২৪০ (এসপি নং ১৫৯) এবং ইপি নং ২৪১ (এসপি নং ১৭১), উভয়ের সি এস প্লট নং ১২৩০ (পি), জে এল নং ১১, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৯২/১/এ, নর্থ স্টেশন রোড, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৯, সাধারণভাবে পরিচিত ৫/৩/১৮, মহাজাতি নগর, কলকাতা–৭০০১০৯ রূপে। ২০১৬ সালের দলিল নং ১০০৯৬ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা শ্রীমতী ঝর্ণা মাইতি, স্বামী– শ্রী বিশ্বজিৎ মাইতি–র নামে। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– পুরসভার ৩.৬ মিটার চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– ৭.৬ মিটার চওড়া আগরপাড়া নর্থ স্টেশন রোড; পূর্ব– শ্রীমতী মলিনা রায়ের বাড়ির অংশ এবং সুনীল পার্বতের বাড়ির অংশ; পশ্চিম– দুলাল বোসের বাড়ির অংশ এবং কমল আইচের বাড়ির অংশ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ১৩.০৯.২০২২ খ) ₹১৩,৮০,১৯৮.৪৩ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৩.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১২,৯৬,০০০.০০ খ) ₹১,৩০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	**ক) বিরাটি (সল আইডি: ১৫২১২০)** **খ) মেসার্স অমূল্যের ফ্রুট শপ** **শ্রীমতী সরস্বতী রায়, স্বামী– প্রয়াত অমূল্য রায়** **শ্রীমতী সুচিত্রা রায় বিশ্বাস, পিতা– প্রয়াত অমূল্য রায়** **শ্রীমতী সুষমা দেবনাথ, পিতা– প্রয়াত অমূল্য রায়** **শ্রীমতী অনিমা রায়, পিতা– প্রয়াত অমূল্য রায় এবং শ্রী অমৃত রায়, পিতা– প্রয়াত অমূল্য রায়** **সকলের ঠিকানা:** ৩৬৫, শ্রীনগর পূর্ব, পোঃঅঃ– বিরাটি, থানা– নিমতা, কলকাতা–৭০০০৫১	নিম্নোক্তের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৩৬৫, শ্রীনগর পূর্ব (বর্ধন পাড়া), পোঃঅঃ– বিরাটি, থানা– নিমতা, কলকাতা– ৭০০০৫১, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা– বাদরা, রে সা নং ৭৪, জে এল নং ০৯, তৌজি নং ১১৬৩, সি এস খতিয়ান নং ১৯৯, আর এস খতিয়ান নং ২০২, আর এস দাগ নং ১০২, উত্তর দমদম পুরসভা, হোল্ডিং নং ৩৬৫, ওয়ার্ড নং ২১, জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৮ ছটাক, তৎসহ দোতলা বাড়ি, ২০০৩ সালের দলিল নং ৩১৪৭ অনুযায়ী (ক্রয় করা মোট জমি ৪ কাঠা, ২০০৩ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩১৪৭ অনুযায়ী শ্রী অমূল্য রায়, পিতা– প্রয়াত রাজেন্দ্রনাথ রায়–এর নামে এবং এর পরে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি স্বপন শীল–কে বিক্রি করেন)। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২২.০৮.২০২৩ খ) ₹১৫,৪৩,৬৫০.২৫ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০১.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩২,২০,০০০.০০ খ) ₹৩,২২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	**ক) মানিকতলা (সল আইডি: ০০৯৫২০)** **খ) শ্রীমতী সীমা জয়সোয়াল,** ১৩১ আরজিএম ঘোষ দত্ত পাড়া, হাতিয়াড়া, রাজারহাট, গোপালপুর, কলকাতা–৭০০১৫৭	নিম্নোক্ত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত উক্ত জমিতে নির্মিত 'তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৫ তলবিশিষ্ট বহুতলের ৫ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত ফ্ল্যাট নং 'ই–৭'–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– হাতিয়াড়া, জে এল নং ১৪, সি এস খতিয়ান নং ৯৩৪, সি এস দাগ নং ১১৬৩, আর এস খতিয়ান নং ১১৪৪, খতিয়ান নং ১১৪৩, আর এস দাগ নং ১২৫২, ১২৫৮, এল আর খতিয়ান নং ৩৭৭১, ৩৭৮৯, এল আর দাগ নং ১২৫২, ১২৫৮, থানা– রাজারহাট, বর্তমানে নিউ টাউন, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ৩২৬, ব্লক এইচ/সি এবং ৮/৬৩৫, ব্লক– এইচ/ডি, হাতিয়াড়া সর্দার পাড়া, ওয়ার্ড নং ২০, বর্তমানে বিধাননগর পুরনিগমের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– সুনীল অধিকারীর জমি ও বাড়ি; দক্ষিণ– ১৩ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– তরুণ কুমার সর্দার এবং কিশোর কুমার সর্দারের জমি; পশ্চিম– বাবলু তালুকদারের জমি ও বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৬.১২.২০১৯ খ) ₹১৯,৩১,৯৯৬.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৪.০৩.২০২০ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১১,৩১,০০০.০০ খ) ₹১,১৪,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	**ক) মানিকতলা (সল আইডি: ০০৯৫২০)** **খ) মেসার্স আয়ুষ স্টোর** **প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী মীনা জয়সোয়াল (স্বামী– মিঃ গণেশ কুমার জয়সোয়াল),** বিএমসি–এএস/২৬/০৭, বিএল–১, হাতিয়াড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১৫৭ **শ্রীমতী মীনা জয়সোয়াল** (স্বামী– মিঃ গণেশ কুমার জয়সোয়াল এবং পিতা– শ্রী শিব শঙ্কর গুপ্ত), মেসার্স আয়ুষ স্টোরের প্রোপ্রাইটর, শ্রেষ্ঠা এনক্লেভ, ঝাওতলা রোড, হাতিয়াড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১৫৭ **শ্রীমতী মীনা জয়সোয়াল** (স্বামী– মিঃ গণেশ কুমার জয়সোয়াল এবং মেসার্স আয়ুষ স্টোরের প্রোপ্রাইটর), ফ্ল্যাট নং এ–৬, ফার্স্ট ফ্লোর, পূর্ব ভাগে, তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৩২৬, এইচ/সি এবং ৮/৩৬৫ এইচ/ডি, হাতিয়াড়া, সর্দারপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৫৭	নিম্নোক্তের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ইটনির্মিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক একটি ফ্ল্যাট যেটি ফ্ল্যাট নং 'এ–৬' সংবলিত, 'তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের পূর্ব ভাগে ফার্স্ট ফ্লোরে এবং এই বিল্ডিংটি এখানে ওপরে প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমিতে নির্মিত এবং ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট, বিল্ডিংটি (জি+৫) তলা এবং এর পূর্ব ভাগে ফ্ল্যাটটি রয়েছে, ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে ২টি বেডরুম, ১টি টয়লেট, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, নিকাশি, প্লাম্বিং, লিফ্ট, স্যানিটারি ফিটিংসের যৌথ সুবিধা, তৎসহ উক্ত ফ্ল্যাটের ভিতর ও/বা বাইরে মূল ভারবাহী কাঠামো ও র‍্যাফটার, ফিক্সচার, ফ্ল্যাটটিকে পৃথককারী যৌথ দেওয়াল, যাবতীয় এজমালি অধিকার, যৌথ সিঁড়ি, পরিসর, পরিসরের সঙ্গে সংযোগকারী ল্যান্ডিং, সরকারি রাস্তা থেকে বিল্ডিংয়ে আসা–যাওয়ার জন্য ব্যবহার্য প্রবেশদ্বার, তৎসহ এখানে নীচের তৃতীয় তফসিলে উক্ত ফ্ল্যাট সম্পর্কে উল্লিখিত ও নির্ধারিত অধিকার, সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার, ফার্স্ট ফ্লোরে ফ্ল্যাটটি অবস্থিত, সম্পত্তিটি সংলগ্ন মানচিত্র বা নকশায় লাল রেখা দিয়ে চিহ্নিত, দলিল নং I–০৪৬৪৬/১৬–এর অংশরূপে। **সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:** উত্তর– সুনীল অধিকারীর জমি ও বাড়ি; দক্ষিণ– ১৩ ফুট চওড়া সর্দার পাড়া রোড (হাতিয়াড়া); পূর্ব– মিঃ তরুণ কুমার সর্দার ও কিশোর কুমার সর্দারের জমি; পশ্চিম– মিঃ বাবলু তালুকদারের জমি ও বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ১৫.০২.২০২৪ খ) ₹১৬,৬৭,৮৫৯.৪৫ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১৫.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৩,৫০,০০০.০০ খ) ₹১,৩৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

৩. এই বিক্রি **https://baanknet.com/** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com/ এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।

৫. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি এবং তার বিবরণ সম্পর্কে পরিদর্শন এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব বিডারদের ওপরেই বর্তাবে। নিলামে তোলা সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির পরিদর্শনে আগ্রহী বিডারদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নথিপত্র এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটে এসে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কের জানা অন্য কোনও দায়ভার: জানা নেই। অনুমোদিত আধিকারিক বা ব্যাঙ্ক ই–নিলামকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও প্রকার চার্জ, লিয়েন, দায়ভার বা অন্য কোনও ধরনের বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। ইচ্ছুক বিডারকে সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি–সহ অস্থাবর সম্পত্তির দায়ভার সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৬. সুরক্ষিত সম্পত্তি নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে বিক্রি করা হবে না।

৭. সফল বিডারকে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ), জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক বাদ দিয়ে, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তফসিলভুক্ত কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা ইস্যু করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে 'দি অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'–এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তি নতুনভাবে নিলাম/ বিক্রির স্বাধীনতা পাবেন এবং খেলাপকারী বিডারের বাজেয়াপ্ত অর্থাঙ্ক ও সম্পত্তির ওপর কোনও দাবি থাকবে না।

৮. সফল বিডার দ্বারা ব্যাঙ্ককে বিক্রয়মূল্য প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১–এর ধারা ১৯৪–১এ অধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং টিডিএস শুধুমাত্র সফল বিডারকে অবশিষ্ট ৭৫% বিড পরিমাণ/ সম্পূর্ণ বিড পরিমাণ জমা দেওয়ার সময় করতে হবে।

৯. অনুমোদিত আধিকারিক যদি গ্রহণযোগ্য না মনে করেন, তবে যে কোনও বিড গ্রহণ বা সমস্ত বিড বাতিলের অথবা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত/ বাতিল/ মুলতবি/ বন্ধ করার বা নিলামের শর্তাবলি পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

১০. বিড জমা দেওয়া এবং ই–নিলাম বিক্রয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আগে ই–নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, **অনুগ্রহপূর্বক এখানে যোগাযোগ করবেন: শ্রী রাজেশ সিং, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল: ৭৪৬৩০৯৫১১১, শ্রী অজিত কুমার পাণ্ডে, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৪০৬০১৫৫৪৪, শ্রীমতী সোমদত্তা এন মজুমদার, ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৭৯৪৯৩৯১৮৩, সঞ্জিত দে, ম্যানেজার, মোবাইল: ৯০০২৪৪৫৭২০।**

তারিখ: ০৫.০৬.২০২৬; স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

২৩.০৬.২০২৬ তারিখের নিলামের ক্ষেত্রে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে লট নং ১ থেকে ৭–এর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল গীতা রানী বিশ্বাস, বিগত ইংরেজি ১৮/০৫/২০০০ তারিখে ডি.এস.আর- ২ অফিসে ৩১৯৮ নং দলিলমূলে মৌজা- চকবড়বড়িয়া, জে.এল নং -৩৫, এল.আর – ৩২৭/১ নং খতিয়ানভুক্ত ২০৬ নং দাগে কমবেশি ৩ শতক জমি ক্রয় করিয়াছে। যাহা এ.ডি.এস.আর- বারাসাত অফিসে ৩১৪/১৯৯৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা খরিদ করিয়া নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বারাসাত-১ বি.এল. আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

S.ROY
ADVOCATE

● এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১। সুমন আইচ, পিতা গৌতম আইচ, ২। সুশান্ত ঘোষ, পিতা মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, ময়নাগদি, পোঃ নপাড়া, থানা– দত্তপুকুর, কলকাতা–৭০০১২৫। বিক্রেতাগণ ওয়ারেশন সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ১। মহঃ কামরুল আলি, ২। কুদ্দুস আলি, ৩। সিদ্দীক আলি, সকলের পিতা- আয়ুর আলি, ৪। মহঃ ফিরোজ আলি, পিতা- মহঃ আবদুল্লা, মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে থানা- দত্তপুকুর, মৌজা- ময়নাগদি, জে.এল. নং- ০৬, এল.আর. খতিয়ান- ১৬৮৭, ১৬৮৮,১৬৮৯, ২৩৮৩ এবং ৪৪১/২ এল.আর.দাগ নং- ১৫৩১ এবং ১৫৩২, শ্রেণী-শালী, জমির পরিমাণ- ২২ ডেসিমেল, জমির বিষয়ে আমমোক্তার নামা ও ওয়ারিশানগণ সহ অন্যান্য কারোর আমার মক্কেলগণ উক্ত জমি খরিদ করিলে কোনও ব্যক্তিদের আপত্তি থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন উল্লেখিত ব্যক্তির ও মোবাইল নম্বরে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় কোনরূপ দাবি পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হইবে না।
১। সুমন আইচ, মোঃ ৭৪৩৯২৩৫০৯০, ২। সুশান্ত ঘোষ, মোঃ ৯৮৩০২৯৪৩১০

Subrata Mistry
District Judges' Court
Barasat, North 24 Pgs.

● আমার মক্কেল শেখর বিশ্বাস পিতা সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, সাং পশ্চিম মাসুন্ডা, নিউব্যারাকপুর থানা- নিউব্যারাকপুর। দীপক দাসের নিযুক্ত আমমোক্তার অসিত কুমার মন্ডলের নিকট হইতে হাবড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১১৩/২০২৩ আমমোক্তার দ্বারা মৌজা- পায়রাগাছি, J.L-১৩৮ দাগ- ২১০৪ খতিয়ান- ১৪১৯ হইতে ২.৪৭৫ শতক জমি হাবড়ায় রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৮০/২০২৫ দলিলমূলে ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করে। এবিষয়ে দাতাগন কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১ মাসের মধ্যে B.L&L.R.O হাবড়া ১ নিকট জানাতে পারেন অন্যথায় আইনানুসারে কার্য্য হইবে।

Rupanjan Ghatak
Advocate

● আমার মক্কেল প্রভাতী দাস রায় স্বামী কেশব দাস, সাং- বেড়গুম কাছাড়ীবাড়ী, থানা- হাবড়া, পরেশ কুমার বিশ্বাস, শ্যামল কুমার বিশ্বাস- এর নিযুক্ত আমমোক্তার চিন্ময় অধিকারী-র নিকট হইতে হাবড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৪৩/২০২৪ আমমোক্তারনামা দ্বারা মৌজা- জানাফুল জে.এল-৭৭ দাগ- ৪৫৮৬, খতিয়ান- ৪০২২, ৪০৫৩ হইতে ৪.০৯২ শতক জমি হাবড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৯৫/২০২৬ দলিলমূলে ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করে। এবিষয়ে দাতাগন কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১ মাসের মধ্যে B.L&L.R.O হাবড়া- ১ নিকট জানাতে পারেন অন্যথায় আইনানুসারে কার্য্য হইবে।

Rupanjan Ghatak
Advocate

● জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মোকাম ২ নং এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, বারুইপুর আদালত
M.A.C.C নং ১৫/২০২৪
করুণা রানী দাস ...পিটিশনার
-বনাম-
অশোক সাহা ...রেসপন্ডেন্ট
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, করুণা রাণী দাস, স্বামী মৃত সঞ্জীব দাস, সাং-লেকপল্লী, পোস্ট অফিস বোরাল, রাজপুর সোনারপুর (মিউনিসিপ্যালিটি), থানা- সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১৫৪, উপরোক্ত পিটিশনার কর্তৃক রেসপন্ডেন্ট অশোক সাহা, পিতা নেপাল সাহা, সাং ২৬/১/১এ, শশীভূষণ দে স্ট্রিট, মুচিপাড়া, থানা মুচিপাড়া, কলকাতা- ৭০০০১২, এর বিরুদ্ধে বারুইপুরের ২ নং এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে M.A.C.C স্যুট নং ১৫/২০২৪ মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যাহার পরবর্তী শুনানির তারিখ ইংরেজি ১০/০৭/২০২৬ ধার্য আছে। অতএব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে।

অনুমত্যানুসারে
অনিশ দে, সেরেস্তাদার
এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ (২য় কোর্ট)
বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেলদ্বয়-১) সুপর্ণা কর, ঠিকানা: G-803, কোলতে পাটি রাগা, কুন্নুর, হুন্নুর মেইন রোড, কুন্নুর, কর্ণাটক - 562149; এবং ২) রূপর্ণা দত্ত, ঠিকানা: HB 12, ফ্ল্যাট নং 01, সেক্টর 3, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা 700106-উভয়েই প্রয়াত নিরঞ্জন নন্দীর কন্যা। তাঁরা সল্ট লেক সিটি, -সেক্টর-1, লাবণী হাউজিং এস্টেট-এর ব্লক নং A-5-এ অবস্থিত, আনুমানিক ৮০২ বর্গফুট আচ্ছাদিত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট নং ২-এর মালিক। তাঁরা দুটি বিক্রয় দলিলের (Sale Deeds) মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেছিলেন; যার একটি দলিল নং 3193, তারিখ 1975, যা পশ্চিমবঙ্গের দমদম-এর A.D.S.R.-এর নিকট যথাযথভাবে নিবন্ধিত; এবং অপর দলিল নং 4410, তারিখ 1987, যা পশ্চিমবঙ্গের বিধাননগর-এর A.D.S.R.-এর নিকট যথাযথভাবে নিবন্ধিত। উক্ত দলিলদ্বয় বর্তমানে হারিয়ে গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি এই দলিলগুলি খুঁজে পান, অথবা উল্লিখিত দলিলদ্বয় সংক্রান্ত কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমার নিকট অভিযোগ দায়ের করতে বা যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে; অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
আমার মক্কেলদ্বয় সুপর্ণা কর এবং রূপর্ণা দত্ত পশ্চিমবঙ্গের নিউটাউন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (G.D.E.) দায়ের করেছেন, যার নম্বর 238 এবং তারিখ 05.05.2026 সুপর্ণা কর এবং রূপর্ণা দত্ত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (State Bank of India) থেকে ঋণ বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সম্পত্তির ওপর 'চার্জ' (Charge)-অর্থাৎ বন্ধক বা অন্য কোনো প্রকার দায়-সৃষ্টি অথবা বিক্রয় করতে ইচ্ছুক।

Shiladitya Dasgupta
Advocate, Barrackpore sub divisional Court

● দেবী হাজরা কামরাবাদ মৌজায় ৪০৯ ও ৪১০ দাগে ১৬২৯০৪৯৬৬/2025 আমমোক্তার দলিলে খরিদ করেন মিউটেশান কেস 10057/2026 আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO যোগাযোগ করুন
আইনজীবী, গুরুদাস নস্কর

● এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে "অজয় দে ওরফে অজয় কুমার দে পিতা- মৃত কালীপদ দে সাং- ন'পাড়া অরবিন্দপল্লী (কালিবাড়ী রোড), পোঃ- ন'পাড়া, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা কোলকাতা-৭০০১২৫, পক্ষে আমমোক্তার সপ্তর্ষি অধিকারী পিতা- প্রলয় অধিকারী সাং- ৫নং পান্নাঝিল, পোঃ- ন'পাড়া, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭০০১২৫ (ইং ১৮/১২/২০২৫ তারিখে সম্পাদিত ০৭৬৫৭নং একতেতা আমমোক্তার নামা বলে) ইং ০৭/০৫/২০২৬ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৩১৭৫নং কোবালা দলিল বলে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বারাসাত, জে এল নং- ৩৬, মৌজা- চকচাটুরিয়া, দাগ নং- ১১৬, জমির পরিমান ৩.৩ শতক, আমার মক্কেল বিমান রায় পিতা- মৃত বিধু ভূষণ রায়, সাং- ভাটরা পল্লী, পোঃ- নবপল্লী, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা-৭০০১২৬ এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং উক্ত জমি নাম পত্তনের জন্য তিনি বারাসাত- ১ সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করনে প্রার্থী হইবেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ দিবস কাল মধ্যে আপত্তি করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।" **Sankar Prasad Sarkar Advocate Judges Court, Barasat**

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নয়নান মৌজা, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ১, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং ৪১৪/৬০০ ও ৪১৩, এল.আর. দাগ নং ৭৫৮ ও ৭৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং ২৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫১৯, এখন এল.আর. খতিয়ান নং ২৭০০, প্রাঙ্গণ নং ৮৭/১/এ, নয়নান মুসলমান পাড়া লেন, হোল্ডিং নং ৮৪৬, পি.এস.-এ অবস্থিত একটি চারতলা ভবনের সম্পূর্ণ একতলার ফ্ল্যাট নং জি-১, যার পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), বরানগর, বরানগর পৌরসভার ২৪ নং ওয়ার্ড, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন: ৭০০ ০৩৬, এর সাথে ১ কাঠা ১১ ছটাক ১১ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সমস্ত সাধারণ সুবিধাসমূহ ক্রয় করে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা হবে এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক শঙ্কর সাহা (মালিক মেসার্স শুভ কনস্ট্রাকশন), (মালিক শ্রী জ্যোতিষ রঞ্জিত বিশ্বাস) জানিয়েছেন যে, কাশীপুর দমদমের এডিএসআর অফিসে নিবন্ধিত, ২০০৩ সালের জন্য ১১০৪ নং এবং ১০.১০.২০০২ তারিখের মূল স্বত্বাধিকার দলিলটি, যা বই নং ১, ভলুম নং ২৭, পৃষ্ঠা ২৮৩ থেকে ২৯২-এ নথিভুক্ত তা, তাঁর দখল থেকে হারিয়ে গেছে। উক্ত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের উপর কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যদি কোনো প্রকারের কোনো দাবি, চাহিদা বা আপত্তি থাকে, তবে এতদ্বারা তাদেরকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লিখিতভাবে আজকের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় নিম্নোক্ত ব্যক্তির কাছে তা প্রেরণ করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি এই ধরনের কোনো দাবি/ চাহিদা/আপত্তি না পাওয়া যায়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে এই ধরনের কোনো দাবি/চাহিদা/ আপত্তি নেই।

রজত কান্তি ঝা, আইনজীবী
৭এ, কে. এস. রায় রোড
৩য় তল, রুম নং ৪, কলকাতা-১

বিজ্ঞপ্তি

পাবলিক নোটিশ

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতাছে যে (১) শ্রী কুনাল পাল (২) শ্রী সুদীপ পাল, গং সকলের পিতা মৃত মদন পাল, সাকিন হায়েংপুর, পাল পাড়া, থানা -মহেশতলা, J.L- ২, মৌজা- তেঁতুলখুলি, L.R দাগ 248, L.R খতিয়ান – 248, সর্বমোট জমি 2018 সালে আমমোক্তার রেজিস্ট্রিকৃত D.S.R.II ALIPUR 0170/2018 দলিল বলে অভিজিৎ পাল, পিতা মৃত দিনুবন্ধু পাল কে আমমোক্তার দাতা নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার দাতা হইতে আমার মক্কেল প্রসেনজিৎ পাল, পিতা মৃত - দিনুবন্ধু পাল 2022 সালে A.D.S.R BEHALA রেজিস্ট্রিকৃত 10911/22 কোবালা দলিল বলে খরিদ করেন, যদি কাহার কোনও আপত্তি থাকে T.M. BLOCK B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Shivam Chowdhury
Advocate
Alipore Judge's Court

● আমার মক্কেল সুমিত হরিজন, অমিত হরিজন, কাজল হরিজন এবং অনুজ কুমার যাদব ইং ২০২২ সালে D.S.R.-IV (South24PGS) অফিস হইতে ৩৮২৫ দলিল বলে মনী মোহন ওরফে ময়না পাত্র আমমোক্তার নিযুক্ত করেন শ্যামদেও সিং কে ইং ২০২৫ সালে D.S.R.-II (South24PGS) হইতে, ৮৮২৬ এবং D.S.R.- III (South24PGS) হইতে ১৮১৯৫নং দলিলমূলে খরিদ করিয়া তারদহ মৌজায় LR- ৪৫৯/২৭৬৪, ৪৫৯/২৭৮৩নং দাগে LR- ১০০৩ খতিয়ানে ০৫ কাঠা এবং ০২ কাঠা জমি নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছে। যার কেস নং -MN/2026/1615/4557, 4558,13006,13007 কারোর আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে Sonarpur BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

Rumpa Gon Kanji
Advocate

● District Consumer Disputes Redressal Commission North 24 Parganas, Barasat.
Maya Bhavan, 1st Floor, 2 No. Barrackpore Road, Kolkata - 700126. Memo No. 198/Dec/24 Pgs (N), dt.12.05 26.
Execution Case No. DC/303/ EA/15/2025
Dr. Rabin Barman ...Decree Holder.
Versus
M/s. Creative & 11 others ...Judgment Debtors.
NOTICE
TO,
(3) SRI SUSANTA PANDA, son of Late Saranan Panda, residing at 69, Sashi Bhusan Dey Street, P.S. Muchipara, Kolkata - 700012.
(4) SRI BABON ROY, son of Sri Sujit Roy,
(7) SMT. JAYEETA DAS (ROY), wife of Sujit Kumar Das, both residing at 89, Udaypur 2nd Lane, P.O. & P.S. Nimta, Kolkata- 700049, District North 24 Parganas.
(11) SHYAMAPRASAD MUKHOPADHYAY, son of Late Chitta Ranjan Mukherjee,
(12) SRI. TARA PRASAD MUKHERJEE, son of Late Chitta Ranjan Mukherjee, Both residing at 99, Udaypur 2nd Lane, P.O. & P.S. Nimta, Kolkata-700049.
Whereas Dr. Rabin Barman has instituted an Execution Case being no. DC/303/ EA/15/2025 against you and others. Therefore, you all are hereby summoned to appear before the Hon'ble President/ Member of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 10th day of June, 2026, or within thirty days of publication of this notice in default the case will be heard or consider in absence.
10/06/2026 at 10.30 O'clock in the fore noon in default the case will be heard and consider in your absence.
Given under my hand and seal on the commission, this 12th Day of May, 2026.

By Order
ANUPAM MUKHERJEE
President, DCDRC, North 24 Pgs. at Barasat

ভুল সংশোধন

● গত 01/06/2026 তারিখে এই কাগজে 10 নং পৃষ্ঠায় 3 নং কলমে 6 নং বিজ্ঞপ্তি এর 4 নং লাইনে, গাড়িয়া এবং DSR-4 পড়তে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

● জেলা: দঃ ২৪ পরগণা মহামহিম বারুইপুরের ১ম সিভিল জজ (সিডি) আদালত,
১৮৬ নং দেঃ মোঃ ২০১৩ সাল
বাদী- ১। শ্রীমতী ঝুনু হালদার, স্বামী- শ্রী শিল্পী হালদার, সাং- কামরাবাদ দোলতলা, পোঃ ও থানা– সোনারপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, কল- ৭০০১৫০, ২। শ্রীমতী শুচিস্মিতা (রুনু) পুরকাইত, স্বামী শ্রী নিতাই পুরকাইত, সাং- ১৬৮৭ চকগড়িয়া, গীতাঞ্জলী রোড, থানা- যাদবপুর, কল- ৭০০০৯৪

বনাম

বিবাদী- ১। অরবিন্দ মন্ডল, পিতা- গৌরচন্দ্র মন্ডল, ৫। কনিকা বিশ্বাস, স্বামী- শশাঙ্ক কুমার বিশ্বাস, ৭। গোদা দত্ত, ৯। দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল, পিতা- রামদাস মন্ডল, ১১। বাবলু মন্ডল, পিতা- মৃত পঞ্চানন মন্ডল, ১৭। শিবানী সাহা, স্বামী- হরিমঙ্গলা সাহা, ১৮। সন্ধ্যারানী সাহা, স্বামী- কামাক্ষা চন্দ্র সাহা, সকলের সাং- গড়িয়া ঢেলুয়া, শ্রীনগর, থানা- সোনারপুর, কল-৭০০০৯৪ ২৫। শঙ্কর সাহা, পিতা- যতীন্দ্র নাথ সাহা, ২৬। শিখা সাহা, স্বামী- শঙ্কর সাহা সাং- ৭ এ, প্রভু রাম সরকার লেন, থানা- ট্যাংরা, কল- ৭০০০১৫
২৮। পুষ্পিতা দত্ত, স্বামী- গৌতম দত্ত সাং- নয়াবাদ, থানা- সোনারপুর, কল- ৭০০০৯৪ ২৯। কৃষ্ণ চন্দ্র রায়, পিতা- জানকীনাথ রায়, সাং- চাঁদনগর, থানা- ডায়মন্ডহারবার, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, ৩০। হিরন্ময় ঘোষ, পিতা- শ্যামাপদ ঘোষ, সাং- পূর্ব যাদবপুর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কল- ৭০০০৯৪, ৩৪। রণজিৎ কুমার মন্ডল, পিতা- ননীগোপাল মন্ডল, সাং- ঢেলুয়া, শ্রীনগর, থানা- সোনারপুর, কল- ৭০০০৯৪ ৩৫। বাসনা রায়, স্বামী- অর্জুন কুমার রায়, সাং- সর্ভোগ, কামরূপ, আসাম, বর্তমান সাং- ঢেলুয়া, শ্রীনগর, থানা- সোনারপুর, কল-৭০০০৯৪ ৩৬। বিভাস দাস, পিতা- বুদ্ধদেব দাস, সাং- দীঘাপাড়া, হরিণঘাটা, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদীয়া ৩৭। মিনু দাস, স্বামী- পঙ্কজকান্তি দাস সাং- ঢেলুয়া, শ্রীনগর, থানা- সোনারপুর, কল-৭০০০৯৪, ৩৮। বিমল কুমার মন্ডল, পিতা- মৃত যতীন্দ্র নাথ মন্ডল, সাং- এ/৩০, গড়িয়া, শ্রীনগর, পোঃ- পঞ্চসায়র, থানা- সোনারপুর, কল-৭০০০৯৪ ৪০। বিভাষ মন্ডল, পিতা- মৃত যতীন্দ্র নাথ মন্ডল, সাং- এ/৯ বাড়ীর পিছনে বাড়ী, গড়িয়া, শ্রীনগর, পোঃ- পঞ্চসায়র, থানা- সোনারপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, কল-৭০০০৯৪, ৪২। মায়া বাছাড়, স্বামী মৃত যতীন বাছাড়, ৪৩। রানু বাছাড়, স্বামী কাশীনাথ বাছাড়, ৪২-৪৩ নং সাং- আগরা, জগন্নাথনগর, পোঃ ও থানা- মহেশতলা, কল- ৭০০০৯৪, ৪৮। বিপাশা বেড়া, স্বামী শোভন বেড়া, সাং- রানী মঞ্জিল (এক্সিস ব্যাঙ্ক), গড়িয়া, শ্রীনগর, পোঃ- পঞ্চসায়র, থানা- সোনারপুর, কল-৭০০০৯৪ ৪৯। বাবলু দাস, ৫০। পিন্টু দাস, উভয়ের পিতা- মৃত অজিত দাস, সাং- ১২৬/১/সি, জি.টি.রোড, কাজীপাড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, ৫১। মৌসুমী বৈদ্য, স্বামী- সন্দীপ বৈদ্য, সাং- ৩৬৭ (২৪১), জি.টি.রোড, বিরাজকুঠী, প্রযত্নে সাধুচরণ বৈদ্য, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, ৫২। পার্থ মন্ডল, ৫৩। আশুতোষ মন্ডল, উভয়ের পিতা- মৃত হেমেন্দ্র নাথ মন্ডল, ৫৪। নিলীমা মন্ডল, স্বামী- মৃত হেমেন্দ্র নাথ মন্ডল, ৫৫। কামাক্ষা মন্ডল, পিতা- মৃত শৈলেন্দ্র নাথ মন্ডল, ৫৬। বিভা মন্ডল, ৫৭। টুকটুকি মন্ডল, স্বামী- তরুন মন্ডল ৫২- ৫৭ সাং ও পোঃ- গোকর্ণি, থানা- মগরাহাট, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা ৫৮। অশোক বাছাড়, পিতা- মৃত যতীন বাছাড়, ৫৯। বাপ্পা বাছাড়, পিতা- মৃত দিলীপ বাছাড়, ৫৮–৫৯ নং সাং-আগরা, জগন্নাথনগর, পোঃ ও থানা- মহেশতলা, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, কল- ৭০০০৪৪, এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নে তপশীলে বর্ণিত জমিজমা লইয়া বাদীগণ উপরোক্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর স্বত্বাংশ থাকা সাব্যস্থ পূর্বক বাঁটোয়ারার প্রার্থনায় মোকদ্দমা করিয়াছেন। নোটিশ সার্ভিস করা না যাওয়ায় আদালতের আদেশে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি বা আপনারা স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে আদালতে হাজির হইবেন, অন্যথায় আপনার বা আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

নালিশী (ক) তপশীল:
জেলা– দঃ ২৪ পরগণা, থানা- সোনারপুর, মৌজা- ঢেলুয়া গ্রামে, জে.এল.নং- ৪৩, আর এস ১৩৭, ১৫৫, ১৮৪, ২০৩, ২৮৪, ৩৩৭, ৪২৭, ৫১৯, ৬৯৩, ৮৫৬, ৯১২, ৯৫০, ১২৩১, ১৪৪১, ১৬৫৫, ১৮৩৪, ১৮৮৭, ১৮৯২, ১৯৪৮, ২১০৩, ২১০৪, ২১৭৮, ২৩১৭, ২৩১৮, ২৪১৯, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৭৬, ২৬৩৬, ২৭১১, ২৭২৬, ২৭২৭, ২৯৩৩, ২৯৬৭, ৩০৪০, ৩০৫০ নং খতিয়ান ভুক্ত :- আর এস. ও এল আর ৩ নং দাগে শালি বর্তমানে বাস্ত ২৫০ শতক জমিজমা। **আদেশানুসারে, Mihir Kanti Barua, সেরেস্তাদার, মহামহিম বারুইপুরের ১ম সিভিল জজ (সি.ডি.) আদালত**

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নিখিল মৃধা, পিতা- নগেন মৃধা, সাং ও পোঃ- পাঠানখালি, থানা– গোসাবা, জেলা– দঃ ২৪ পরগনা, পিন– ৭৪৩৬১১, বারুইপুর থানার অন্তর্গত জে. এল. নং ২৯, মৌজা- বেগমপুর, এল. আর. ৮১৯৮ নং খতিয়ান ভুক্ত আর এস. ও. এল. আর. ১০২৮২ নং দাগে শালি ৬ শতক জমি বিক্রিত দলিলের দাতা-দাত্রীগণের পক্ষে ইং ১৭/০৮/২০২২ তারিখে বারুইপুর এঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৬১১-২০২২ নং ভ্যালুমের ১৯৯৮৩৯-১৯৯৮৫৪ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ০৮৪৩২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার গোরাচাঁদ সরদার, পিতা- তুলসী চরণ সরদার, সাং ও পোঃ- সীতাকুন্ডু, থানা- বারুইপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৮৭, মহাশয়ের নিকট হইতে ইং ১/৩/২৩ তারিখে ০.১৮১৮ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন দাবি / আপত্তি থাকে তা হলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোন প্রকার দাবি/ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

ধন্যবাদান্তে— গৌতম ভট্টাচার্য্য
WB-535/97, এ্যাডভোকেট
বারুইপুর সিভিল কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশান মোবাইল- ৯৮৩০১৬৮৩২২, KOL-144

● আমার মক্কেল সাগর হালদার পিতা- তুলসী হালদার, মৌজা- কামরাবাদ JL নং-41,LR দাগ নং- 3348, LR খতিয়ান নং-2116, পাওয়ার নং- 392/2004 সাল পাওয়ার গ্রহীতা- নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এর নিকট হইতে জমি ক্রয় করেন, যার কেস নং- MN-11248/26। কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে সোনারপুর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

Prabir Kumar Roy
Advocate
Alipore Criminal Court

● আমার মক্কেল উমা বিশ্বাস, মৌজা- রায়পুর, LR দাগ নং- 2362, LR খতিয়ান নং-718, পাওয়ার নং- 223/2005 সাল পাওয়ার গ্রহীতা- শশাঙ্ক বিশ্বাস এর নিকট হইতে জমি ক্রয় করেন, যার কেস নং- MN-3719/26, কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে সোনারপুর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

Prabir Kumar Roy
Advocate
Alipore Criminal Court

● আমার মক্কেল অঞ্জলি ধর, শ্যামল শিকারি, জয়দেব মন্ডল, মৌজা- দেয়ারা, বেনেবৌ, খুড়িগাছি, LR দাগ নং- 823,826,180, LR খতিয়ান নং-8, 239, 3234, 3233, পাওয়ার নং- 269, 265, 270, 266, 271, 2465, 385, 76/2001, 2026 সাল পাওয়ার গ্রহীতা- দীপঙ্কর নস্কর দিগর, গোপাল মন্ডল, বিশ্বনাথ দাস এর নিকট হইতে জমি ক্রয় করেন। কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে সোনারপুর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

Prabir Kumar Roy
ADVOCATE, ALIPORE CRIMINAL COURT

●আমার মক্কেল আমিনা বিবি রাজারহাট ব্লকের মৌজা বিষ্ণুপুর,JL88 এর এল আর খতিয়ান নং৮৬৫১ ও ৮৬৫০ এল আর দাগ নং ২৯০৪ তে মোট জমি ০০.৮৮ শতক জমি ৭১৩৫/২৩ নং দলিলের ৪৬৯৯/২০ আমমোক্তারনামায় (কুদ্দুস আলি মোল্লা) নিকট ক্রয় করে নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট,BL & L.RO তে কেসের জন্য আবেদন করছি, কারো ও আপত্তি থাকলে সত্বর সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

●আমার মক্কেল সাদ্দাম নস্কর ও মহঃ আবু বক্কার তরফদার,রাজারহাট ব্লকের মৌজা বিষ্ণুপুর, JL88 এর এল আর খতিয়ান নং ১৯০৭ এল আর দাগ নং 2460,2432 তে মোট জমি 8.3843.72= 8.০৬ শতক জমি ৭৩৪৭ ও ৭৩৪৮/২৫ নং দলিলের ৫৬২/১৯ ও ৭৩৬৩/২০ আমমোক্তারনামায় (আসমা বিবি) নিকট ক্রয় করে নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট, B. L & L.R.O তে কেসের জন্য আবেদন করছি, কারো ও আপত্তি থাকলে সত্বর সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

POA No. 3539/2026 এবং দাতাঃ - **সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড** ওরফে 7 সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিঃ অফিস : প্লট নং - ৭৭৬, ফার্স্ট ফ্লোর, সহিদ নগর, ভুবনেশ্বর, পিন কোড - ৭৫১০০৭, ওড়িশা, কর্পোরেট অফিসঃ পি- ৪১১/১৬, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণী, পূর্ব গড়িয়া হাট রোড, ফার্স্ট ফ্লোর, পোঃ-গড়িয়াহাট, থানা - গড়িয়াহাট, কোলকাতা - ৭০০০২৯, পক্ষে ডাইরেক্টর : শ্রী রাকেশ সিং, পিতা -মৃত যোগেন্দ্র নারায়ন সিং, সাং- ১৩০, ব্লক- সি, বাঙ্গুর এভিনিউ, পোঃ ও থানা - লেকটাউন, কোলকাতা - ৭০০০৫৫ এবং শ্রী সুরোজিত মাল্লা, পিতা - ধ্রুবপদ মাল্লা, সাং - বরোদা, পোঃ - বরোদা, থানা - ভাদুরিয়া, জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা, পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার : শ্রী শৈলেশ কুমার সিং পিতা - রামনারায়ন সিং, সাং- ২৪/এফএন - ০৩, বন বিহারী বোস রোড, পোষ্ট অফিস ও থানা -হাওড়া, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন কোড নং- ৭১১১০১ থেকে J.L. নং ২৬, মৌজা - ধর্সা মোক্তারপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৫০, ১৭৪৯, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৮৯, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৬৩, ৬৮৪, ৬৯০ নং দাগে কমবেশি ৪৮.৩৩ শতক জমি, ডি.এস.আর. ১, উত্তর ২৪ পরগণা, বারাসাত, অফিসে ১ নং বহির ৫০৩৭/২০২৬ নং দলিল মূল এবং ডি.এস.আর. ২, উত্তর ২৪ পরগণা, বারাসাত, অফিসে ১ নং বহির ২৯৭২/২০২৬ নং এবং ৩০৭৯/২০২৬ নং তিনকেতা দলিল মূলেঃ ইকো রেসিডেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, যার রেজিঃ অফিস : - ৪/সি, ফোর্থ ফ্লোর, ২৪, বন বিহারী বোস রোড, এলপি - ৯/৭, পোষ্ট অফিস ও থানা -হাওড়া, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড নং-৭১১১০১, ক্রয় করিয়েছে, উক্ত জমি মিউটেশন করার জন্য রাজারহাট BL & LRO - এ, আবেদন করেছে। যার কেস নং- MN / 2026 / 1507/4331, MN / 2026 / 1507/4371, MN / 2026/1507/4930, উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কারো কোন দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রাজারহাট BL & LRO - অফিসে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজিম আলি, এ্যাডভোকেট
জেলা বিচারকের আদালত,
ডব্লিউবি-৪৯৬/২০০৪
মোবাইল ৯৮৩১৭৮৪৬১৩

বিজ্ঞপ্তি

লিগ্যাল নোটিশ

● আমার মক্কেল আমিনুর ইসলাম মল্লিক, ১৩/০৫/২০২৬ তারিখে ০৪০৬০/২০২৬ নং দলিল মূলে সেখ আনসার আলি ও অন্যান্যদের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) আব্দুল আলিম মল্লিক ও ২) সেখ আবিদ আলি (পাওয়ার নং ০৯৯৮৯/২০২৪, জনাই) - এর নিকট হইতে কৃষ্ণপুর মৌজায়, জে.এল. ১০০ ভুক্ত, এল.আর. ১৫৮৪ নং খতিয়ানে আর.এস. ৩১৯, এল.আর. ৩৬৭ নং দাগে ৩.৫৭৪ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া চন্ডীতলা - ২ বি.এল.এন্ড. এল.আর.ও., চন্ডীতলা, হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
জয়নাল আবেদীন, আইনজীবী।

● আমার মক্কেল দিব্যেন্দু পাল। মৌজা- খুড়িগাছি। JL নং- 21, LR দাগ- 419, LRখতিয়ান- 4656, পাওয়ার দলিল নং- 2371/2020 সাল, পাওয়ার গ্রহীতা- প্রীতম রায়গুপ্তা, কেস নং MN-1168/26, কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R.O অফিস যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY
Advocate

●আমার মক্কেল লিউ কোওয়েন, পিতা - লিউ চান হিসিং,২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত)৩৬০০ নং কোবালা দলিল মূলে ৩৫১৭/২০২৪ নংআমমোক্তার দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন,মৌজা- সাঙ্গুর (১০৮)এল আর ৯৫৯ নং দাগে এল আর ০৭ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

● আমার মক্কেল চিরঞ্জিত কর ও সুমনা কর,২০২৫ সালে (DSR V রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত)৪৪৯৬ নং কোবালা দলিল মূলে ৯৯২০/২০২৪ নং(সোনারপুর)আমমোক্তার দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, মৌজা - গোপালপুর (২৭)এল আর ১৯৯ নং দাগে এল আর ৩২২৬ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

NOTICE
My Client, ANANDA NATH PAL, S/o Late Chittaranjan Pal have purchased a property measuring about 02 K-13 Ch Land with G+1 structure situated at 12/13, Botanical Garden Lane, Howrah -711103 vide Registered Sale deed being no I-050209311 for the year 2025 office of A.D.S.R Howrah From Samar Bilas Mukhopadhyay alias Samar Bilas Mukherjee and Sikha Mukherjee, Whereas Samar Bilas Mukhopadhyay alias Samar Bilas Mukherjee and Sikha Mukherjee executed a General Power of Attorney in favour of Sri Sabyasachi Sanyal , Vide Book No :I, Volume no : 0502-2025, Page no : 236917 to 236936, Deed No : 050207745 for the year 2025, Office of A.D.S.R, Howrah for sale out the schedule mention property. Now my client filed mutation of the aforesaid property Before Town Survey Unit, Howrah Vide Mutation Case No: MN/2026/0515/964.
SCHEDULE
Mouza: Shibpur, Sheet No: 154, L.R Khatian nos: 547 & 498, L.R Dag: 40, P.S. Shibpur comprised within H.M.C holding no: 12/13, Botanical Garden Lane, Howrah -711103, under H.M.C Ward No: 39, measuring about: 2K-13Ch-00 Sqft Land. If anyone want to contest they can appear before Town Survey Unit, Howrah, Address: 3, Kartick Dutta Road, Howrah 711101 Within 30 days from the date of publication of this notice. Dipayan Saha Advocate Judges' Court Howrah

নাম পদবি পরিবর্তন

● I, Debarati Das, w/o Pallab Das & married daughter of Buddhadeb Ghosh Dastidar, residing at Flat No. 4A, 4th Floor, Vijay Apartment, 63 Kanungo Park, Kolkata- 700084, Dist. South 24 Parganas, swore before Judicial Magistrate, 1st class, Alipore, vide Affidavit no. 3430 dated 15.03.2021 and declared that Debarati Ghosh Dastidar, Debarati Ghoshdastidar, Debarati Ghoshdastidar (Das) and Debarati Das is same, single and identical person.

● I, Pallab Das, s/o Late Piyus Kanti Das, residing at 63 Kanungo Park, Flat 4A, 4th Floor, Vijay Apartment, Garia, Kolkata - 700084, Dist. South 24 Parganas, declare that, my father's name was mistakenly written as Piyus Das (digitally signed marriage registration certificate) & as Pijush Kanti Das (birth registration certificate). Pijush Kanti Das, Piyus Das and Piyus Kanti Das were same, single and identical person by virtue of Affidavit no. 790 dated 13.11.2025 sworn before Ld. Judicial Magistrate, Calcutta.

● আমি, Lita Banik Kar, স্বামী- Suman Kar, নিবাস: পুষ্পা টাওয়ার, ২ নং পান্নাঝিল, ডাকঘর- নোয়াপাড়া, থানা-বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৫, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র (Swapnil Kar)-এর বার্থ সার্টিফিকেটে (নং: WB_ BR_2014/20005/1/3385, তারিখ: ২৪.০৯.২০১৪) আমার নাম Lita Banik Kar-এর পরিবর্তে ভুলবশত Lita Kar হিসেবে নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। বারাসত আদালতের প্রথম শ্রেণি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে পেশ করা ০১.০৬.২০২৬ তারিখের হলফনামা নং ১১৬৪৪ মোতাবেক এই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, Lita Banik Kar এবং Lita Kar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি গৌতম দাস, পিতা– সনাতন দাস, সারদা পল্লী, গৌরাঙ্গনগর, অশ্বিনী নগর, দেশবন্ধুনগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭০০১৫৯–এর বাসিন্দা, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং অতঃপর গৌতম কুমার দাস নামে পরিচিত হব যা নোটারি পাবলিক / ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–এর সমক্ষে ১৮.০৩.২০২৬ তারিখের ৬৯৬১ নং এফিডেভিট অনুযায়ী ঘোষিত। গৌতম দাস এবং গৌতম কুমার দাস উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

● ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB2520110124416) আমার এবং বাবার নাম আছে SABIR ALI, S/O SUKUR ALI। গত 21.5.26 বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট বলে আমার এবং বাবার নাম হয়েছে SABIR ALI BISWAS, S/O SUKUR ALI BISWAS।

● ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB252010122169) আমার বাবার নাম আছে SK ABDUL SADEQUE। গত 02.06.26 বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট বলে বাবার সঠিক নাম হয়েছে SK ABDUS SADEK।

● I, Ratna Saha, W/o Subash Saha, D/o Lt. Ashoklal Podder of Taki Road, East Kalikapur, P. O. & P. S.-Barasat, North 24 Parganas as per 1st class Judicial Magistrate affidavit Ratna Saha, W/o Subash Chandra, D/o Lt. Ashok lal Podder. Ratna Rani Podder, W/o Subash Saha, Saha Ratna, W/o Subash Chandra Saha is the same and one identical person dated 03.06.2026.

● I, Narayan Saha, S/o Lt. Ranjit Saha, Narayan Chandra Saha, S/o Lt. Ranjit Kumar Saha of 180/2, Taki Road, Madhya Kalikapur, P. O. & P. S.-Barasat, North 24 Parganas as per 1st class Judicial affidavit dated 03.06.2026 is the same and one identical person.

● I, Raju Saha, S/o Lt. Ranjit Saha, Raju Saha, S/o Lt. Ranjit Kumar Saha of 180/2, Taki Road, Madhya Kalikapur, P. O. & P. S.-Barasat, North 24 Parganas as per 1st class Judicial Magistrate affidavit dated 03.06.2026 is the same and one identical person.

● I, RAKESH MONDAL, Son of Sultan Mondal R/o Vill- Sanjua, PO - Bakhrahat, PS -Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743377, have changed my Name from RAKESH MONDAL to RAKKESH MONDAL vide Affidavit No. 47214 sworn before The Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, South 24 Parganas. Henceforth, I shall be known as RAKKESH MONDAL instead of RAKESH MONDAL and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that RAKESH MONDAL and RAKKESH MONDAL is the same and one identical person.

● I, MIRAJ MONDAL, Son of Sultan Mondal R/o Vill- Sanjua, PO - Bakhrahat, PS -Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743377, have changed my Name from MIRAJ MONDAL to MEERAJ MONDAL vide Affidavit No. 47209 sworn before The Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, South 24 Parganas. Henceforth, I shall be known as MEERAJ MONDAL instead of MIRAJ MONDAL and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that MIRAJ MONDAL and MEERAJ MONDAL is the same and one identical person.

● আমি TARUN CHANDRA DUTTA পিতা SADHAN CHANDRA DUTTA, 30/A ডাঃ বাগান লেন, পোঃ- মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর জেলা- হুগলী, পিন- 712203 গত 03/06/2026 প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট শ্রীরামপুর হইতে কৃত এফিডেভিট নং 11955 তাং 03/06/2026 বলে TARUN CH DUTTA পিতা S CH DUTTA হইতে TARUN CHANDRA DUTTA পিতা SADHAN CHANDRA DUTTA নামে পরিচিত হইলাম। উপরিউক্ত সকলেই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি, Souvagya Barui, পিতা- Maran Barui, ঠিকানা- Narayanpur Paschimpara, P.O.-Narayapur, P.S.-Bhatpara, North 24 Pgs. West Bengal, 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এর এফিডেফিট দ্বারা Soubhagya Barui নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.-339, dated 02/06/2026। Souvagya Barui ও Soubhagya Barui এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

● I, FIRAJA KHATUN W/o- FARUK BISWAS, Residing of Bhara danga, P.O.-Panchpota, P.S.-Gaighata, Dist-North 24 Pgs, Pin-743273, do hereby declare that I have changed my name from FIRAJA KHATUN TO FIRAJA BISWAS and henceforth I shall be known as FIRAJA BISWAS in all purpose, vide affidavit no 2560 sworn before the Notary Public at Barasat on 4.6.2026. FIRAJA BISWAS and FIRAJA KHATUN both are same and one identical person.

● আমি Yusuf Ali Mallick, পিতা -Budo Mallik, ঠিকানা - গ্রাম - Nighin Shah Road, পোঃ -Kazipara, থানা -Barasat জেলা -24 Pgs (N), Kol-125 আমার আধার কার্ড নং- 9847 1936 0717 এবং প্যান কার্ড নং -CPRPM3442Q এ আমার নাম ভুলবশত লেখা আছে Yousuf Ali Mallik এবং ভোটার কার্ড নং- CKW2475937 এ আছে Usuf Ali Mallik, এছাড়া আমার পুত্র (Nijam Mallick) এর W.B.B.S.E বোর্ডের Admit Card রোল -104571B নং- 0316 এ আমার নাম লেখা আছে Yusuf Mallick, 02/06/2026 তারিখে Ld Executive Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit বলে আমি Yusuf Ali Mallick, Yousuf Ali Mallik, Usuf Ali Mallik এবং Yusuf Mallick এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

● I, Samir Kumar Dan, S/o Nirapada Dan, residing at Ghasiara Purba Para, Near Kath Pool, P.O. & P.S. Sonarpur, District - South 24 Parganas, West Bengal - 700150, declare that my actual Date of Birth (DOB) is 28/04/1959. In EPIC (LLH4556437), it was wrongly recorded as XX/XX/1960. Henceforth, I shall be known and identified with my actual DOB 28/04/1959 vide an affidavit (44644) sworn before the Notary Public at Alipur dated 20/05/2026.

● I, Tumpa Dan, W/o Samir Kumar Dan, residing at Ghasiara Purba Para, Near Kath Pool, P.O. & P.S. Sonarpur, District - South 24 Parganas, West Bengal - 700150, declare that my actual Date of Birth (DOB) is 05/09/1974. In EPIC Card (LLH4556429), it was wrongly recorded as XX/ XX/1974. Henceforth, I shall be known and identified with my actual DOB 05/09/1974 vide an affidavit (44587) sworn before the Notary Public at Alipur dated 20/05/2026.

● আমি Mst Rokeya Khatun পিতা Sekh Sadaruddin ঠিকানা সলুয়া মুসলিম পাড়া, পোস্ট: রাজারহাট গোপালপুর, থানা এয়ারপোর্ট, পিন ৭০০১৩৬ উত্তর ২৪ পরগনা। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শিয়ালদহ এফিডেভিট নম্বর ২৬৪৪ তারিখ ২২ জানুয়ারী ২০২৬ এর বলে ঘোষণা করছি যে, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত কাগজে আমার পিতার নাম ভুলবশত Md. Sadruddin হয়ে আছে। অতএব আমার পিতা Sekh Sadaruddin এবং Md. Sadruddin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার আসল নাম রিজু সাহা পিতা কার্তিক সাহা কিন্তু ভুলবশত টাটা এ.আই.জি লাইফ ইন্সুরেন্স পলিসিতে আমার নাম রিজন হইয়াছে। আমি গত ইংরাজী ২/৬/২০২৬ শিয়ালদহ কোর্টে প্রথম শ্রেণী এফিডেভিট বলে ইহা সংশোধন করিয়াছি। এফিডেভিট নম্বর ১০৭০০।

● আমি বাবলী চৌধুরী, পিতা চয়ন চৌধুরী, ঠিকানা ৭২ মফিদুল ইসলাম লেন, থানা–বেনীয়াপুকুর, কোঃ ৭০০০১৪ তারিখ: ০২–০৬–২০২৬ শিয়ালদহ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে নৌরেন আলম হইলাম এবং স্বামী নেয়াজ আলম হইল, বাবলী চৌধুরী এবং নৌরেন আলম একই ব্যক্তি এবং আমার সমস্ত প্রমাণপত্রে নৌরেন আলম হইল। এফিডেভিট নং–১০৬৭৪।

● আমি SABANA BIBI LASKAR, W/O- MIYAJAN LASKAR, D/O- LATE SWAPAN @JOHN TOTON MONDAL, বিবাহের পূর্বে আমার নাম সমস্ত নথিপত্রে ছিল ROJONI MONDAL @BULU MONDAL D/O- SWAPAN @ JOHN TOTON MONDAL, এবং বিবাহের পর ১৯৯৩ সালের ভোটার লিস্টে (১২৩নং মথুরাপুর বিধানসভা) আমার নাম SABANA BIBI W/O- MIYAJAN হয় এবং মুসলিম মতে বিবাহের পর আমার নাম SABANA BIBI LASKAR W/O- MIYAJAN LASKAR যা আমার আধারকার্ডে (304139997284) ও ভোটার কার্ডে (TYK1875418), নথিভুক্ত আছে গত ইং 16/04/26 এ বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে (নং-01) SABANA BIBI LASKAR, W/O- MIYAJAN LASKAR, D/O- LATE SWAPAN @JOHN TOTON MONDAL ও ROJONI MONDAL @BULU MONDAL ,D/O- SWAPAN @ JOHN TOTON MONDAL ও SABANA BIBI, W/O-MIYAJAN একও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি অরুণ রুইদাস, পিতা-অনিল রুইদাস, গ্রাম+পোঃ-কৃষ্ণমাটি, থানা-বিজয়গঞ্জ বাজার, পিন-৭৪৩৫০২, নাম পরিবর্তন করে 'অরুণ দাস' রাখলাম।কলকাতা নোটারি N. Dasgupta-র নিকট অ্যাফিডেভিট তারিখ: ০২/০৬/২০২৬

● আমি Md Taha Molla, পিতা Md Habibur Rahaman, গ্রাম-মাজমপুর, পোস্ট-খলিসাদী, থানা-হাড়োয়া, জেলা-উত্তর চব্বিশ পরগনা, আমার পিতার 2002 সালের ভোটার লিস্টে Md Habibur Rahaman এর পরিবর্তে Habibar Molya আছে। গত 21/04/2026 তারিখে কলকাতা কোর্টে ফাস্ট ক্লাস এপিডেভিট দ্বারা আমার পিতা Md Habibur Rahaman এবং Habibar Molya একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

● আমি, Arpita Jana Mondal, আমার আঁধার কার্ড এবং পাসপোর্টে আছে। কন্যা Boimitra Jana র বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Arpita jana হইয়াছে। 11/05/2026 কলকাতা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট নং 297 বলে Arpita jana Mondal and Arpita jana একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম।

● আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- (WB-2020030181383) আমি IMTIYAZA ALAM ANSARI, পিতা- M A ANSARI, গত ০২/০৩/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর (J.M) কোর্টের এফিডেভিট করে আমি IMTIYAZ ALAM ANSARI, পিতা- MD. MUMTAZ AHAMED হইলাম, উভয় একই ব্যক্তি।

● আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- (WB-2320040173129) আমি SHIB CHOWDHURY পিতা- Lt. S CHOWDHURY, গত ১৩/০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর (J.M) কোর্টের এফিডেভিট করে আমি SHIB CHOUDHURY, পিতা- Lt. SUKU CHOWDHURY হইলাম, উভয় একই ব্যক্তি।

● আমি, Pinki Mondal Majumder, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার সন্তানের Birth Certificate সন্তানের নাম ভুলবশতঃ"Pritom Mondal" এবং পিতার নাম "Anup Mondal" ও মাতার নাম "Pinki Mondal" আছে। গত 13/05/26 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বলে "Pritom Mondal" এবং "Pritam Mondal Majumder" মাতা "Pinki Mondal" এবং "Pinki Mondal Majumder" ও "Anup Mondal" এবং পিতার নাম "Chiranjit Mondal" নামে পরিচিত । সন্তানের সঠিক নাম: Pritam Mondal Majumder পিতার সঠিক নাম: Chiranjit Mondal মাতার সঠিক নাম: Pinki Mondal Majumder উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Pushkar Saha পিতা Prasanta Saha, Ramakrishna Pally, Nimta, North Dumdum, North 24 Parganas, Kolkata - 700049, আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং অন্যান্য ডকুমেন্টসে আমার ঠিক নাম Pushkar Saha আছে কিন্তু আমার বার্থ সার্টিফিকেট এবং মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে আমার নাম Puskar Saha আছে। ১৯ মার্চ ২০২৬ ব্যারাকপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা Affidavit বলে আমার নামের বানান সংশোধন করলাম। এখন থেকে Pushkar Saha এবং Puskar Saha উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম shivani Ganeriwala D/O vishnu Ganeriwala রেকর্ড আছে। (WB-0720170046155) গত ০২/০৬/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J.M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Shivani Agarwal W/O Harsh Agarwal নামে পরিচিত হইলাম।

● আমি Rebeka Khatun D/O - Late Abdul Hamid Sahaji , ঠিকানা - vill - Bosna Benapur , P•O - Beliaghata bridge , P•S - Deganga , Dist - 24 pgs (N) , আমার স্কুল Admit কার্ডে পিতার নাম Abdul Hamid রেকর্ড আছে এবং পিতা ও মাতার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম Tohiron W/O - Hamid Sahaji রেকর্ড আছে ও পিতার সঠিক নাম হইলো Abdul Hamid Sahaji by an affidavit 1st class J•M court at Barrackpore on 01/06/2026 • Abdul Hamid Sahaji , Abdul Hamid and Hamid Sahaji are same and one identical person •

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ আমার নাম vijay yadav আছে। (WB-2319970039016) গত ০২/০৬/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J•M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Bijay Yadav S/O Raju yadav নামে পরিচিত হইলা ও উভয় নাম একই ব্যক্তি।

● I, Arnav, S/O Apurba Sadhu R/O Suri Dakshin Subhaspally, P.O. & P.S. Suri, Birbhum-731101, have changed my name to Arnav Sadhu for all Purposes vide Affidavit dated (03/06/26) , sworn before MD NASER HOSSAIN Notary, Suri Sadar Court, Birbhum

AFFIDAVIT

I, Abhik Sain, S/o Achintya Sain, residing at Village & P.O. Samanti, P.S. Saktigarh, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, do hereby declare that in my Birth Certificate (Registration No. 2001, Certificate No. 360308), my name and my father's name have been erroneously recorded as Avick Sain S/o Achinta Sain instead of the correct names Abhik Sain S/o Achintya Sain. Therefore, Abhik Sain and Avick Sain are one and the same person, and Achintya Sain and Achinta Sain are also one and the same person vide affidavit Sl. No. 17324 before the court of the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on dated 18.05.2026

IN THE MAC TRIBUNAL AT MALDA
(FTC 3rd Court)
MAC Case No. 226/18

Claimants
Mina Bibi & others
-Vs-
O.P.
M/S NORTH EASTERN CARRIER, Prof. Ajoy Kumar Kaushal @ Ajoy Kr. Kaushal, S/o Suraj Prokash Sharma SA-1 Sankar Abasan, Helabattala, P.S. Rajarhat, Dist. North 24 Parganas, Kolkata-59 (W.B.)

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আপনি ১নং বিবাদী গত ইংরাজি ০৭/০২/২০১৮ তারিখে ইংলিশ বাজার থানায় আপনার গ্যাস ট্যাঙ্কার যার নম্বর NL-02L-2050 আলমুন খাতুন ও আসা খাতুন-কে ধাক্কা মারে ফলে মারা যায়। তাই উপরোক্ত নং মামলাটি মহামান্য মালদা আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করা হয়। গত ইং ২০১৮ সাল থেকে আপনাকে বিবাদী হিসেবে উপরিউক্ত আদালত হইতে আপনার ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হইতেছে কিন্তু অদ্য অবধি আপনি নোটিশ গ্রহণ করিতেছেন না এবং আদালতে উপস্থিতও হইতেছেন না। তাই উপরিউক্ত খবর পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুসারে উপরিউক্ত আদালতে আগামী 08/06/2026 তারিখে হাজির হইবেন নচেৎ আপনার বিরুদ্ধে Exparte শুনানির দিন ধার্য্য করিয়া মামলাটি নিস্পত্তি হইবে।

Sd/- ভারপ্রাপ্ত কেরানী
Peshkar, 3rd. Fast Track Court, Malda

তৃণমূলের পুরসভায় বিজেপি বিধায়ককে সংবর্ধনা

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ৪ জুন

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা জানাল। বুধবার সন্ধেয় পুরাতন মালদা পুরসভার ভবনেই তৃণমূল দলের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলামের নেতৃত্বেই বিজেপি বিধায়ককে এই সংবর্ধনা জানানো হয়।

এই ঘটনায় পুরাতন মালদার অনেক তৃণমূল নেতার মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ২০২১ সালেও এই বিজেপি বিধায়ক মালদা কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছিলেন। তখনও পুরাতন মালদা পুরসভা তৃণমূলের দখলে ছিল। সেই সময় ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন সফিকুল ইসলাম। তখন বিজেপি বিধায়ককে সংবর্ধনা জানানো হয়নি। যেহেতু এখন তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় নেই। তাই তোষামোদ করতেই এভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে দলের নিচুস্তরের একাংশ কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যেও চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এদিন বিশেষ কারণে সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ হাজির ছিলেন না। এদিন পুরসভায় বিধায়ককে কাছে পেয়ে কয়েকজন শাসক ও বিরোধী দলের কাউন্সিলর এবং পুরকর্মীরা তাঁদের বিভিন্ন অভাব ও অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। দীর্ঘক্ষণ সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, 'সকলের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতামত বিনিময় করা হয়েছে। নাগরিক পরিষেবা সচ্ছল রাখতে সকলকে একযোগে কাজ করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে।'

যদিও বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানানোর পর পুরসভা থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যান তৃণমূলের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। বার বার তাঁকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। এদিকে, পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষের মা প্রয়াত হওয়ার কারণেই তিনি কয়েকদিন ধরে পুরসভায় আসছেন না। ফলে তাঁর সঙ্গেও কোনও ভাবে যোগাযোগ করা যায়নি।

তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভায় বিজেপি বিধায়ককে সংবর্ধনা। ছবি: প্রতিবেদক

বজ্রাঘাতে যুবকের মৃত্যু জলপাইগুড়িতে

বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডলঘাটের কাঁদোবাড়ি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম রাজু দাস। ২০ বছরের ওই যুবক কাঁদোবাড়িই বাসিন্দা। দিনভর তীব্র দাবদাহের পর এদিন বিকেলে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়–বৃষ্টি। আকাশ মেঘলা হয়ে অন্ধকার নেমে আসে সর্বত্র। বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঘনঘন বাজ পড়তে থাকে। এরই মধ্যে তীব্র বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন রাজু দাস নামে ওই যুবক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

শাখা অফিস: সিও এসএএম সার্কল অফিস নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া–৭৪১১০১
ই-মেল: cs8286@pnb.bank.in, ফোন: ৭০৫৯৯৫৮০১০ / ৭০৮৮১৭৭৭৭৩

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(২) ধারাধীন দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১	নাজিরপুর মিঃ অঙ্কুশ সরকার (অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৩২২০এনসি০০০০০০৯২) ঋণগ্রহীতা: মিঃ অঙ্কুশ সরকার, পিতা– মিঃ গান্ধীরঞ্জন সরকার ঋণগ্রহীতা: মিসেস দীপা সরকার, স্বামী– মিঃ অনিল হালদার উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম– বাহাদুরপুর, পোঃঅঃ– মৃগী, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৪১১৬৫	সামান্য কমবেশি ১০ ডেসিমেল 'বাড়ি' শ্রেণিভুক্ত জমি ও একটি বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৭৯৯, এল আর প্লট নং ১২৩৯, এল আর খতিয়ান নং ২৩৯৯ ও ১৪১/১ (দলিল অনুযায়ী), হাল এল আর খতিয়ান নং ২৯৩৩, মৌজা– বাহাদুরপুর, জে এল নং ৭০, তৌজি নং ০২, থানা– তেহট্ট, এডিএসআর অফিস– পলাশীপাড়া, জেলা– নদিয়া, কানাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ২০২৩ সালের দান দলিল নং ৬৫১০ ও ২০২৩ সালের দলিল নং ৮২৮১ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ অঙ্কুশ সরকার। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মিঃ শশাঙ্ক শেখরের সম্পত্তি; দক্ষিণ– মিঃ ফণীভূষণ সরকারের সম্পত্তি; পূর্ব– পঞ্চায়েতের পাকা রাস্তা; পশ্চিম– দাতা মিঃ গান্ধীরঞ্জন সরকারের সম্পত্তি।	ক) ০৩.১১.২০২৫ খ) ₹১১,২১,৪২৭.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২০.০১.২০২৬ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২৩,৬৪,০০০.০০ খ) ₹২,৩৬,৪০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	নগরউখড়া মিঃ কার্তিক ঘোষ (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০২৬৬৯১) ঋণগ্রহীতা: মিঃ কার্তিক ঘোষ, পিতা– কৃষ্ণপদ ঘোষ জামিনদার: মিঃ দীনবন্ধু ঘোষ, পিতা– কৃষ্ণপদ ঘোষ জামিনদার: মিঃ গৌরচন্দ্র ঘোষ, পিতা– কৃষ্ণপদ ঘোষ সকলের ঠিকানা: গ্রাম– হরিপুকুরিয়া মুসলিমপাড়া, হরিণঘাটা, পিন– ৭৪১২৫৭, জেলা– নদিয়া	সামান্য কমবেশি ২.৬০ ডেসিমেল ফাঁকা জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও পোঃঅঃ– হরিপুকুরিয়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এডিএসআর হরিণঘাটায় নিবন্ধিত, মৌজা– বারাসত, জে এল নং ৭৬, তৌজি নং ১৩, এল আর দাগ নং ৩১৪, এল আর খতিয়ান নং ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, আর এস খতিয়ান নং ১৪২, ২০০৮ সালের বিক্রয় দলিল নং I–২১০৮ অনুসারে নিবন্ধিত, মিঃ দীনবন্ধু ঘোষ, মিঃ গৌরচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ কার্তিক ঘোষের মালিকানাধীন সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– চন্দ্র দাসের প্লট; দক্ষিণ– পিডব্লুডি পাকা রাস্তা; পূর্ব– বিক্রেতার ৩১৪ ও ৩১৫ নং প্লট; পশ্চিম– ৬ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ₹৮,২৫,৮২৬.২৩ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৪.০৫.২০২৬ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৫,২৭,০০০.০০ খ) ₹৫২,৭০০.০০ গ) ₹৬,০০০.০০	০৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	নগরউখড়া মিঃ দীনবন্ধু ঘোষ (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২১০০৩২৯৭৫) ঋণগ্রহীতা: মিঃ দীনবন্ধু ঘোষ, পিতা– কৃষ্ণপদ ঘোষ জামিনদার: মিঃ কার্তিক ঘোষ, পিতা– কৃষ্ণপদ ঘোষ জামিনদার: মিঃ গৌরচন্দ্র ঘোষ, পিতা– কৃষ্ণপদ ঘোষ সকলের ঠিকানা: গ্রাম– হরিপুকুরিয়া মুসলিমপাড়া, হরিণঘাটা, পিন– ৭৪১২৫৭, জেলা– নদিয়া	সামান্য কমবেশি ২.৬০ ডেসিমেল ফাঁকা জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও পোঃঅঃ– হরিপুকুরিয়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এডিএসআর হরিণঘাটায় নিবন্ধিত, মৌজা– বারাসত, জে এল নং ৭৬, তৌজি নং ১৩, এল আর দাগ নং ৩১৪, এল আর খতিয়ান নং ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, আর এস খতিয়ান নং ১৪২, ২০০৮ সালের বিক্রয় দলিল নং I–২১০৮ অনুসারে নিবন্ধিত, মিঃ দীনবন্ধু ঘোষ, মিঃ গৌরচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ কার্তিক ঘোষের মালিকানাধীন সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– চন্দ্র দাসের প্লট; দক্ষিণ– পিডব্লুডি পাকা রাস্তা; পূর্ব– বিক্রেতার ৩১৪ ও ৩১৫ নং প্লট; পশ্চিম– ৬ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ₹৬,৬৫,৭৭৭.৭২ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৪.০৫.২০২৬ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹১৫,৪৭,০০০.০০ খ) ₹১,৫৪,৭০০.০০ গ) ₹১৬,০০০.০০	০৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	কৃষ্ণনগর মেসার্স এ ডি অটোমোবাইল (অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৫২৫০০০৫৫৩১) প্রোপ্রাইটর: মিঃ আদিত্যনাথ দাস, পিতা– প্রয়াত মোহিত কুমার দাস জামিনদার: মিঃ সতীনাথ দাস, পিতা– প্রয়াত মোহিত কুমার দাস উভয়ের নিবাস: স্বপ্নীড় অ্যাপার্টমেন্ট, এল এম ঘোষ স্ট্রিট, পোঃঅঃ– কৃষ্ণনগর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১০১	ফ্ল্যাট নং ২৪/এফ–এর সমবন্ধক, এটি বিল্ট আপ এরিয়া ১০৪ বর্গফুট মাপের একটি দোকান, অবস্থান: মৌজা– গোবিন্দ সড়ক, জে এল নং ৯৪, দাগ নং– আর এস ১৯৮৩/২৪৬৩, এল আর ২১৫৩, খতিয়ান নং– আর এস ১৩১৩, এল আর ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ওয়ার্ড নং ২০, হোল্ডিং নং ২৪/এফ, কৃষ্ণনগর পুরসভা, বিল্ডিংয়ের নাম 'স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট', এল এম ঘোষ স্ট্রিট, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া, ২০০৭ সালের দলিল নং ৪২৩৩ অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী মিঃ আদিত্যনাথ দাস, পিতা– প্রয়াত মোহিত কুমার দাস।	ক) ১৯.০৫.২০১৬ খ) ₹১১,২৪,৪৮৮.৩৭ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৪.০৮.২০১৬ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹১০,২৬,৮০০.০০ খ) ₹১,০২,৬৮০.০০ গ) ₹১১,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	জাগুলি মেসার্স দীপা এন্টারপ্রাইজ (অ্যাকাউন্ট নং: ০২২০২৫০০২৭৩৫৩) এবং অমিত কুমার সাহা (অ্যাকাউন্ট নং: ০২২০২১০০৩১৬৯৩) প্রোপ্রাইটর ও ঋণগ্রহীতা: মিঃ অমিত কুমার সাহা, পিতা– মিঃ অজিত রঞ্জন সাহা নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ– সিমহাট, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১২৪৯	দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১২.৫০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সিমহাট, জে এল নং ৪৫, এল আর খতিয়ান নং ১৮৮৪, এল আর দাগ নং ৫২৮/১০৪২, হরিণঘাটা পুরসভার এলাকাধীন, এডিএসআর– হরিণঘাটা সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১১ সালের দলিল নং ০২১৩৫ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মিঃ অমিত কুমার সাহার নামে।	ক) ২৪.০৭.২০১৭ খ) ₹১৮,৭৫,৭৯৬.৫২ এবং ₹৮,২১,৯৯৫.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.১১.২০১৭ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩৬,৮১,৩৫০.০০ খ) ₹৩,৬৮,১৩৫.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	নগরউখড়া বিশ্বজিৎ ভৌমিক (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০৩১২০৪) ঋণগ্রহীতা: বিশ্বজিৎ ভৌমিক, পিতা– নিবাস ভৌমিক সহ–ঋণগ্রহীতা: নিবাস ভৌমিক, পিতা– প্রয়াত মতিলাল ভৌমিক উভয়ের নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ– মহাদেবপুর, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও পোঃঅঃ– মহাদেবপুর, কাষ্ঠডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, মৌজা– সেকেন্দরপুর, জে এল নং ৩৫, তৌজি নং ১৩, আর এস খতিয়ান নং ১৪০৯, এল আর খতিয়ান নং ১৫০৬, হাল এল আর খতিয়ান নং ২৬৭৭, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৯৬০ ও ২৯৬১, 'বাণিজ্যিক' শ্রেণিভুক্ত জমির পরিমাপ ৮.০০ ডেসিমেল, রেজিস্ট্রার এডিএসআর– হরিণঘাটা, নদিয়া সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং I–০২৪০৩ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মিঃ নিবাস ভৌমিক–এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ– হরিমাধব দেবনাথের ফাঁকা জমি; পূর্ব– দিলীপ চক্রবর্তীর ফাঁকা জমি; পশ্চিম– গোপাল দেবনাথের ফাঁকা জমি।	ক) ১৯.০৪.২০২৩ খ) ₹২০,৮০,৮১৫.৭১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৫.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹১৪,৭৬,৪৫০.০০ খ) ₹১,৪৭,৬৪৫.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	নগরউখড়া নিমাই দেবনাথ (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০৩০৩৯৩) ঋণগ্রহীতা: মিঃ নিমাই দেবনাথ, পিতা– প্রয়াত অনুকূল দেবনাথ নিবাস: গ্রাম– হরিপাড়া, পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– হরিপাড়া, পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, নগরউখড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, জে এল নং ৭৭, মৌজা– নগরউখড়া, তৌজি নং ১৩, আর এস খতিয়ান নং ৬৩৭, এল আর খতিয়ান নং ৫৬৪৮, আর এস দাগ নং ১৭৩৭, ১৭৫৭, এল আর দাগ নং ২১২১, ২১২৩, জমির পরিমাপ– ৬.২ ডেসিমেল (বাড়ি), এডিএসআরও– হরিণঘাটা, নদিয়া–তে নিবন্ধীকৃত ২০১৪ সালের দলিল নং I–০৪১৫০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ নিমাই দেবনাথ, পিতা– প্রয়াত অনুকূল দেবনাথ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– হরেন্দ্র দেবনাথের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ– শ্যামাপদ দাসের জমি ও বাড়ি; পূর্ব– বাচ্চু দেবনাথের জমি ও বাড়ি এবং ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– যমুনা নদীর সম্পত্তি।	ক) ৩১.০৮.২০২১ খ) ₹১৭,৫৯,৬৪১.৮০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৫.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৪,২২,০০০.০০ খ) ₹৪২,২০০.০০ গ) ₹৪,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	গোয়াস কুদ্দিস আলি হালসানা (অ্যাকাউন্ট নং: ১২৬৬২৫০০২৪০৫৫) ঋণগ্রহীতা: মিঃ কুদ্দিস আলি হালসানা ওরফে কুদ্দুস হালসানা, পিতা– মিঃ আবদুল ছাত্তার হালসানা নিবাস: গ্রাম– গোয়াস (দক্ষিণপাড়া), পোঃঅঃ– গোয়াস, থানা– করিমপুর, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৬৫	নিম্নোক্ত জমি ও আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জে এল নং ৩৯, মৌজা– গোয়াস, খতিয়ান নং– সাবেক ৭৮৬, হাল ৩০৬৬, হাল এল আর ৩৮৯১, প্লট নং– সাবেক ৩৬৩৬, হাল ৩৩১২, প্রকৃতি– ভিটা, থানা এবং এডিএসআরও– করিমপুর, রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা– নদিয়া, জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ০.০৪ একর, ২০০৮ সালের দলিল নং I–৯৩১৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী কুদ্দুস হালসানা, পিতা– মিঃ আবদুল ছাত্তার হালসানা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– কিশোর তরফদারের বাড়ি; দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব– মুজিবর হালসানার বাড়ি; পশ্চিম– আবদুল ছাত্তার হালসানার সম্পত্তি।	ক) ২১.০৬.২০১৮ খ) ₹১২,৩১,৫০৭.৯১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৪.১২.২০১৮ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৭,৩৩,৪০০.০০ খ) ₹১,৭৩,৩৪০.০০ গ) ₹৩৬,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৯	বিরোহীহাট অভিজিৎ দত্ত (অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৫৪২১০০৩১৪৮০) ঋণগ্রহীতা: মিঃ অভিজিৎ দত্ত, পিতা– প্রয়াত মনোজিৎ দত্ত নিবাস: গ্রাম– আয়েশপুর পশ্চিমপাড়া, পোঃঅঃ– নারায়ণপুর, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২৪৯ জামিনদার: (ক) মিসেস লক্ষ্মী দত্ত, স্বামী– প্রয়াত মনোজিৎ দত্ত নিবাস: গ্রাম– আয়েশপুর পশ্চিমপাড়া, পোঃঅঃ– নারায়ণপুর, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২৪৯ (খ) মিস লিপি রায় ওরফে লিপি দত্ত, প্রযত্নে– মিঃ সুরজিৎ রায় নিবাস: রামকৃষ্ণ পল্লী, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১১৮	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: তৌজি নং ১৩, জে এল নং ০৯, মৌজা– আয়েশপুর, এল আর দাগ নং ২৯৭, আর এস দাগ নং ৩৫৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৮৪, ১ নং বিরোহী গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, জমির পরিমাপ ৬.৮৭ ডেসিমেল, এডিএসআর– হরিণঘাটা সমীপে রেজিস্টার্ড দলিল নং ১২৪/২০০৩ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রয়াত মনোজিৎ দত্ত, পিতা– প্রয়াত জগদীশ দত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মালিকের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– মালিকের সম্পত্তি; পশ্চিম– সঞ্জীবন ঘোষের বাড়ি।	ক) ১১.০৯.২০২৪ খ) ₹১৩,২৩,১২৬.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩৯,২৫,০০০.০০ খ) ₹৩,৯২,৫০০.০০ গ) ₹৮০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১০	মাটিয়ারি নিধুবন দাস (অ্যাকাউন্ট নং: ০৬২২২৫০০২০১৩৯) ঋণগ্রহীতা: মিঃ নিধুবন দাস, পিতা– মদন মোহন দাস জামিনদার: কাঞ্চন দাস, স্বামী– নিধুবন দাস উভয়ের নিবাস: গ্রাম– মাটিয়ারি, বাজারপাড়া, থানা– কালীগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১৫৩	নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি প্রায় ৯.৩৫ ডেসিমেল মাপের জমি এবং এর উপরিস্থিত আবাসবাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মাটিয়ারি, জে এল নং ৮৯, আর এস দাগ নং– হাল ৩৪৫৯, আর এস খতিয়ান নং ২২৫৩, থানা– কালীগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৩১.০৭.২০১২ তারিখের দলিল নং I–৯৯০০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস কাঞ্চন দাস। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শরৎ মাঝির সম্পত্তি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– সুভাষ মুখার্জির বাড়ি; পশ্চিম– সুশীল চ্যাটার্জির বাড়ি।	ক) ২৪.১১.২০২১ খ) ₹১৬,৮৩,৯০১.৫১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৬.০৫.২০২২ গ) প্রতীকী	ক) ₹২৬,২৩,৫০০.০০ খ) ₹২,৬২,৩৫০.০০ গ) ₹৫৫,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১১	স্বরূপগঞ্জ প্রমীলা গোলদার (অ্যাকাউন্ট নং: ০২২৬৩০৬৭২১২৮৪) ঋণগ্রহীতা: মিসেস প্রমীলা গোলদার, স্বামী– মিঃ শ্যামল গোলদার সহ–ঋণগ্রহীতা: মিঃ অমিত গোলদার, পিতা– শ্যামল গোলদার উভয়ের নিবাস: গৌরনগর, পোঃঅঃ– শ্রী মায়াপুর, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৩১৩	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রুদ্রপাড়া, জে এল নং ৫, খতিয়ান নং– এল আর ৭০৬২/৬৮৭২, প্লট নং– আর এস ২২৭৯/৪৮৮৮, এল আর ২৯২৪, প্লট নং– আর এস ২২৭৯/৪৮৮৯, এল আর ২৯২৫, জমির পরিমাপ– ৫৫৬ বর্গফুট, ফ্ল্যাট নং ১/সি, দ্বিতীয় তল (ফার্স্ট ফ্লোর), বামনপুকুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– শ্রী মায়াপুর, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া। দলিল নং I–২৭৬৩/২০১৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী: মিসেস প্রমীলা গোলদার, স্বামী– মিঃ শ্যামল গোলদার, গৌরনগর, শ্রী মায়াপুর, পিন–৭৪১৩১৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ফ্ল্যাট নং ১–ডি; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং ১–বি; পূর্ব– যৌথ করিডর; পশ্চিম– ললিত মাধব দাসের বাড়ি (লক্ষ্মীনারায়ণ কর) এবং ভক্তিরূপা দাসের বাড়ি।	ক) ২০.০১.২০২২ খ) ₹১০,৬০,৬২৬.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৬.০৫.২০২২ গ) প্রতীকী	ক) ₹২১,৬৬,০০০.০০ খ) ₹২,১৬,৬০০.০০ গ) ₹৪৪,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১২	সাধনপাড়া আছালিমা বিশ্বাস (অ্যাকাউন্ট নং: ১১৭৪২৫০০২৯৪৯৪) ঋণগ্রহীতা: মিসেস আছালিমা বিশ্বাস, স্বামী– মিঃ আলমগির বিশ্বাস নিবাস: গ্রাম– লোহাগাছা, পোঃঅঃ– রানাঘাট, থানা– নাকাশিপাড়া, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৪	নিম্নোক্ত ৩.২৫ ডেসিমেল জমি এবং এর উপরিস্থিত ও আরসিসি ছাদ দেওয়া ইটনির্মিত আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১০১, মৌজা– লোহাগাছা, খতিয়ান নং– হাল ৩৮৫, এল আর ১৩২১, সাবেক ৬৭, দাগ নং– আর এস এবং এল আর ১৩৯৭, প্রকৃতি– বাড়ি, মুড়াগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ডিএসআর– বেথুয়াডহরি, জেলা– নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০০৬ সালের দলিল নং I–২৮০৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস আছালিমা বিশ্বাস, স্বামী– আলমগির বিশ্বাস। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ– মিনাল শেখের জমি; পূর্ব– মিনাল শেখের বাড়ি; পশ্চিম– অধীর সর্দারের বাড়ি।	ক) ২১.১১.২০২২ খ) ₹৮,২৯,০৯১.৮৩ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০২.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৯,১৮,৯০০.০০ খ) ₹৯১,৮৯০.০০ গ) ₹২১,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৩	ভজনঘাট টোটন দত্ত (অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫৩০৬৭১৯৪১০) ঋণগ্রহীতা: মিঃ টোটন দত্ত, পিতা– মিঃ সুনীল দত্ত সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস সুমনা দত্ত, স্বামী– মিঃ টোটন দত্ত উভয়ের নিবাস: গ্রাম– টুঙ্গি, পোঃঅঃ– মাজদিয়া, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৫০৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: টুঙ্গি কর পাড়া, জেলা– নদিয়া, পরগনা– উখড়া, এডিএসআর– কৃষ্ণগঞ্জ, টুঙ্গি–ভজনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, মৌজা– টুঙ্গি, জে এল নং ৫৫, খতিয়ান নং– এল আর ৪৫৫৪, ১৫৫৮/১, দাগ নং– এল আর ৩৮০, দাগ নং– আর এস ২৮৮, জমির পরিমাপ ২ ডেসিমেল, ২০১৮ সালের দলিল নং ১৩২০০২৮০২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ টোটন দত্ত, পিতা– মিঃ সুনীল দত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– বাদল দত্তের জমি; দক্ষিণ– বাদল দত্তের বাড়ি; পূর্ব– ৪ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– বরুণ বিশ্বাসের বাগান।	ক) ১৬.০৯.২০২৩ খ) ₹৬,১৭,৩১৮.৩১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৪,৫৬,০০০.০০ খ) ₹৪৫,৬০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৪	নগর উখড়া আবু সামা মিয়াঁ (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২১০০৩৩১৪১) ঋণগ্রহীতা: মিঃ আবু সামা মিয়াঁ, পিতা– মিঃ জয়নাল আবেদিন নিবাস: গ্রাম– বারাসত, পোঃঅঃ– হরিপুকুরিয়া, থানা– হরিপুকুরিয়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– বারাসত, পোঃঅঃ– হরিপুকুরিয়া, থানা– হরিণঘাটা, নগরউখড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, জে এল নং ৭৬, মৌজা– বারাসত, এল আর খতিয়ান নং ৭১/১, এল আর দাগ নং ৪৬১, জমির পরিমাপ– ৫ ডেসিমেল, এডিএসআর– হরিণঘাটা–তে রেজিস্টার্ড ২০১৭ সালের দলিল নং I–১৩৯৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ আবু সামা মিয়াঁ, পিতা– জয়নাল আবেদিন। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– পিডব্লুডি রাস্তা, তার পরে বারাসত প্রাথমিক বিদ্যালয়; দক্ষিণ– শাহজাহান মিয়াঁর জমি ও বাড়ি; পূর্ব– মোসলেম মিয়াঁর জমি ও বাড়ি; পশ্চিম– শাহজাহান মিয়াঁর জমি ও বাড়ি।	ক) ০৮.০৩.২০২২ খ) ₹১৪,৭৯,০৩৭.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৪.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২২,৪৫,৭০০.০০ খ) ₹২,২৪,৫৭০.০০ গ) ₹৪৫,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৫	নগর উখড়া আবু সামা মিয়াঁ (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২১০০৩৩১৪১) ঋণগ্রহীতা: মিঃ আবু সামা মিয়াঁ, পিতা– মিঃ জয়নাল আবেদিন নিবাস: গ্রাম– বারাসত, পোঃঅঃ– হরিপুকুরিয়া, থানা– হরিপুকুরিয়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১২৫৭	একটি দোকান যার অবস্থান: গ্রাম– নগরউখড়া বাজার, পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, নগরউখড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, জে এল নং ৭৭, মৌজা– উখড়া, এল আর খতিয়ান নং ৫০৭৯, এল আর দাগ নং ৭৬, জমির পরিমাপ– ১.২৫ ডেসিমেল, এডিএসআর– হরিণঘাটা, নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০১৩ সালের দলিল নং I–২৬২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ আবু সামা মিয়াঁ, পিতা– প্রয়াত জয়নাল আবেদিন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মহিউদ্দিন মিয়াঁর দোকান; দক্ষিণ– দিলীপ সাহার ফাঁকা জমি; পূর্ব– সোমনাথ সিংহ রায়ের ফাঁকা জমি; পশ্চিম– ১২ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতি রাস্তা।	ক) ০৮.০৩.২০২২ খ) ₹১৪,৭৯,০৩৭.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৪.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৭,৭১,৮০০.০০ খ) ₹৭৭,১৮০.০০ গ) ₹১৬,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৬	সুতরাগড় আলি কাইজার কারিকর (অ্যাকাউন্ট নং: ০৮৩৬২৫০০২১৭১১ এবং ০৮৩৬৩০৭০২০৬১৪) ঋণগ্রহীতা: প্রয়াত আলি কাইজার কারিকর প্রয়াত আলি কাইজার কারিকর–এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ: (ক) শ্রীমতী সাহিনা বিবি কারিকর, স্বামী– প্রয়াত আলি কাইজার কারিকর (খ) মিঃ শোভন আলি কারিকর, পিতা– প্রয়াত আলি কাইজার কারিকর (গ) মিসেস সোহানা খাতুন, পিতা– প্রয়াত আলি কাইজার কারিকর (৪) মিসেস রহিমা বেগম কারিকর, স্বামী– আশরত আলি কারিকর জামিনদার: মহঃ আসানউল্লা কারিকর, পিতা– আরফাত আলি কারিকর সকলের নিবাস: ৬৫, কারিকরপাড়া স্ট্রিট, সুতরাগড়, পোঃঅঃ– শান্তিপুর, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১৪০৪	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২০, মৌজা– সুতরাগড়, খতিয়ান নং– সাবেক ১৪৯৮, এল আর ৯১৩, প্লট নং– আর এস ২৫৭৬, এল আর ৩৫২৯, প্রকৃতি– বাড়ি, জমির পরিমাপ ০.১৩ একর, তৎসহ একতলা আবাসবাড়ি, হোল্ডিং নং ৬০, ওয়ার্ড নং ১৮, কারিকর পাড়া স্ট্রিট, শান্তিপুর পুরসভার এলাকাধীন, থানা– শান্তিপুর, এডিএসআর– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, দলিল নং ৪৮৪/১৯৮৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ আলি কাইজার কারিকর, পিতা– মিঃ আরসাত আলি কারিকর। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– আতিয়ার রহমান ও অন্যদের বাড়ি; দক্ষিণ– আরফত আলি ও অন্যদের বাড়ি; পূর্ব– নাসির আলির বাড়ি; পশ্চিম– ভাদু কারিগরের বাড়ি এবং সাধারণ চলাচলের পরিসর।	ক) ২৫.০৪.২০২৩ খ) ₹২৭,২৭,৩৩৪.৯৪ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩২,৮০,৫০০.০০ খ) ₹৩,২৮,০৫০.০০ গ) ₹৭৬,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি ০৭.০৭.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৩–এর ক্ষেত্রে) এবং ২৩.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ৪ থেকে ১৬–এর ক্ষেত্রে) তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com এবং https://www.pnb.bank.in ওয়েবসাইট দেখুন। ই–নিলাম চলার সময় আপসমূলক বিডিংয়ে বিডাররা সর্বশেষ বিডে প্রস্তাবিত অর্থমূল্যের ওপর ওপরে উল্লিখিত বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যের গুণিতকে উচ্চতর বিড পেশের সুযোগ পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশের জন্য ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং সর্বশেষ উচ্চতম বিড পেশের পর ৫ মিনিট সময়সীমার মধ্যে কোনও বিডার উচ্চতর বিড পেশ না করলে ই–নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ মনোজিৎ দে, মোবাইল: ৭০৫৯৯৫৮০১০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬; স্থান: কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অপরাজিতার ছানাগিরি

প্রতিটি শিশু সবচেয়ে ভাল শেখে তখনই, যখন শেখার প্রক্রিয়াটা মজায় মোড়া হয়। ঠিক এই ভাবনাকে সামনে রেখেই খুদেদের জন্য একেবারে অভিনব ও ভিন্নধর্মী এক রিয়্যালিটি শো নিয়ে আসছে সান বাংলা। খুব তাড়াতাড়িই চ্যানেলে শুরু হতে চলেছে খুদেদের নতুন গেম শো ‘ছানাগিরি’। ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুরা এই শো-এর মঞ্চে খেলতে, শিখতে, নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে এবং সঙ্গে আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

অপরাজিতা ঘোষ দাসের সঞ্চালনায় এই শো-টি সাজানো হয়েছে শিশুদের কৌতূহল, আত্মবিশ্বাস এবং মেধার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে।

শো-টির মূল ট্যাগলাইন হল— “খেলব, শিখব, জিতব”। খেলার ছলে নতুন কিছু আবিষ্কার এবং শেখার আনন্দকেই উদযাপন করবে এই মঞ্চ।

এই গেম শো-এর মূল আকর্ষণ কিন্তু শুধুই বাচ্চারা নয়। নির্মাতারা জানিয়েছেন, ‘ছানাগিরি’র মঞ্চে থাকছে একটি মস্ত বড় টুইস্ট! এই শো-তে স্পটলাইট বা মূল নজর খুদেদের উপরে থাকলেও, তাদের মায়েদের জন্যও থাকছে এই সফরের অংশ হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। ইতিমধ্যেই অভিনেত্রী অপরাজিতার সঙ্গে শো-এর প্রথম প্রোমো বা টিজারের শুটিং শেষ করে ফেলেছে সান বাংলা।

খুব শীঘ্রই পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হতে চলেছে এই মেগা শো-এর অডিশন প্রক্রিয়া। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান ও চটপটে খুদেরা এই অডিশনে অংশ নিয়ে ‘ছানাগিরি’র মূল মঞ্চে আসার টিকিট পেয়ে যেতে পারে। এর আগে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’ শো-এর মাধ্যমে রাজ্যের হাজারো নারীর স্বপ্নপূরণ করেছিল সান বাংলা। এবার চ্যানেলের লক্ষ্য ভবিষ্যতের এই খুদে তারকাদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা। ‘ছানাগিরি’ শো-তে কীভাবে আপনার সন্তানকে অংশ নেওয়াতে পারবেন বা অডিশনের তারিখ ও জায়গাই বা কোথায়— তা জানতে চোখ রাখতে হবে সান বাংলার পর্দায়।

অপরাজিতা ঘোষ দাস

কলকাতা কোলাজ-এ অর্পণ–সৃজলা

ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সবসময়–এ আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ, ‘কলকাতা কোলাজ’। পরিচালক পার্থ সেনের পরিচালনায় এই সিরিজে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অর্পণ ঘোষাল, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, সৃজলা গুহ-সহ আরও অনেককে।

কোন গল্প ফুটে উঠবে ‘কলকাতা কোলাজ’-এ? কলকাতার প্রাণবন্ত পটভূমিতে নির্মিত এই সিরিজ মানবিক সম্পর্কের নানা রঙকে তুলে ধরবে এক অনন্য আঙ্গিকে। একাধিক আন্তঃসংযুক্ত গল্পের মাধ্যমে সিরিজটি ভালবাসা, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, বন্ধুত্ব, অনুশোচনা এবং আত্ম-উপলব্ধির মতো আবেগকে স্পর্শ করবে। মূলত আশা, লড়াই এবং এক অদৃশ্য বন্ধনের গল্প বলবে ‘কলকাতা কোলাজ’। সিরিজে অর্পণের চরিত্রের নাম ‘সপ্তর্ষি’। রব দেকে দেখা যাবে ‘সাম্য’র ভূমিকায়, সৃজলা গুহ থাকবেন ‘অ্যান’ হিসেবে। অন্যদিকে বাসবদত্তার চরিত্রের নাম ‘শিখা’। অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে দুলাল লাহিড়ী, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং অনন্যা সেনকে। তাঁদের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়েই গল্পে উঠে আসবে প্রেম, বন্ধুত্ব, স্বপ্ন, ভাঙন এবং আত্ম-অন্বেষণের নানা দিক।

অর্পণ ঘোষাল

সৃজলা গুহ

ফিরছেন অনুষ্কা

স্টার জলসার পর্দায় দর্শক তাঁকে চিনেছিলেন ‘রোশনাই’ হিসেবে। তিনি অভিনেত্রী অনুষ্কা গোস্বামী। ‘রোশনাই’ ধারাবাহিক চলাকালীনই হঠাৎ ছোটপর্দা ছাড়েন অনুষ্কা। তাঁর জায়গায় নায়িকার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী তিয়াসা লেপচাকে। কিন্তু দর্শকের মনে থেকে গিয়েছিলেন অনুষ্কাই। তাঁর ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা।

এবার সুখবর নিয়ে পর্দায় ফিরছেন অনুষ্কা। তবে মুখ্য চরিত্রে নয়, পার্শ্ব চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। স্টার জলসার আসন্ন ধারাবাহিক ‘কুমকুম’-এ থাকছেন তিনি। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে থাকছেন আদৃত রায় ও নবাগতা নায়িকা অনুষ্কা। আর গল্পে আদৃতের বোনের চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে অনুষ্কা গোস্বামীকে। হঠাৎ করে মুখ্য চরিত্র থেকে পার্শ্ব চরিত্রে তাঁর থাকার খবরে বেশ অবাক হয়েছেন অনুরাগীরা। তবে অভিনেত্রীর ফেরার খবরে আবার তাঁরা উচ্ছ্বসিতও। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ‘কুমকুম’-এর প্রথম প্রোমো। এই মেগার হাত ধরেই দর্শক পেতে চলেছেন আদৃত— অনুষ্কার নতুন এই জুটিকে। তাই প্রোমো ঘিরে ইতিমধ্যেই বেশ চর্চা চলছে নেটপাড়ায়।

অনুষ্কা গোস্বামী

মিলেমিশে গেল মন–রাজনীতির অলিগলি

থ্রিলার সিরিজে অচেনা স্বাদের খোঁজ। কেমন হল ‘গোর্কির মা’? লিখছেন পরমা দাশগুপ্ত

ওয়েব ওয়েভ

সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ইদানীং দর্শক মহলে বেশ জনপ্রিয় ঘরানা। মনের অলিগলি বেয়ে রহস্যের জট খুলতে দেখা বেশ নেশা ধরিয়ে ছাড়ে। আর তাতে যদি মিলেমিশে যায় রাজনীতির উত্তাপ, তবে তো সোনায় সোহাগা। সেই অঙ্কের হিসেব মানলে ‘গোর্কির মা’-এর মন কাড়ার কথাই ছিল। কিন্তু পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য বরাবরই চমকে দেন তাঁর ভাবনার গভীরতায়। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রাইডে-তে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া এ সিরিজও তার ব্যতিক্রম হল না। একদিকে এক মায়ের মনের গহীনে অনুভূতির দোলাচল, ছাত্র রাজনীতির ছোঁয়াচে উন্মাদনা ও অপরাধের জট—সবটাকে নিখুঁত হাতে মিলিয়ে দেওয়া এবং অন্যদিকে বলিষ্ঠ অভিনয় একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠে যেন অন্য রকম এক উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেল ‘গোর্কির মা’-কে।

কালজয়ী রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস ‘মাদার’-এর অলিগলি ছুঁয়ে সিরিজের গল্পকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন দেবালয়। উপন্যাসের পাভেল আর তার মা নিলোভনার কাহিনিকে, তাদের সম্পর্কের রসায়নকে ফিরে দেখতে চেয়েছেন এখনকার ছাত্র রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। সিরিজের গল্পে লাবণ্য (অনন্যা চট্টোপাধ্যায়) নিজের কলেজজীবনে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই শুরু। সেই থেকে বিপ্লবের আগুন তার বুকের ভিতর ধিকিধিকি জ্বলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস বয় শিরায় শিরায়। সেই বিপ্লবচেতনা থেকে, সেই উন্মাদনা থেকে তার আর বেরিয়ে আসা হয় না কোনওদিনই। আর তাই প্রবল পুরুষতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী স্বামীকে এককথায় পিছনে ফেলে আসতে, জেলের গরাদের ওপারে সন্তানের জন্ম দিতে পিছপা হয়না লাবণ্য। একার লড়াই লড়ে নিজের বিশ্বাসে, বিপ্লবচেতনায় বড় করে তোলে ছেলে গোর্কিকে (সোহম বসু মজুমদার)। ম্যাক্সিম গোর্কির ভাবধারার, তাঁর উপন্যাসের অন্ধ ভক্ত লাবণ্য স্বপ্ন দেখে, গোর্কিও একদিন পাভেলের মতো বুকের ভিতর জ্বালিয়ে নেবে বিপ্লবের আগুন। কিন্তু ছেলে বড় হয়ে কলেজে পা দেওয়ার পরে মা অবাক হয়ে দেখে মানুষের অধিকার নয়, ক্রমশ ব্যক্তিস্বার্থই বড় হয়ে উঠছে গোর্কির কাছে। ছাত্র রাজনীতির তপ্ত ময়দানে পা রেখেও সে অঙ্ক কষছে নিজের ভবিষ্যতের।

সিরিজের শুরু এক রাতে। ছ'টি পর্বে গল্প এগিয়েছে সেই একটিমাত্র রাতের ঘটনাক্রম ঘিরেই। কলকাতার কলেজে ছেলেকে পড়তে পাঠিয়ে পঙ্গু লাবণ্য এখন একাই থাকে বাড়িতে। বিরাট সেই পুরনো বাড়িটার উপর অনেকদিনই চোখ পড়েছে স্থানীয় প্রোমোটার টুটুর। বাড়ি দখল করতে লাবণ্যকে ভয় দেখিয়ে বিক্রির কাগজে সই করিয়ে নেওয়ার ভার সে দেয় মানিককে (সৌরভ দাস)। সদ্য রিয়াকে (দর্শনা বণিক) বিয়ে করে অভাবের সংসারটাকে গুছিয়ে নিতে চাওয়া মানিক এ কাজে রাজি হয় সামান্য ক'টা টাকার জন্য। সেই রাতে ভাড়াটে গুন্ডা হয়ে লাবণ্যর বাড়িতে পা রাখলেও মনের ভিতরে নিষ্ঠুরতাকে সে কোনওভাবেই জাগিয়ে তুলতে পারেনি। ভেবেছিল নরমে গরমে বুঝিয়েসুঝিয়ে কাজ সেরে রাতেই বৌকে নিয়ে চলে যাবে হানিমুনে। সেখান থেকেই নতুন করে গড়ে নেবে জীবনটাকে। কিন্তু বাদ সাধল গোর্কি। মানিকের সঙ্গে হাতাহাতি, ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে আচমকাই দেওয়ালের পেরেক মাথায় গেঁথে গিয়ে মৃত্যু হল তার। চোখের সামনে গোর্কির এমন পরিণতিতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে মানিক। আকস্মিক এই আঘাতে টালমাটাল হয়ে পড়া লাবণ্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে সে শাস্তির প্রতীক্ষায় থাকে। এবার কী করবে সন্তানহারা লাবণ্য? প্রতিশোধের আগুনে ঝলসে দেবে মানিক আর টুটুকে? রিয়াকে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন কি তবে অধরাই থেকে যাবে মানিকের? নাকি লাবণ্যের ক্ষমা তাকে আর একটা সুযোগ দেবে নতুন করে বাঁচার? এক রাতে বদলে যাওয়া দু'দুটো জীবনের অচেনা সমীকরণেই এগিয়েছে সিরিজের গল্প।

বিপ্লব চেতনার সঙ্গে ছাপোষা মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব কবেই বা আর এক সরলরেখায় হেঁটেছে? সেই দোলাচলকে, মাতৃস্নেহের সঙ্গে পদে পদে রাজনীতির ময়দানের উত্তাপ-উন্মাদনার লড়াইকে লাবণ্যর মধ্যে প্রতিটা মুহূর্তে জীবন্ত করে তুলেছেন অনন্যা। তারই বিপ্রতীপে মায়ের স্বপ্নপূরণ এবং নিজের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাওয়ার টানাপোড়েনে ধস্ত গোর্কির অনুভূতিগুলোকে যত্ন করে বুনেছেন সোহমও। মা-ছেলের চেনা রসায়নের বাইরে এই অন্যরকম পথচলা, গোর্কিকে আচমকা হারিয়ে লাবণ্যর স্তব্ধতা দর্শককে কখনও অস্থির করে তোলে, কখনও বা বুকের ভিতর জাগিয়ে দেয় দমচাপা এক অনুভূতি। অন্যদিকে এক আদ্যোন্ত সাধারণ জীবনে বিশ্বাসী মানিকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাবণ্যকে ভয় দেখাতে আসা, গোর্কির মৃত্যুতে কুরে কুরে খাওয়া অপরাধবোধ, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে প্রতি মুহূর্তে সহানুভূতি আদায় করে ছাড়েন সৌরভও। পর্দার ‘মন্টু পাইলট’-এর একশো আশি ডিগ্রি উল্টো পিঠের এই অভিনয় তাঁর জাত চিনিয়ে দেয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সদ্যবিবাহিত রিয়াকে, তার আবেগ-অনুভূতিগুলোকে ভারী মিষ্টি লাগে দর্শনার অভিনয়ে। বাস্তবের দম্পতির রসায়ন ধরা দেয় তাঁদের পর্দার দাম্পত্যের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোতে। লাবণ্যের কমবয়সী চরিত্রে বেশ ভাল লাগে রাজেশ্বরী পালকে। মন ছুঁয়ে যায় গোর্কির দুই বন্ধু, ছাত্র রাজনীতির উত্তাপ মাখা দুই কলেজপড়ুয়া ব্রতী ও সাহানাও।

প্রায় গোটা সিরিজটাই এক সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির চার দেওয়ালে বন্দি। তার ভিতরেই তার যাবতীয় দোলাচল, টানাপোড়েন। টিমটিমে আলো, আধো অন্ধকারে লাবণ্য-মানিকের চাপানউতোর, গোর্কির পরিণতি এবং তারপর সন্তানহারা মা ও এক অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ঘটিয়ে ফেলা সাধারণ এক যুবকের সামনে পড়ে থাকা আস্ত একটা রাত— দেখতে দেখতে কখনও মনে হতে পারে সিরিজের গতি যেন থমকে গিয়েছে। কখনও বা মনের ভিতর দলা পাকিয়ে ওঠে অস্বস্তি। লাবণ্যর স্তব্ধতা মনের গভীরে গিয়ে নাড়া দিয়ে আসে, তৈরি করে দেয় অস্থিরতা। সেটাই এ সিরিজের শক্তি, যার হাত ধরে ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে ‘গোর্কির মা’। এক কথায় বলা চলে, একেবারে অন্য স্বাদে বোনা তার অসাধারণত্ব। চেনা ছকের থ্রিলার, রহস্যভেদের রুদ্ধশ্বাস প্লট, দুর্দম গতি আশা করলে অবশ্য অন্য কথা।

সিরিজ গোর্কির মা-এর একটি দৃশ্য

রে টিং
সে টিং

কার ঝুলিতে সেরার খেতাব

সবাইকে পিছনে ফেলে জোর টক্কর দিল ‘জোয়ার ভাঁটা’। জি বাংলার এই ধারাবাহিক এবার ‘বাংলা সেরা’র স্থান দখল করল। চলতি সপ্তাহে নিশা-উজির গল্প পেয়েছে ৫.১। গল্পের বিভিন্ন মোড়ে দর্শক টানটান উত্তেজনার সাক্ষী থাকেন। তাই এই ধারাবাহিক ঘিরে উন্মাদনাও কম নয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্টার জলসার দু'টি ধারাবাহিক। ৪.৯ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে এই স্থানে ‘পরশুরাম’ ও ‘প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’র প্রথম ১৫ মিনিট। দুই ধারাবাহিক ঘিরেই বরাবর চর্চা চলে দর্শক মহলে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে তিনটি ধারাবাহিক। ‘গঙ্গা’র প্রথম ১৫ মিনিট, ‘প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ ও ‘পরিণীতা’ পেয়েছে ৪.৬। জি বাংলার ‘পরিণীতা’য় এখন দারুণ চমক আসছে। পারুল মা হতে চলেছে। কিন্তু রায়ানকে সে বাবার অধিকার পেতে দেবে না বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। আগামীতে কী হয় এই ধারাবাহিকে, তা জানার জন্য অপেক্ষায় অনুরাগীরা। চতুর্থ স্থানে একসঙ্গে পাঁচটি ধারাবাহিক। ৪.৪ নম্বর পেয়ে রয়েছে ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’, ‘কনে দেখা আলো’, ‘গঙ্গা’, ‘প্রতিজ্ঞা’ ও ‘সংসারের সংকীর্তন’-এর প্রথম ১৫ মিনিট। পঞ্চমে আছে ‘কুসুম’, ‘ঘূর্ণি’ ও ‘ও মোর দরদিয়া’র প্রথম ১৫ মিনিট। এই তিন ধারাবাহিকের প্রাপ্ত নম্বর ৪.১। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ‘ও মোর দরদিয়া’, পেয়েছে ৩.৭। সপ্তমে ৩.২ পেয়ে আছে জি বাংলার ধারাবাহিক ‘কমলা নিবাস’। অষ্টমে যৌথভাবে আছে ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ও নতুন ধারাবাহিক ‘বাবলী সুন্দরী’। পেয়েছে ২.৭। নবমে ২.৫ পেয়ে একসঙ্গে আছে ‘সংসারের সংকীর্তন’, ‘শুধু তোমারই জন্য’ ও ‘রাঙামতি তীরন্দাজ’। দশম স্থানে ২.২ নম্বরে জায়গা করেছে ‘সাত পাকে বাঁধা’।

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

NOTICE INVITING e-NIT

NIT No - BNK I/01/15th CFC /2026-27 Dated - 04.06.26

Percentage rate quotation is invited by the Executive Officer, Bankura-I Panchayet Samity, for works. Details will be available from the office of the undersigned in working days.

Sd/-
Executive Officer
Bankura-I Panchayet Samity

বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু ও সম্প্রসারণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৫-২০২৬-২৭, তারিখঃ ০২-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৫-২০২৬-২৭; কাজের নাম: (১) বিশ্বনাথ চারিয়ালিতেঃ- পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ট্রেন থামানোর ব্যবস্থা করার জন্য মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং ২-কে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ ও সম্প্রসারণ করা। (২) (i) গহপুরেঃ হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর সম্প্রসারণ। (ii) মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ২কে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ ও সম্প্রসারণ করা। (৩) (i) হারমতিতেঃ হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর সম্প্রসারণ। (ii) মিডিয়াম লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এবং ৩ কে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ ও সম্প্রসারণ করা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৬৭,৩৯,১০৫.৫৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৩৪,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৬-২০২৬ তারিখের ১০.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজকাল
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
“বিজ্ঞাপনী”
এস এম এন্টারপ্রাইজ
ফ্যান্সি মার্কেট, লায়ন্স ক্লাবের পাশে
রুম নং–৭, বর্ধমান–১
দূরভাষ: 9434474356
9232462019
সময় : সকাল ১০ হতে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
(রবিবার বন্ধ)

পলতা, উঃ ২৪ পঃ
দাস ফার্নিচার
সেবাগ্রাম, পলতা
প্রযত্নে: সঙ্গীতা
ফোন: 9433350925

সুমিতা ব্লাউজ স্পেশালিস্ট
৪, রাজেন্দ্র বাগ রোড
শ্রীরামপুর, হুগলি
PIN- ৭১২২০১,
ফোন: 98307-23466

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৩(১)(এ) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
ফ্লোর নং ৮, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১
কেস নং: ওএ/৬৫১/২০২৫
ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ৭১১০
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
– বনাম –
ঋদ্ধি টনি কেশওয়ানি কেশওয়ানি
প্রতি:
(১) **ঋদ্ধি টনি কেশওয়ানি কেশওয়ানি,** পিতা মহেশ ভাট, ফ্ল্যাট ৬এ, ১৬/১ লাউডন স্ট্রিট, পোঃঅঃ– সার্কাস অ্যাভিনিউ, থানা– শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৭, বিকল্প ঠিকানা– ১২ নেলি সেনগুপ্ত সরণি, লিন্ডসে স্ট্রিট, নেক্সট এলিট শু শপ, পোঃঅঃ + থানা নিউ মার্কেট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০৮৭, বিকল্প ঠিকানা– ১২ নেলি সেনগুপ্ত সরণি, লিন্ডসে স্ট্রিট, নেস্ট এলিট শু শপ, পোঃঅঃ এবং এএমপি, থানা– নিউ মার্কেট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০৮৭
সমন
যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে ১৮.০৩.২০২৬ তারিখে ওএ/৬৫১/২০২৫ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল ₹২৬,১২,৬৩৫.৫৬/– বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের ...

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৩(১)(এ) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল গুয়াহাটি
সুবর্ণ ভবন, হাউজ নং ১২, নিউ টাউন পথ, হনুমান মন্দিরের নিকটে, জি এস রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি–৭৮১০০৭ (অসম)
কেস নং: ওএ/৬৬৯/২০২৫
ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ৫৯৪৯
ফেডেরাল ব্যাঙ্ক
– বনাম –
মেসার্স বি পি মেডিকোস এবং অন্যান্য
প্রতি:
(১) **মেসার্স বি পি মেডিকোস,** একটি সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী সংস্থা, প্রতিনিধিত্বকারী বিবাদী নং ১, অফিস ইস্ট মণিপুর বস্তি রোড, বৃন্দাবন হোটেলের নিকটে, পল্টনবাজার, গুয়াহাটি–৭৮১০০৮, জেলা কামরূপ (এম), রাজ্য অসম।
(২) **বীণাপানি শর্মা** (প্রবীর শর্মার মৃত্যুতে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী প্রয়াত পদ্মনাথ শর্মা, নিবাস ১২৯, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৬০, বিকল্প ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ডি২, দেবব্রত এনক্লেভ, ভাস্করনগর, কলোনি বাজারের নিকটে, শুভম গার্ডেনস এর বিপরীতে, গুয়াহাটি, জেলা কামরূপ (এম), অসম–৭৮১০১৮
সমন
যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে ওএ/৬৬৯/২০২৫ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল ₹২০,৯৪,৬৮৪.৬০ বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের ...

পাবলিক নোটিশ
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬–এর ১৩০(২) ধারার বিধান এবং মাননীয় এন সি এল টি, কলকাতা বেঞ্চ, কোর্ট-২–এর নির্দেশিকা অনুযায়ী]
মেসার্স বি আর জি আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (সি আই এন- ইউ২৭১০১ ইউপি২০০২ পিটিসি ১৬৮৮৬৩)-এর ব্যক্তিগত জামিনদার মিঃ জয় কুমার গোয়েল-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

ক্রমিক নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১	দেউলিয়ার নাম	মিঃ জয় কুমার গোয়েল
২	দেউলিয়ার ঠিকানা	ফ্ল্যাট নং ১৬, ১৭ তলা, শিরোমণি অ্যাপার্টমেন্ট, ৬০/১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা- ৭০০০১৯
৩	অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির আদেশের বিবরণ	সি পি (আই বি) ১৮৪/কে বি/২০২১–এর আই এ (আই বি সি) ১৮১২/কে বি/২০২৫–এ মাননীয় এন সি এল টি, কলকাতা বেঞ্চ ২ দ্বারা ৮ মে ২০২৬ তারিখে প্রদত্ত আদেশ, ৩ জুন, ২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত/আপলোড করা হয়েছে
৪	দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩ জুন, ২০২৬, (ব্যাঙ্করাপ্টসি ট্রাস্টির আদেশ প্রাপ্তির তারিখ)
৫	ব্যাঙ্করাপ্টসি ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম: আদিত্য কুমার টিব্রেওয়াল, রেজি নং: আই বি বি আই/আই পি এ-০০১/আই পি-পি০০৭৪৩/২০১৭-২০১৮/১১২৪৯, এ এফ এ ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত বৈধ
৬	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত ব্যাঙ্করাপ্টসি ট্রাস্টির ঠিকানা এবং ই-মেল	২, হেয়ার স্ট্রিট, ১ তলা, নিকো হাউস, রুম নং ২৯, কলকাতা ৭০০০০১, ই-মেল: adityatibre@gmail.com
৭	ব্যাঙ্করাপ্টসি ট্রাস্টির সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেল	২, হেয়ার স্ট্রিট, ২ তলা, নিকো হাউস, রুম নং ২৯, কলকাতা ৭০০০০১, ই-মেল: bankruptcy.jkgoyal@gmail.com
৮	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ জুন, ২০২৬
৯	প্রাসঙ্গিক ফর্ম	দাবি জমা দেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম "ফর্ম-বি" https://ibbi.gov.in/en/home/downloads থেকে ডাউনলোড করা যাবে

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে **ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-২, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর ১৩০(২) ধারা অনুযায়ী মিঃ জয় কুমার গোয়েল-এর দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে, যা ৮ মে, ২০২৬ তারিখে প্রদত্ত এবং ৩ জুন, ২০২৬** তারিখে আপলোড/প্রাপ্ত হয়েছে। **মিঃ জয় কুমার গোয়েল**-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা **১২ জুন, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে** বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা রেজিস্টার্ড পোস্ট বা স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে ব্যাঙ্করাপ্টসি ট্রাস্টির কাছে প্রমাণ সহ তাঁদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য: দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা ধার্য হবে:
তারিখ: ০৫-০৬-২০২৬ — আদিত্য কুমার টিব্রেওয়াল
স্থান: কলকাতা — রেজি নং: আই বি বি আই/আই পি এ-০০১/আই পি-পি০০৭৪৩/২০১৭-২০১৮/১১২৪৯

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–২
জীবনসুধা বিল্ডিং, ৭ নং ফ্লোর,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১
কেস নং: আরসি/১৬২/২০১৯
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বনাম **শ্রী অশোক মাহাতো এবং অন্যান্য**
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি–২, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত **১৩.০৫.২০২৬ তারিখের আদেশনামা** মোতাবেক নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে:
২.৫০ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–কাঁকসা, প্লট নং ২৯৯৯, জে এল নং ৮৬, খতিয়ান নং ৩২৭৭, হাল খতিয়ান নং ৭১২১, থানা কাঁকসা, সাব ডিভিশন দুর্গাপুর, গ্রাম–পানাগড়, রেলপাড়, পোঃ পানাগড় বাজার, জেলা বর্ধমান, ১৭.০১.২০১৩ তারিখের দলিল নং I–০০২৯৮ অনুসারে স্বত্বাধিকারী বিবাদী নং ১।
এই সম্পত্তিটি ‘**যেখানে যেমন আছে**’ ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে যা এই ট্রাইবুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষ হবে। ...

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank
ইলাহাবাদ / ALLAHABAD
জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২ ও ৩ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০০১
পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু:
(১) **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২**–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯.০১.২০২৬** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই নোটিসে উল্লিখিত ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ **২৮.০১.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹১৯,৬৪,৭৯,৪৯২.০০ (উনিশ কোটি চৌঁষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার চারশো বিরানব্বই টাকা মাত্র)**, তৎসহ সুদ পরিশোধের জন্য **ঋণগ্রহীতা: (১) মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা ইউনিট), ঠিকানা:** ৪৪৯/১/৩৯৪১২, বাঘাযতীন রোড, ডাকঘর ও থানা– শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং ১৭, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৪০০১; **(২) মিঃ ঋত্বিক (Rithvik) ভট্টাচার্য (মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড–এর জামিনদার ও ডিরেক্টর এবং মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড–এর ডিরেক্টর), পিতা– সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য, ঠিকানা:** ১১৮২ পূর্বালোক, ৩ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং টি২, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০০৯৯; বিকল্প ঠিকানা: ১১৮২ (২৪৮/২৮৪এ), পূর্বালোক, কালিকাপুর, ডাকঘর–মুকুন্দপুর, কলকাতা– ৭০০০৯৯; **(৩) মিঃ অর্চিস্মান ভট্টাচার্য (মেসার্স মার্চেন্ট মঙ্গার হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড–এর জামিনদার/ বন্ধকদাতা ও ডিরেক্টর), পিতা– ঋত্বিক (Rithvik) ভট্টাচার্য, ঠিকানা:** বাঘাযতীন রোড (পার্ক), শিলিগুড়ি (পুরনিগম), দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৪০০১; বিকল্প ...

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

“এই দলটা আরও কিছু জিততে চায়, আবার কাপ পেতে চায়। আমাদের ড্রেসিংরুমের আবহ দুর্দান্ত। তাই স্কালোনি আর আমাদের দলের আরও কিছু প্রাপ্য **লিওনেল মেসি**

শেষ প্রহরে যে তারকারা

বিশ্বকাপ মানেই নতুন তারার উত্থান। আবার কারও কারও ফুটবল জীবনের শেষ চ্যালেঞ্জ। কেউ, কেউ ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছেন অবসরের কথা। বিশ্ব ফুটবলের আরও চার ‘উজ্জ্বল’ নাম নিয়ে আজকালের বিশেষ প্রতিবেদন, যাঁরা হয়তো কেরিয়ারের ইতি টানবেন এবারই।

ন্যুয়ের

১৭ বছর! জার্মান দুর্গের শেষ প্রহরী। ‘সুইপার কিপার’ হিসেবে জনপ্রিয়। ২০১০–এ বিশ্বকাপে অভিষেক। তারপর চারটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১৯ ম্যাচ খেলেছেন, যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে গোলরক্ষকদের মধ্যে সর্বাধিক। ২০১৪ সালে জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী দলের একমাত্র সদস্য যিনি এবারও খেলবেন। সেবার জিতেছিলেন গোল্ডেন গ্লাভস। ৪০–এর ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। ১২৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, যা সেদেশের হয়ে খেলা গোলরক্ষকদের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্বকাপে সর্বাধিক সেভের রেকর্ডও (৬২) তাঁর নামে। ২০২৪ সালে ইওরো কাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেও বর্তমান কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের অনুরোধে সিদ্ধান্ত পাল্টান।

ডিব্রুইন

বেলজিয়ামের ‘সোনালি প্রজন্মের’ অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভিনসেন্ট কোম্পানি, এডেন হ্যাজার্ডের পর তাঁর কাঁধেই উঠেছিল জাতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব। ২০১৪ সালে কেভিন ডিব্রুইনের নেতৃত্বে বেলজিয়াম প্রথম বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। ২০১৮–তে তৃতীয় স্থান পায় তারা, যা বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের সেরা প্রাপ্তি। ২০২২–এ গ্রুপ পর্বেই বিদায়। দেশের জার্সিতে ১১৭ ম্যাচে ৩৬ গোল ও ৫০–এর বেশি অ্যাসিস্ট রয়েছে ডিব্রুইনের। বিশ্বকাপ চলাকালীন ৩৫–এ পা দেবেন। অবসরের ভাবনা না থাকলেও, আসন্ন বিশ্বকাপে পারফরমেন্স, শারীরিক অবস্থার দিকগুলি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন জানিয়েছেন।

ওটামেন্ডি

২০২২ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের অন্যতম কারিগর। গত বিশ্বকাপের দলে লিওনেল মেসি ও এমিলিয়ানো মার্টিনেজ ছাড়া নিকোলাস ওটামেন্ডি সব ম্যাচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন। ৩৮ বছরের এই সেন্টারব্যাক কেরিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেবেন জানিয়েছেন। ২০০৯ সালে জাতীয় দলে অভিষেক। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়লেও তারপর থেকে নিয়মিত জাতীয় দলে খেলছেন। ১৩০ ম্যাচে ছ’টি গোলও করেছেন তিনি। বিশ্বকাপে খেলেছেন ১৪ ম্যাচ। পাঁচটি কোপা আমেরিকা মিলিয়ে ম্যাচের সংখ্যা ২৭। দু’বার চ্যাম্পিয়নও হন।

সালা

ফুটবলগ্রহে ‘মিশরীয় রাজা’ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্লাব–কেরিয়ারে সাফল্যের তালিকা লম্বা। তবে দেশের হয়ে একটিও ট্রফি জেতা হয়নি। আফ্রিকা কাপ অফ নেশন্‌সে ২০১৭ ও ২০২১ সালে রানার্স হয় মিশর। যদিও ২৮ বছরের অপেক্ষা মিটিয়ে ২০১৮–য় বিশ্বকাপের মূল পর্বে দেশকে নিয়ে যান তিনি। জাতীয় দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১১৫টি ম্যাচ খেলেছেন মহম্মদ সালা। করেছেন ৬৭ গোল। মিশরের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হোসাম হাসানের থেকে আর মাত্র দুই গোল দূরে। তিনি না জানালেও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার খবর, বিশ্বকাপের পর অবসর নেবেন সালা।

ইরানে যুদ্ধের প্রভাব ফুটবলারদের ওপরেও

আজকালের প্রতিবেদন

ইরানে আমেরিকার হানার পর সে দেশের ফুটবল মহলে তৈরি হয়েছিল ব্যাপক অস্থিরতা। ইরান কি যাবে ‘শত্রু’ দেশে বিশ্বকাপ খেলতে? কখনও ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন বিশ্বকাপ বয়কটের, কখনও সে দেশের ফুটবল ফেডারেশন বিরক্তি প্রকাশ করেছে আমেরিকায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে। অনেক টানাপোড়েনের পর ফিফার হস্তক্ষেপে মিটেছে যাবতীয় সমস্যা। মার্কিন মুলুকে গিয়েই বিশ্বকাপ খেলবে ইরান। কিন্তু দেশে যুদ্ধ–পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ইরানের ফুটবলারদের ওপরেও, জানিয়েছেন ২৯ বছর বয়সি মিডিও সাইদ এজাতোলাহি। তিনি ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপেও খেলেছেন। তাঁর কথায়, ‘দলে আমরা যারা সিনিয়র, তাদের পক্ষে হয়তো এই ধরনের পরিস্থিতি সামলে নেওয়া কিছুটা সহজ। কিন্তু তবুও বলব, দিনের শেষে যখন দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার খবর সামনে আসে, তার প্রভাব দেশের জনগণের পাশাপাশি ফুটবলারদের ওপরেও পড়ে। তখন পরিস্থিতি বেশ জটিলই হয়।’

এইমুহূর্তে পুরোদমে চলছে ইরানের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি। তবে তার আগেও তৈরি হয়েছিল ভিসা নিয়ে জটিলতা। আমেরিকার অ্যারিজোনায় হওয়ার কথা ছিল ক্যাম্প। কিন্তু ভিসা সমস্যায় সেই ক্যাম্প সরেছিল তুরস্কে। সেখানে দু’সপ্তাহ অনুশীলন করেছেন ইরানের ফুটবলাররা। পরে ভিসা সমস্যা মেটায় প্রস্তুতি শিবির বসেছে মেক্সিকোর তিজুয়ানায়। এই জায়গাটা মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্তের কাছে। বিশ্বকাপে ইরানের প্রথম দুটি ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেসে। এখানে ইরানের সমর্থক প্রচুর। দলের আর এক মিডিও মহম্মদ ঘোরবানি বলেছেন, ‘জানি, দেশের মানুষ যুদ্ধের জন্য কত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ওদের মুখে হাসি ফোটাতেই আমরা নামব বিশ্বকাপে। নিজেদের সেরাটা দিয়েই ওদের আনন্দ দিতে চাই।’

‘গ্রুপ অফ ডেথ’–এ ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা এবং ঘানা। প্রথম দুটি দলই বেশ শক্তিশালী। পিছিয়ে নেই ঘানাও। ফিজিক্যাল ফুটবল খেলায় জোর দেয় তারা। এই গ্রুপের লড়াই উপভোগ্য হবে। ‘এল’ গ্রুপই এবারের বিশ্বকাপের ‘গ্রুপ অফ ডেথ’।

ইংল্যান্ড

তারকা সমৃদ্ধ দল ইংল্যান্ড। হ্যারি কেন, জুড বেলিংহ্যাম, বুকায়ো সাকা— প্রত্যেকেই ক্লাব ফুটবলে প্রতিষ্ঠিত নাম। তবে বিশ্বকাপের লড়াই আলাদা। ১৯৬৬ সালে প্রথম এবং একমাত্র বিশ্বকাপটি জিতেছিল ইংল্যান্ড। ৬০ বছরের মাথায় কি তারা আবার বিশ্বকাপ জিততে পারবে? থ্রি লায়ন্সদের পথ দেখানোর জন্য কোচের পদে আছেন জার্মান–জাত টমাস টুখেল। এই অভিজ্ঞ কোচ ইংল্যান্ড ফুটবলারদের শিল্পের মধ্যে জার্মান পাওয়ার ফুটবল মেশানোর কাজ করেছেন। তিনি সফল কি না, তা বিশ্বকাপে দেখা যাবে।

ঘানা

অ্যান্টন সেমেনিও। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা ফরোয়ার্ড ঘানা থেকেই উঠে এসেছেন। এই মুহূর্তে নিজের দেশের সেরা ফুটবলার তিনিই। সুতরাং, সেমেনিওই যে বিশ্বকাপে ঘানার প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠবেন, তা আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। ঘানা গত ছয়টি বিশ্বকাপের মধ্যে পাঁচটিতেই খেলেছে। যার মধ্যে ২০১০–এ কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোনোই এখনও পর্যন্ত তাদের সেরা পারফরমেন্স। বাছাইপর্বের গ্রুপশীর্ষে থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা পেয়েছে ঘানা।

ক্রোয়েশিয়া

যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৯৮ সালে নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপেই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল ক্রোয়েশিয়া। বছর কুড়ি পর তারা ২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে হেরে যায়। চার বছর আগে কাতারে সেমিফাইনালিস্ট ছিল। এবার তারা কেমন খেলে, নজর থাকবে ফুটবলবিশ্বের। এখনও ক্রোয়েশিয়ার প্রধান ভরসা লুকা মদ্রিচ। কিন্তু তাঁর বয়স ৪০ হয়েছে।

পানামা

বিশ্বকাপে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ করবে পানামা। দলটি বাছাইপর্বের গ্রুপে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এবার বিশ্বকাপের কঠিন গ্রুপে তারা কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার।

ইংল্যান্ডের ভরসা হ্যারি কেন

বিরাট নেই, অনিশ্চিত রোহিতও

আজকালের প্রতিবেদন

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট কোহলি। তাঁর জায়গায় দলে সুযোগ পেতে পারেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য রোহিত শর্মাও অনিশ্চিত। যদি তিনি সিরিজ শুরুর আগে ফিট না হন তাহলে তাঁর জায়গায় নেওয়া হতে পারে যশস্বী জয়সওয়ালকে।

আইপিএল ফাইনালে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন কোহলি। হাঁটুর ঠিক নীচে শিনবোনের ভেতরের অংশের পেশি ছিঁড়েছে। এই অবস্থায় ঝুঁকি নিতে চাইছেন না তিনি। ১৩ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু। তার আগে কোহলির পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। তাই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।

রোহিত শর্মাকে একদিনের দলে শর্তসাপেক্ষে রেখেছিলেন নির্বাচকরা। সিরিজ শুরুর আগে তিনি যদি পুরো ফিট হয়ে ওঠেন, তবেই থাকবেন। কিন্তু রোহিতের চোটের যা পরিস্থিতি, ১৩ জুনের আগে ফিট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। আইপিলের মাঝপথেই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কবলে পড়েছিলেন রোহিত। কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। কিছুটা ফিট হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু চোট আরও বেড়েছে।

এখন দেখার এই দুই সিনিয়র তারকা ব্যাটার দেশের হয়ে কবে মাঠে নামেন। আফগানিস্তানের পর ভারতের একদিনের সিরিজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ৩ ম্যাচের সিরিজ শুরু ১৪ জুলাই। তার আগে বিরাট ও রোহিত পুরো ফিট হয়ে ওঠেন কিনা দেখার। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে, ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই দুই তারকা হয়তো ঝুঁকি নেবেন না।

সৌরভ–ঝুলনদের ছবি দেওয়া বেঙ্গল টি২০ লিগের বিশাল হোর্ডিং ইডেনে। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

আজ ঢাকে কাঠি পড়বে বেঙ্গল টি২০ লিগের

আজকালের প্রতিবেদন

ঢাকে কাঠি পড়া আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বেঙ্গল টি২০ লিগ। প্রতিযোগিতার তৃতীয় সংস্করণের প্রথম বল মাটিতে গড়ানোর আগের সন্ধ্যায় ইডেনে ক্যাপ্টেন্স মিটে উপস্থিত ছিলেন পুরুষ ও মহিলা দলের অধিনায়করা। শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সের নেতা শাহবাজ আহমেদ আশাবাদী, এবারের বেঙ্গল টি২০ লিগে প্রচুর চার ছয় উপহার দেবেন ক্রিকেটাররা। তাঁর পাশে বসা সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদার অধিনায়ক মুকেশ কুমারের গলাতেও কার্যত একই সুর শোনা গেল। শাহবাজ বলছিলেন, ‘যে সময় এখানে বেঙ্গল টি২০ লিগ করার উইন্ডো পাওয়া যায়, সেটা আইপিএলের ঠিক পরে পরে। ফলে, উইকেটগুলো স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহৃত। গত বছর আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে, এর ফলে ম্যাচগুলি লো স্কোরিং হচ্ছে। তবে, কুকাবুরার পরিবর্তে এসজি বলে এবার খেলা হচ্ছে। এই বলটি তুলনামূলক একটু বেশি শক্ত। হাই স্কোরিং ম্যাচের ক্ষেত্রে এই বল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে হয়।’

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের এই লিগ কী মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে, তা উঠে এল ডব্লুপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এর হয়ে খেলা বাংলার সাইকা ইশাকের কথায়। তিনি বলছিলেন, ‘এই প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়া বহু মহিলা ক্রিকেটার নিজেদের প্রয়োজনীয় ক্রিকেট সরঞ্জাম কিনতে পারেন না। হাতেগোনা কিছু প্রতিযোগিতা এবং জেলা লিগ থেকে যেটুকু আয় হয় তাদের, তা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন। সেই প্রেক্ষিতে সার্বিক ছবি বদলে দিচ্ছে এই লিগ।’

নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়ার অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি বলেন, ‘দলে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ও তরুণ প্রতিভার ভাল সংমিশ্রণ রয়েছে, যা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে। এই ধরনের টুর্নামেন্ট ক্রিকেটারদের নিজেদের মেলে ধরার বড় মঞ্চ। স্কাউট ও নির্বাচকদের নজরে আসার সুযোগ থাকে এবং বিভিন্ন ম্যাচ পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রমাণ করা যায়। আমরা যদি নিজেদের প্রক্রিয়ার উপর ভরসা রেখে ভাল খেলতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে অনেক নতুন সুযোগ তৈরি হবে।’

ঢাকায় আইসিসি

৭ জুন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ বোর্ডের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঢাকায় পৌঁছেছে আইসিসি–র দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল। সেই দলে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মহম্মদ এএস মুসাজি ও জিম্বাবোয়ের তাভেঙ্গাওয়া মুকুহলানি। তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা আইসিসি–র কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন।

প্যারিসে ফাইনালে আন্দ্রিভা

আজকালের প্রতিবেদন

অঘটনের ফ্রেঞ্চ ওপেনে পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলস সেমিফাইনালে আট খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র দু’জনের আগেও গ্র্যান্ড স্লাম সেমিফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা আছে। সেই দুইয়ের একজন মীরা আন্দ্রিভা বৃহস্পতিবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে উঠলেন। রাশিয়ার ১৯ বছরের টিনএজারের এটাই জীবনের প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালে পা রাখা। দু’বছর আগে রোলাঁ গারোতেই সেমিফাইনালে হারা আন্দ্রিভা এদিন অবশ্য ফিলিপ শাঁতিয়ের সেন্টার কোর্টে ১৫ নম্বর বাছাই ইউক্রেনের মার্তা কস্তিয়ুককে সহজেই ৬–১, ৬–৩ স্ট্রেট সেটে হারালেন। ফাইনালে অষ্টম বাছাই আন্দ্রিভা খেলবেন মাজা চোয়ালিনস্কা এবং ডায়ানা স্নাইডারের মধ্যে হওয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল জয়ীর বিরুদ্ধে শনিবার। এদিকে, স্নাইডারের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর বিধ্বস্ত বিশ্বের এক নম্বর তারকা অ্যারিনা সাবালেঙ্কা বলেন, ‘সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল এখনই অবসর নিয়ে ফেলি। এখন আমাকে একটা পুরো দিন এই ধাক্কাটার কথা বারবার মনে করে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। নয়তো ফিরে আসাটা কঠিন।’ দ্বিতীয় সেটে ম্যাচ পয়েন্ট থেকে মাত্র দু’ধাপ পিছনে থেকেও জিততে পারেনি সাবালেঙ্কা। উল্টে নির্ণায়ক তৃতীয় সেট হারেন ০–৬ গেমে।

খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে চ্যাম্পিয়ন বাংলা ফুটবল দল সংবর্ধিত। আছেন মন্ত্রী অশোক দিন্দা, তাপস রায়, ক্ষুদিরাম টুডু এবং ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L65922WB1990PLC049541
রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং এক্স–১, ২ ও ৩, ব্লক– ইপি, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা– ৭০০০৯১, টেলিফোন নং: + ৯১ ৩৩ ৪০২০ ২০২০
ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com; ই–মেল: investor.relations@shristicorp.com

শেয়ারধারকদের প্রতি নোটিস
১০০ দিনের দ্বিতীয় প্রচারাভিযান – ‘সক্ষম নিবেশক’

পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায়, বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ইনভেস্টরস এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ) অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশগুলির দাবির সুবিধায় কেওয়াইসি এবং সম্পর্কিত আপডেশনের জন্য ‘সক্ষম নিবেশক’ শিরোনামে দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযানের সূচনা করেছে। এই প্রচারাভিযান ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত ১০০ দিনের মেয়াদে চলবে। শেয়ারধারকগণকে যাঁরা তাঁদের কেওয়াইসি বিশদ (প্যান, ব্যাঙ্ক ম্যানডেট, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি) আপডেট করেননি বা দাবিহীন লভ্যাংশ রয়েছে এই লভ্যাংশগুলি আইইপিএফ–এ হস্তান্তর এড়াতে এই মেয়াদের মধ্যে তা করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। দাবিহীন লভ্যাংশগুলির জন্য কোনও ব্যাখ্যা বা দাবি দাখিলের জন্য শেয়ারধারকগণ আমাদের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেডের সেলেনিয়াম টাওয়ার ‘বি’, প্লট নং ৩১–৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, ননাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী মণ্ডল, হায়দরাবাদ–৫০০০৩২ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে einward.ris@kfintech.com আইডি–তে ই–মেল করতে পারেন।

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ–
কৃষ্ণ কুমার পাণ্ডে
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং ACS 26053
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬

UTI SWATANTRA
India Invest Karo
UTI Mutual Fund
Haq, ek behtar zindagi ka

NOTICE OF INVESTOR AWARENESS PROGRAM (IAP)

UTI Mutual Fund invites you for an Investor Awareness Program to be conducted on June 6th,2026 at 6 pm at Dhakeswari Chinese Restaurant and Caterers,B-8/9 (CA), B8, Block B, Kalyani, West Bengal 741235. We request your warm presence. Admission open for all.

Kalyani
June 05, 2026 **www.utimf.com**

Toll Free No.: 1800 266 1230

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'GN' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.
Phone: 022 — 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund)
E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

An Investor education & awareness initiative of UTI Mutual Fund. To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc. please visit https:// www.utimf.com/ servicerequest/kyc. Please deal with only registered Mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under "Intermediaries/market Infrastructure Institutions". All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and/or visit https://scores.sebi.gov.in (SEBI SCORES portal) or to escalate investor may visit https://smartodr.in/login Online Dispute Resolution Portal (ODR Portal) .

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Bandhan Bank
আঞ্চলিক কার্যালয়: নেতাজি মার্গ, মিঠাখালি সিক্স রোডসের নিকটে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ– ৬, ফোন: +৯১-২৬৪২১৬৭১-৭৫

প্রতীকী দখলের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর রুল 3–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002–এর 13(12) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং 8–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের 13(4) ধারাধীনে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থাঙ্ক, সুদ, খরচ ও চার্জ সমেত ব্যাঙ্কের প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের 13 নং ধারার (8) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে অনাদায়ী বকেয়া
বনানি সিনহা সঞ্চারি বসু 20008410000127 20008410000119	নির্দায় জমি এবং উত্তরাধিকারী এবং প্রেমিসেসের হাউজ এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমির মাপ 89.82 মিটার এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 195.48 বর্গমিটার, জে এল নং 30, মৌজা বর্ধমান, প্লট নং 11774, 11775, এল আর খতিয়ান নং 21225, 21226, খতিয়ান নং 1308, 1307, বি সি রোড, বর্ধমান সরদ, জেলা কংগ্রেস পার্টি অফিসের বিপরীত, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, তার উপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ। চৌহদ্দি : উত্তর– গলি রোড; পূর্ব: 10 ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম: প্রশান্ত পাঙ্গার বাড়ি; দক্ষিণ: বি সি রোড।	19 জুলাই, 2025	30 মে, 2026	₹55,22,483.58/– (18 জুলাই, 2025 অনুযায়ী)

তারিখ: 5 জুন, 2026, স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বাঃ– বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অনুমোদিত আধিকারিক

সাক্ষাৎকারে লিওনেল মেসি

কথা দিচ্ছি এবারও সেরাটা দেব

তিনি কিংবদন্তি। ফুটবল কেরিয়ারে যা যা পাওয়া সম্ভব, সব পেয়েছেন। এরপরও কি কোনও লক্ষ্য বাকি থাকে? গতবারের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি বলছেন, হ্যাঁ থাকে। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই নামবেন এবারের বিশ্বকাপে।

১৮ ডিসেম্বর, ২০২২। সেই রাতের গুরুত্ব আপনার জীবনে কতখানি?

লিওনেল মেসি: আমাদের কাছে, আর্জেন্টিনীয়দের কাছে অন্যতম স্মরণীয় রাত। আরও ভাল বললে, আমার আর আমার দলের কাছে খুব খুব স্পেশ্যাল একটা রাত। আসলে ১৯৮৬–র পর থেকে আমরা প্রত্যেক বিশ্বকাপে মরিয়া চেষ্টা করেছি। সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। তারপরও শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে প্রতিবার। তাই লুসেইল স্টেডিয়ামে ১৮–র ওই রাত আমাদের কাছে ছিল স্বপ্নপূরণের রাত। ৩৬ বছর আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছিল। তাই ওই রাত তুলনাহীন।

আপনার নেতৃত্বে আরও একবার বিশ্বকাপ খেলবে আর্জেন্টিনা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আপনারা এবার বিশ্বকাপে নামবেন। বাড়তি চাপ?

মেসি: আমি বারবার বলেছি, আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে পারাই আমার কাছে বড় সম্মান। জাতীয় দলের হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করি। একটা সময় আমরা ভাল খেলতে, সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতে পারছিলাম না। কিন্তু চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। তবে শেষ কয়েক বছর অবিশ্বাস্য কেটেছে। আমরা তিনটে বড় টুর্নামেন্ট জিতেছি। দু'বার কোপা আমেরিকা আর একবার বিশ্বকাপ। দেশের হয়ে ট্রফি জিততে পারার আনন্দই আলাদা। আমরা একই লক্ষ্য নিয়ে এবার বিশ্বকাপে নামব। এটা ঘটনা, আমাদের নিয়ে এবার প্রতিপক্ষের ভাবনা অনেক আলাদা হবে। কড়া চ্যালেঞ্জ, কঠিন সময়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাই তৈরি থাকতে হবে।

বিশ্বকাপ জয়ের রসায়ন বললেই আর্জেন্টিনা ফুটবলে কোচ আর ক্যাপ্টেনের সুসম্পর্ক বরাবর চোখে পড়েছে। মেনোত্তির সঙ্গে ড্যানিয়েল পাসারেলার, বিলার্দোর সঙ্গে দিয়েগো মারাদোনার দারুণ সম্পর্ক ছিল। লিওনেল স্কালোনির সঙ্গে আপনার সম্পর্কও কি সেরকমই?

মেসি: ২০০৬ বিশ্বকাপে আমি আর স্কালোনি ছিলাম সতীর্থ। ও ছিল সিনিয়র। আর আমি নবাগত। সতীর্থ হিসেবে ও দুরন্ত। এমন এমন গল্প করত যে, আমরা হেসে লুটোপুটি খেতাম। কিন্তু কোচ হওয়ার পর ও অনেকটা বদলেছে। তবে ওর কাজের ধরন একই আছে। ও ফুটবলারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। কী চাইছে, সেটা স্পষ্ট জানায়। ম্যাচের আগে এবং ম্যাচ চলাকালীন কী করতে হবে নিজে জানে। ওর ভাবনা খুবই পরিষ্কার। দলের অন্যদের মতো আমিও ওর সঙ্গে কথা বললে একই রকম উষ্ণতা, ভালবাসা পাই।

বার্সিলোনার পেপ গুয়ারদিওলার সঙ্গেও দারুণ সম্পর্ক আপনার।

মেসি: পেপ প্রবাদপ্রতিম কোচ। উনি কী কী করেছেন, একবার তাকালেই বুঝবেন। ওর দল শুধু আলাদা ফুটবল খেলে না, উনি জার্মানি আর ইংল্যান্ডের ফুটবলের ধরন বদলে দিয়েছেন। তবে স্কালোনি ওর নিজের মতো করে সেরা। ও আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস দৃঢ় করেছে। নিজে হাতে এই দলটাকে তৈরি করেছে। আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা জানে, যেখানেই খেলুক স্কালোনির দৃষ্টি ওদের দিকে রয়েছে। ভাল প্লেয়ার হলে দলে ডাক পাবেই। এটাই ফুটবলারদের কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণা। স্কালোনি খুব ভাল করে বোঝাতে পারে। ও কিংবদন্তি। আমাদের পারস্পরিক আস্থা দারুণ।

আর্জেন্টিনা কি এবারও ট্রফি ধরে রাখতে পারবে?

মেসি: কারও পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয়। এটা বিশ্বকাপ। প্রতিটি দল ট্রফি জেতার জন্য নিজেদের সেরাটা দেবে। আমরা এবারও একই রকম ভাবে তৈরি। নিজেদের সম্পূর্ণ উজাড় করে দেব। কিন্তু ফুটবলে আগাম কিছু বলা যায় না। আমাদের দলটা শক্তিশালী। দুর্দান্ত সব ফুটবলার রয়েছে। প্রত্যেকে আরও বেশি সাফল্যের জন্য মুখিয়ে। আমরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এই দলটা আরও কিছু জিততে চায়, আবার কাপ পেতে চায়। আমাদের ড্রেসিংরুমের আবহ দুর্দান্ত। তাই স্কালোনি আর আমাদের দলের আরও কিছু প্রাপ্য।

এবারের বিশ্বকাপে কোন দল আর্জেন্টিনার পথের কাঁটা হতে পারে?

মেসি: ফ্রান্স অবশ্যই। কারণ, ওরা পরপর দু'বার ফাইনাল খেলেছে। একবার জিতেছে, একবার হেরেছে। তারপর থাকবে স্পেন। যে দলে প্রতিভাবান ফুটবলারের ছড়াছড়ি। আর ব্রাজিলের কথা বলতে পারি, ওরা অনেকগুলো বছর ট্রফির অপেক্ষায় রয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য জার্মানি আর ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রেও।

আর্জেন্টিনার সমর্থকরা আপনার আর দলের পাশে আছেন। আর আশায় রয়েছেন আরও এক বিশ্বকাপ জয়ের।

মেসি: সেটাই তো স্বাভাবিক। আমি সেটা জানি। গত বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হেরে যাওয়ার পর আমি আর্জেন্টিনার সমর্থকদের কাছে বার বার অনুরোধ করেছিলাম দলের পাশে থাকার জন্য। কারণ, এই দলটাকে আমি চিনি। দলের যোগ্যতা, ভারসাম্য জানি। ওঁরা পাশে ছিলেন। আমরা বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। এটাও জানি, ওঁরা চান এবারও আমরা ট্রফি জিতি। কাজটা সহজ নয়। আমার কাছে অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতের গুরুত্ব অনেক বেশি। কথা দিচ্ছি, প্রতিবারের মতোই এবারও সেরাটা দেব। বাকিটা সময় বলবে।

(পিএমজি)

আর্জেন্টিনা শিবিরে চোটই চিন্তা

আজকালের প্রতিবেদন

গতবারের বিশ্বজয়ী দল তারা। ব্রাজিলের পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড ছুঁতে এবার মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। আসন্ন লড়াইয়ের আগে কোনও প্রতিপক্ষ দল নয়, কোচ লিওনেল স্কালোনির চিন্তা দলের একাধিক চোট–সমস্যা। তালিকায় প্রথম নামই নীল–সাদা শিবিরের প্রধান অস্ত্র লিওনেল মেসি। ভারী বৃষ্টিতে বড় চোট পাওয়া থেকে বাঁচতে ইন্টার মায়ামির শেষ ম্যাচে মাঝপথেই মাঠ ছাড়েন মেসি। অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে। সেই কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর মাঝে কয়েকদিন বিশ্রামে থাকার পর ধীরে ধীরে অনুশীলনের মাত্রা বাড়াচ্ছেন তিনি।

কানসাসে প্রাক্ বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শিবির করছে আর্জেন্টিনা। বুধবার সেখানে বাকিদের সঙ্গে বল নিয়ে অনুশীলন করেননি মেসি। বদলে একা একাই বল নিয়ে দৌড়তে দেখা যায় তাঁকে। মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশির ক্লান্তিতে ভুগছেন মেসি। অনুশীলনে বাড়তি চাপ নিচ্ছেন না। তবে আর্জেন্টিনা শিবিরের যা ইঙ্গিত, আগামী ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার উদ্বোধনী ম্যাচের আগে মেসি খেলার জায়গায় চলে আসবেন। ফিটনেস সমস্যাও রয়েছে তাঁর। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, যাঁদের ছোটখাটো চোট সমস্যা আছে তাঁরা ফিজিওথেরাপি দলের কাছে নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম করছেন। উন্নতিও হচ্ছে।

মেসি ছাড়াও চোটের তালিকায় আরও একটি বড় নাম এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক। আঙুলে চোট আছে তাঁর। তবে আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ তিনি। আশা করা হচ্ছে, শীঘ্রই বল নিয়ে অনুশীলন শুরু করবেন। চোটের কবলে আছেন লিয়েন্দ্রো পারাদেসও। তাঁর অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। জাতীয় দলের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন নাহুয়েল মোলিনা এবং গঞ্জালো মন্টিয়েল। দু'জনেরই সেরে ওঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর্জেন্টিনা আক্রমণভাগের অন্যতম ভরসা জুলিয়ান আলভারেজ তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য প্লাজমা চিকিৎসার শরণাপন্ন হতে পারেন। এই তালিকায় সর্বশেষ নাম নিকো পাজ। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন, তা বোঝার জন্য একটু সময় নেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহান্তে প্রীতি ম্যাচের পর সম্ভবত তাঁর চোটের পরীক্ষা হবে। এছাড়াও, বেশ কয়েকজনকে নিয়ে সতর্কতা রয়েছে আর্জেন্টিনা শিবিরে। তবে চোট কাটিয়ে নিকোলাস গঞ্জালেস সম্পূর্ণ সুস্থ এবং খেলার জন্য প্রস্তুত।

উদ্বাস্তু শিবিরে জন্ম, সেই আলফোন্সো বিশ্বকাপে অধিনায়ক

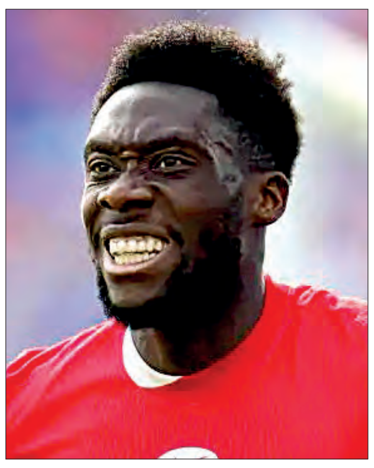

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

ফুটবল প্রতিদিন নতুন রূপকথা লেখে। ফুটবলের সবুজ মাঠ প্রতিদিন পাল্টে দেয় মানুষের জীবন। অন্ধকার থেকে নিয়ে আসে আলোয়। শূন্য থেকে শুরু করা মানুষকেও পৌঁছে দেয় খ্যাতির শীর্ষে। যেমন রূপকথা লেখা হবে এবারের বিশ্বকাপে। ৪৮ দেশের এই বিশ্বকাপের সহ আয়োজক কানাডা, যার অধিনায়কের জন্ম হয়েছিল অন্য এক দেশের উদ্বাস্তু শিবিরে। সেখান থেকে পথচলা শুরু করে ফুটবলের ছোঁয়ায় এখন তিনি বিশ্বকাপের মঞ্চে। আলফোন্সো ডেভিস। বায়ার্ন মিউনিখে খেলা ২৫ বছরের এই ডিফেন্ডার কানাডার নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড পরে বিশ্বকাপে নামবেন।

অথচ ডেভিসের জন্মই হয়নি কানাডায়। তিনি জন্মেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মহাদেশের এক উদ্বাস্তু শিবিরে। আলফোন্সোর বাবা ডেবিয়া এবং মা ভিক্টোরিয়া ছিলেন লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ার বাসিন্দা। সেদেশে তখন শুরু হয়েছে সিভিল ওয়ার। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। সেই ভিড়ে ছিলেন ডেবিয়ারাও। তাঁরা পৌঁছোন ঘানার বুদুবুরামের এক উদ্বাস্তু শিবিরে। ২০০০ সালের ২ নভেম্বর সেখানেই জন্ম হয় আলফোন্সোর। সামনে তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। শেষ পর্যন্ত রিফিউজি প্রোগ্রামের অংশ হয়ে তাঁদের জায়গা হয় কানাডায়। প্রথমে ওন্টারিওর উইন্ডসরে। তারপর এডমন্টনে। সেখানেই শুরু আলফোন্সোর যুব ফুটবল।

১৫ বছর বয়সে যোগ দেন ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস এফসি–র অ্যাকাডেমিতে। তখনও খাতায়–কলমে তিনি লাইবেরিয়ার নাগরিক। ২০১৭ সালে কানাডার নাগরিকত্ব পান। সেবছরই সবচেয়ে কমবয়সি ফুটবলার হিসেবে সেই দেশের জাতীয় দলে খেলার রেকর্ড গড়েন। তার আগে ২০১৬ সালে দ্বিতীয় কমবয়সি ফুটবলার হিসেবে মেজর লিগ সকারে মাঠে নেমেছেন। ২০১৮–য় সেই লিগের ফুটবলার হিসেবে রেকর্ড অর্থে যোগ দেন বায়ার্ন মিউনিখে। ২০২০–তে বায়ার্নের হয়ে জেতেন ত্রিমুকুট। প্রথম কানাডিয়ান ফুটবলার হিসেবে স্পর্শ করেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এই কয়েক বছরে বায়ার্নের জার্সিতে বহু ট্রফি এবং ব্যক্তিগত পুরস্কার জিতেছেন।

এখনও পর্যন্ত দু'বার বিশ্বকাপ খেলেছে কানাডা। ১৯৮৬ এবং ২০২২। প্রথমবার একটি গোলও করতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়বার দুটি গোল করতে পেরেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল মরক্কোর নায়েফ আগুয়ার্ডের আত্মঘাতী। অন্য গোলটি আলফোন্সো ডেভিসের। অর্থাৎ, এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে কানাডার একমাত্র গোলদাতা তিনি। এবার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। স্বপ্ন থাকবে পরের রাউন্ডে যাওয়ার। আর সেই স্বপ্ন সত্যি করতে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরবেন ঘানার উদ্বাস্তু শিবিরে জন্ম নেওয়া আলফোন্সো ডেভিস।

কয়েকদিন পরেই শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ

প্রস্তুত আজকাল

কাল, শনিবার প্রকাশিত হবে নরওয়ে তারকা আর্লিং হালান্ডের সাক্ষাৎকার

বাহারি চুল

বেলজিয়াম আক্রমণের বড় ভরসা দিয়েগো মোরেরা। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে। ছবি: এএফপি

খেলার খুচরো

অনীশের হ্যাটট্রিক

শিলিগুড়ির প্রথম ডিভিশন ফুটবলে আটকে গেল কিশোর সংঘ ৪-৪ গোলের ড্র করে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবের বিরুদ্ধে। কিশোরের হয়ে খেলার সেরা অনীশ রাই হ্যাটট্রিক করেন। সুমিত মুখিয়া ১টি গোল পান। নরেন্দ্রনাথের শুভম শা ২টি, অমিত রায় ও অর্ণব ছেত্রী ১টি করে গোল করেন।

জয়ী আরএসএ

জলপাইগুড়ি সুপার ডিভিশন ফুটবলে জয়ী আরএসএ। ২-০ গোলে হারাল এটিও মালবাজারকে। জয়ী দলের অরুণ ওরাও ও কৌশিক দে ১টি করে গোল করেন। খেলার সেরা আরএসএ-র বিষ্ণু রায়।

বিদায় সিন্ধুর

আরও এক ব্যর্থতা সঙ্গী হল পিভি সিন্ধুর। বৃহস্পতিবার জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়া ওপেনে তিনি প্রি কোয়ার্টারে ১৭–২১, ১৫–২১ পয়েন্টে হারেন বিশ্বের এক নম্বর, কোরিয়ার অ্যান সে ইয়ংয়ের কাছে। গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুর ওপেনের কোয়ার্টারেও ইয়ংয়ের কাছে হেরেছিলেন সিন্ধু।

প্রীতি ম্যাচে

লন্ডনে ইউনিটি কাপে দুই ম্যাচ হেরে হতাশাজনক ফল ছিল ভারতীয় ফুটবল দলের। আজ, শুক্রবার তাজিকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে খালিদ জামিলের দল। গত বছর আগস্টে কাফা নেশনস কাপে তাজিকিস্তানকেই হারিয়েছিল ভারত।

S24 PAGS	123
N24 PAGS	123
RANAGHAT	123
ARAMBAGH	121
BURDWAN	121
BOLPUR	123
MIDNAPUR	122
BANKURA	125
SILIGURI	119
MALDA / BALURGHAT	118
FALAKATA	111
ALIPURDUAR	111

CONTACT-80160 91101